জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বাতিল ট্রেন

সিগন্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য হাওড়া শাখায় রবিবার বাতিল একাধিক ট্রেন। এদিকে, রবিবার বেশ কয়েকটি পরীক্ষা রয়েছে। রেলের এই সিদ্ধান্তে চিন্তায় পরীক্ষার্থীরা

ডিসেম্বরেই শীত

একের পর এক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বাধাপ্রাপ্ত শীত। ডিসেম্বরের ৪ তারিখের পর পারদ নামতে শুরু করবে। সোমবার থেকে তিন দিন তাপমাত্রায় বিশেষ কোনও ওঠানামা হবে না। আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক

প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বৈঠকে কর্মীর মুখে গরম চা বিজেপি নেতার

পঞ্চায়েতের কর্মাধ্যক্ষের মৃত্যু দুর্ঘটনায়, শোক অভিষেকের

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৮৫ ● ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ ● ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 185 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 30 NOVEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কমিশনের স্ট্র্যাটেজি ব্যর্থ হয়েছে তাই পুরনো নোটিশ! অভিষেক

হিম্মত থাকলে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন

প্রতিবেদন : নির্বাচন কমিশনকে আবার কড়া ভাষায় তোপ দাগলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, কেন এই চোর-পুলিশের খেলা খেলে চলেছেন? হিম্মত থাকলে মানুষের মুখোমুখি হোন। তাহলে বুঝতে পারবেন আপনাদের এসআইআর নিয়ে বাংলার মানুষ কতখানি ক্ষুব্ধ, বিরক্ত এবং কার্যত ফুঁসছেন।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার নির্বাচন কমিশনের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট। যেখানে বিএলও, সুপারভাইজার, এইআরও ও ইআরও-দের সাম্মানিক একলাফে বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা। আসলে এটা চার মাস আগেকার একটি

একুশের চেয়ে আরও বেশি আসনে জিতব

নোটিশ। কেন সেই নোটিশ হঠাৎ সমাজমাধ্যমে? অভিষেক বলেছেন, আসলে কমিশন বুঝেছে 'সার'-এর নামে তাদের মিথ্যাচার ধরা পড়ে গিয়েছে। মুখোশ খুলে গিয়েছে। কমিশন শুধু ব্যর্থ নয়, মুখ থুবড়ে পড়েছে। এসআইআর-আতঙ্কে একের পর এক মানুষের আত্মহত্যা, অমানুষিক কাজের চাপে বিএলও-দের মর্মান্তিক মৃত্যু দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে কমিশনের। হাঁসফাঁস অবস্থা। তোপের মুখে সেই জায়গাতে দাঁড়িয়েই মানুষের উষ্মা প্রশমিত করতে পুরনো একটি নোটিশ বাজারে ছাড়া হয়েছে। (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দহন

অবর্ণনীয় গরমে
তীব্র বর্ণনীয়া
পরিবহন চিত্রতা
কাঁপছে বাতাস
ঝাঁপাচ্ছে গ্রীষ্ম
ঝাপসা দৃষ্টি।
স্তম্ভিত আকাশ
দহনে দংশিত
নিরাভরণ গরম
আলোর তেজে
দীপ্ত সূর্য।

আরো আলো
আরো তেজ
বনসম্ভারে শুধু
একটু ছায়া,
চারিদিকে নেই নেই
থামো, একটু থামো।
বক্ষজুড়ে জ্বালা
মগ্ন গাছপালা।
পাখিরাও দিশাহারা
জল নদী রিক্ত
দাও, বাঁচতে দাও।
প্রকৃতি মা, ধ্বংস রুখে দাও।

এসআইআর : আতঙ্কে গায়ে আগুন, মৃত্যু

আবার জ্ঞানেশকে তৃণমূল সময় নিন কিন্তু উত্তর দিন

প্রতিবেদন : বাংলাবিরোধী বিজেপি আর নির্বাচন কমিশনের তৈরি করা এসআইআর-ধোঁয়াশা কেড়ে নিল আরও এক প্রাণ। বাংলায় এসআইআর-আতঙ্কে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক মহিলা। এই নিয়ে বাংলায় ৩৬ জন সাধারণ ভোটারের মৃত্যু হল। এরপরও মিথ্যাচার অব্যাহত নির্বাচন কমিশনের। তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। তারপরও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে চলেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। যদি হিম্মত থাকে সম্পূর্ণ ট্রান্সস্ক্রিপ্ট প্রকাশ করুন। তাহলেই সব প্রমাণ হয়ে যাবে। শনিবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে ফের একবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল তৃণমূল।

ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, নির্বাচন কমিশন বলছে ৯ তারিখের পরে সব ঠিক করে দেবে। এটা অমানবিক। যদি নির্বাচন কমিশনের কিছু লুকোনোর না থাকে, যদি তারা

'সার'-আতঙ্কে আত্মঘাতী পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের ৬১ বছরের মহিলা মস্তুরা খাতুন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পরিবারের পাশে সায়নী ঘোষ-সহ নেতৃত্ব।

স্বচ্ছ হয়, তাহলে তারা আমাদের বৈঠকের সম্পূর্ণ ট্রান্সস্ক্রিপ্ট প্রকাশ করুক। মনে রাখবেন আমরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। (এরপর ১২ পাতায়)

দেশে সমান্তরাল সরকার চালাতে চাইছে বিজেপি

প্রতিবেদন : বদলে গেল রাজভবনের নাম। শনিবার থেকে রাজভবন হল লোকভবন। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রশ্ন তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। ছাব্বিশের ভোটের কথা মাথায় রেখেই বাংলা দিয়ে শুরু হল এই নাম পরিবর্তনের রাজনীতি। বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল গোটা দেশের জন্য। তাহলে বাংলা থেকেই কেন শুরু হল রাজভবনের নাম পরিবর্তন?

রাজভবনের নাম বদল

এভাবেই কি সমান্তরাল সরকার চালাতে চাইছে বিজেপি? বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এক ভিডিও বার্তায় বলেন, রাজভবন বিষয়টি গণতান্ত্রিক কাঠামোয় থাকতে পারে কি না, তা নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। ইতিহাসবিদদের মধ্যেও তা নিয়ে নানা মত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এর সঙ্গে রাজনীতিকে জুড়ে কোনও মন্তব্য না করাই ভাল। তবে এ প্রসঙ্গে বলতেই হয়, রাজ্যপালের (এরপর ১২ পাতায়)

ট্র্যাজিক পারিবারিক ড্রামা, কাঁদলেন জজও

প্রতিবেদন : মৃত্যুশয্যায় থাকা বাবাকে শেষ দেখার জন্য বড় মেয়ে আদালত পর্যন্ত দৌড়েছেন। কিন্তু পারিবারিক দ্বন্দ্ব থাকায় মা-বোন বড় মেয়েকে হাসপাতালে ঢুকতেই দেয়নি! কলকাতা হাইকোর্টে প্রথমে সিঙ্গল বেঞ্চ, পরে ডিভিশন বেঞ্চে দৌড়েছেন বড় মেয়ে।

শেষ দেখা হল না মেয়ের

দ্বিতীয় দফার শুনানি চলার সময় আদালতে খবর আসে যাকে কেন্দ্র করে এত টানাপোড়েন, আইন-আদালত, সেই বাবাই আর নেই! তিনি শুনানি চলাকালীনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন হাসপাতালে। বাবাকে শেষ দেখা দেখার জন্য বড় মেয়ের এতখানি লড়াই কোনও কাজেই এল না দেখে আদালতে উপস্থিত সকলেই ভেঙে পড়েন। এমনকী, বিচারপতিরাও ঘটনার পরম্পরা ও অভিঘাত দেখে এজলাসের মধ্যে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করেন। কাঁদতে থাকেন দু-পক্ষের আইনজীবী-সহ সকলেই। প্রশ্ন একটাই, দ্বন্দ্ব যা-ই থাক না কেন, মৃত্যুশয্যায় থাকা বাবার (এরপর ১২ পাতায়)

ডিসেম্বরের শুরুতেই একগুচ্ছ কর্মসূচি মালদহ-মুর্শিদাবাদে সভা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : একাধিক কর্মসূচি নিয়ে এবার মালদহ ও মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৩ ডিসেম্বর মালদহের গাজলে প্রশাসনিক জনসভা করবেন তিনি। উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেবেন সরকারি পরিষেবা। পরদিন ৪ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদেও রয়েছে জনসভা। দু'জায়গাতেই একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। হবে নতুন ঘোষণাও। সেইসঙ্গে বর্তমান এসআইআর আবহে মুখ্যমন্ত্রী কী বলেন, তা শুনতেও অপেক্ষা করছেন এই দুই জেলার মানুষ। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর

মালদহের গাজল কলেজ মাঠ পরিদর্শনে জেলা সভাপতি-সহ নেতৃত্ব।

কথা শুনতে রাজ্যবাসীও চোখ রাখবেন টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ায়। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে জোর প্রস্তুতি দুই জেলায়। সভাস্থল ও মাঠ পরিদর্শন করেছেন প্রশাসনিক কর্তারা।

তারিখ অভিধান

১৮৫৮
জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) এদিন ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিদ ও জীববিজ্ঞানী। পড়াশোনা কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে। তাঁর গবেষণাকে তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে তিনি প্রমাণ করেন ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গেও দৃশ্য-আলোকের সকল ধর্ম বর্তমান। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি দেখান বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উত্তেজনায় ধাতু, উদ্ভিদ ও প্রাণী একইভাবে সাড়া দেয়। তৃতীয় পর্যায়ে ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দেখান অনুত্তেজনীয় উদ্ভিদও বিদ্যুতের আঘাতে সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়। বেতার যন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যদিও বেতারের আবিষ্কারক হিসাবে

বিশ্বে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন মার্কনি, কারণ জগদীশ বসু এটার আবিষ্কারকে নিজের নামে পেটেন্ট করেননি। আবিষ্কার করেছিলেন অতি ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ, যার থেকে তৈরি হয়েছে আজকের মাইক্রোওয়েভ, যা পরবর্তীতে 'সলিড স্টেট ফিজিক্স'-এর বিকাশে সাহায্য করেছিল। ১৮৯৬-তে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি প্রদান করে। ১৯১৪-তে বিজ্ঞানাচার্য ও ১৯১৬-তে স্যার উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯৮৪
ইন্দুবালা দেবী (১৮৯৯-১৯৮৪) এদিন প্রয়াত হন। খ্যাতনামা গায়িকা ও অভিনেত্রী। আঠারো বছর বয়সে প্রথম গানের রেকর্ড 'ওরে মাঝি তরী হেথায়', ও 'তুমি এসো হে, এসো হে'। বাংলা রঙ্গমঞ্চে বহু নাটকে অংশ নিয়েছেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে প্রথম অভিনয় 'প্রফুল্ল' নাটকে। চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় 'যমুনা পুলিন' ছবিতে। বাংলা, হিন্দি ছাড়াও তামিল, তেলুগু ও উর্দু ছবিতেও অভিনয় করেছেন। পেয়েছেন সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার এবং এইচএমভি-র গোল্ডেন ডিস্ক।

১৯০৩
রাধারানি দেবী (১৯০৩-১৯৮৯) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। ১৪ বছর বয়সে স্বামীকে হারান। স্বেচ্ছায় বেছে নেন কঠোর বৈধব্য-জীবন। তাঁর কবিতা 'ভারতী', 'কল্লোল', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এ সময় প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করেন, ''মেয়েরা তাদের নিজের কথা নিজের মতো করে বলতে পারে না।'' এই মন্তব্যের প্রতিবাদে অপরাজিতা দেবী নামের আড়ালে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছায়াপাতে লিখতে শুরু করলে তা সাহিত্যজগতে আলোড়ন ফেলে দেয়। অপরাজিতা দেবী রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখতেন পদ্যে, উত্তরও পেতেন পদ্যে। পরে সেগুলি 'প্রহসিনী' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' তিনিই সম্পূর্ণ করেন। ১৯৮৬-তে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

১৯১৭
'বোস রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর দ্বারোদ্ঘাটন হয় এদিন। নিজের ৫৯তম জন্মদিবসে জগদীশচন্দ্র বসু এই উদ্ঘাটন করেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিভিন্ন অংশ তিনি প্রাচীন স্থাপত্যের অনুকরণে সাজান। অবসর গ্রহণের পর থেকে আমৃত্যু তিনি এখানেই গবেষণারত ছিলেন।

১৯০৮ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) এদিন কুমিল্লাতে জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। 'প্রগতি' ও 'কল্লোল', এই দুটি পত্রিকায় লেখার অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে যে কয়জন তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে সরে আসার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, বুদ্ধদেব তাঁদের অন্যতম। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নাম ছিল 'কবিতা'। 'কলকাতার ইলেক্ট্রা', 'রাতভর বৃষ্টি', 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' প্রভৃতি তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ও পদ্মভূষণ সম্মাননা।

১৭৮৮ কলকাতার প্রথম খ্রিস্টান কবর প্রস্তুতকারক স্যামুয়েল ওল্ডহ্যাম মারা যান। পার্ক স্ট্রিটের সমাধিস্থলে নিজের তৈরি অসংখ্য কবরের মাঝে আজও রয়ে গিয়েছে তাঁর নিজের কবরটিও।

১৯৮৪ রাধাকান্ত নন্দী (১৯২৮-১৯৮৪) এদিন পরলোকগমন করেন। প্রখ্যাত সঙ্গতিয়া। তবলা, পাখোয়াজ ও অন্য যন্ত্রবাদনে দক্ষ ছিলেন। ছয় বছর বয়সে খোল বাজিয়ে প্রথম পুরস্কার লাভ। একক বাদনেও যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল তাঁর। গানের গলাও ভাল ছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়দের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন।

১৮১৫ সেন্ট জর্জ অ্যাঙ্গ্লো গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। বিবাদী বাগের উত্তর-পূর্ব কোণে এই চার্চ অবস্থিত।

২৯ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮৩৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৯০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭৩১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭৩২০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৭৫	৮৮.১১
ইউরো	১০৫.৩০	১০২.৮০
পাউন্ড	১২০.০৫	১১৭.১৫

নজরকাড়া ইনস্টা

ঋতাভরী চক্রবর্তী

চাঙ্কি পান্ডে

কর্মসূচি

দাঁতন ২ ব্লকের সাবড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে ছিলেন দাঁতনের বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধান, দাঁতন ২ ব্লকের বিডিও, দাঁতন ২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ইফতিকার আলি প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৭১

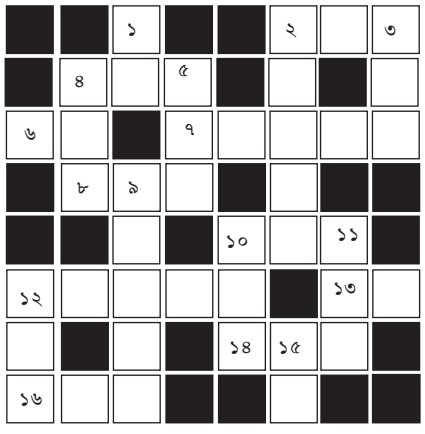

পাশাপাশি : ২. বুদ্ধদেব ৪. বন, অরণ্য ৬. বেঠিক ৭. শহরবাসীর অধিকার ৮. নিকট, সন্নিধান ১০. গভীর ১২. শিশির, হিম ১৩. অভিসম্পাত ১৪. বদমাশ, ইতর ১৬. পঞ্চভূতের পাঁচটি গুণ।

উপর-নিচ : ১. মিলিত হওয়া, সমাবেশ ২. পূর্বপুরুষের সম্পত্তি ৩. স্নেহ, মায়া ৪. কুঁড়ে ৫. ধ্বংস, লোপ ৯. যে চলচ্চিত্রে একটি গল্প বলা হয় ১০. অদৃশ্য ১১. ইঙ্গিত, সংকেত ১২. বাতিল ১৫. আচরণ, পালন।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৭০ : **পাশাপাশি :** ১. বেস্টসেলার ৪. ঘোমটা ৫. এলেবেলে ৬. উৎসুক ৮. নর্মদা ৯. তনুনপাৎ। **উপর-নিচ :** ১. বেটাচ্ছেলে ২. সেলামি ৩. রক্ষণাত্মক ৫. একোনশত ৬. উপানৎ ৭. অজ্ঞান।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

30 November, 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৩০ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

এসপি অফিসের গাড়ির সঙ্গে অটোর ধাক্কা। আহত অটোচালক-সহ ৭ যাত্রী। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ কর্তারা তাঁদের হাসপাতালে দেখতে যান

বিএলও বিক্ষোভে উত্তাল সিইও দফতর

ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাজপথে মৃতের পরিবার

প্রতিবেদন : মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে আমাদের সঙ্গে দেখা করতেই হবে! দফায় দফায় পুলিশের বাধা পেয়ে ধস্তাধস্তির পরও অবস্থানে অনড় মুর্শিদাবাদের 'এসআইআর চাপে' হার্ট অ্যাটাকে মৃত বিএলও জাকির হোসেনের পরিবার। আর মৃত বিএলও'র পরিবারকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভরত অসংখ্য প্রতিবাদী বিএলও। অপরিকল্পিত এসআইআরের বিরোধিতায় সিইও দফতরের প্রবেশপথ আটকে বিএলওদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরনা-বিক্ষোভে শনিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিবাদী বাগ চত্বর। রাজপথে বসে সকাল থেকে বিএলওদের বিক্ষোভের পর এদিন বিকেল নাগাদ মৃতের পরিবার-সহ বিএলওদের সাত সদস্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। মৃত বিএলও-র পরিবারকে দেন সাহায্যের আশ্বাস। যদিও সেই সাহায্য না পেলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ বিএলওরা।

গত বৃহস্পতিবার এসআইআর-চাপে মৃত খড়গ্রামের দিঘা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক জাকির হোসেনের (৫৫) পরিবারকে নিয়ে শনিবার সকালেই রাজ্যের সিইও দফতরের সামনে হাজির হন প্রতিবাদী বিএলওরা। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে দেখা করতেই হবে, এই দাবিকে সামনে রেখে চলে বিক্ষোভ। অতিরিক্ত কাজের চাপের অভিযোগের পাশাপাশি কাজের সময়সীমা বাড়ানোর দাবিতে জমায়েত করেন বিএলও'রা। সিইও দফতরে ঢোকা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে জড়ান বিক্ষোভকারীরা। ওদিকে, বেঙ্গল চেম্বারে একটি বৈঠক সেরে বেরতেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের গাড়ি ঘিরে মৃত বিএলও-দের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি। গাড়ির সামনে শুয়ে সিইও-র পথ আটকানোর চেষ্টাও করেন। শেষপর্যন্ত পুলিশের ঘেরাটোপে তিনি বেঙ্গল চেম্বার থেকে সিইও দফতরে পৌঁছন।

■ জাহির হুসেন (৫৫)। খড়গ্রামের বিএলও-র মৃত্যুতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে পরিবারের বিক্ষোভ। মৃত জাহিরের ছবি মোবাইলে দেখাচ্ছেন স্ত্রী ফেরদৌসি বেগম (ইনসেটে)। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

এদিকে, সিইও দফতরের সামনে দিনভর ধরনা-বিক্ষোভের পর মৃত বিএলও'র পরিবার ও বিএলও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মৃত বিএলওর ভাই জানান, দাদাই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। তাই এসআইআরের কাজের চাপে মৃত্যুর পর অথৈ জলে পরিবার। সিইও আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। জেলাশাসক মারফত যোগাযোগের কথা জানিয়েছেন। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় মৃত বিএলও'র ছেলের কাজের জন্য আবেদনের কথা বলেছেন সিইও। রাজ্য ও কেন্দ্রকে সেই মর্মে চিঠি পাঠাবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে এর মধ্যে একটাও প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুংকার দিয়েছেন প্রতিবাদী বিক্ষুব্ধ বিএলওরা।

সন্দেশখালিকে কেন্দ্র করে বাংলাকে কালিমালিপ্ত করার চক্রান্ত বিজেপির

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : ২৪ সালে সন্দেশখালির পাড়ায় বসে বিজেপি নীল নকশা তৈরি করেছিল বাংলাকে কালিমা লিপ্ত করতে। সেই পরিকল্পনায় সামিল ছিল রেখা পাত্র। কিন্তু সুন্দরবনের মহিলারা তা রুখে দিয়েছেন। শনিবার সন্দেশখালিতে প্রকাশ্য জনসভায় বলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। তাঁর কথায়, ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সন্দেশখালিতে গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছে বিজেপি, আপনাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।

■ সন্দেশখালিতে এসআইআর নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী সুজিত বসু। শনিবার।

বনগাঁ, বসিরহাটের ওয়ার রুমের দলীয় নির্দেশে দায়িত্ব পেয়েছেন মন্ত্রী সুজিত বসু। বসিরহাট তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুড়াহনুল মুকাদ্দিম লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিৎ মিত্র, বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, ব্লক সভাপতি দিলীপ মল্লিককে নিয়ে শনিবার সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের সন্দেশখালিতে প্রকাশ্য জনসভায় মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, ২০২৪ সালে বিজেপি একটি নীল নকশা তৈরি করেছিল যেখানে বাংলার মাটিকে ব্যবহার করে মা-বোনদের সম্মান বিকিয়ে দিয়েছিল। বাংলাকে দেশের মানুষের কাছে মাথা হেট করে দিয়েছে। কিন্তু তাদের সেই ষড়যন্ত্র বাংলার মানুষ রুখে দিয়েছে। সেই সঙ্গে সন্দেশখালির মা-বোনেরাও সহযোগিতা করেছেন। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সন্দেশখালির পাত্রপাড়া ৮ নম্বর মাঝেরপাড়া আন্দোলনে যেসব মহিলা প্রতিবাদ করেছেন তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝে তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছেন। আমরা চাই বাংলা বাংলায় থাক। যারা বাইরে থেকে আসছে তারা বাংলাতে কালিমালিপ্ত করার চক্রান্ত করছে।

পুরসভার হাজিরা নথিভুক্ত হবে অনলাইনে

প্রতিবেদন : রাজ্যের সমস্ত পুরসভায় কর্মরত কর্মী ও আধিকারিকদের হাজিরা এবার থেকে সম্পূর্ণ অনলাইনে নথিভুক্ত করা হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, হাজিরা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও আধুনিক করতে রাজ্য সরকার ডিজিটাল সিস্টেম চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের অধীনে স্টেট আরবান ডেভলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা) একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। এবার থেকে অফিসে এসে কর্মীদের জিও ট্যাগিং ব্যবহার করে হাজিরা দিতে হবে।

সূত্রের খবর, নতুন এই ব্যবস্থায় কোনও কর্মী বা আধিকারিক অফিসে উপস্থিত না হলে তা সরাসরি সার্ভারে ধরা পড়বে। ফলে অনুপস্থিতি বা দেরিতে হাজিরা দেওয়া নিয়ে বিভ্রান্তি বা অসঙ্গতির সম্ভাবনা কমবে। ইতিমধ্যেই প্রতিটি পুরকর্মীর ব্যক্তিগত তথ্য, অফিস সংক্রান্ত বিবরণ ও পরিচয়পত্রের নথি সংগ্রহ করে অ্যাপে আপলোড করার কাজ শুরু হয়েছে। পুর দপ্তর সূত্রের দাবি, এই কাজ আগামী মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের মতে, নতুন সিস্টেম চালু হলে কর্মীদের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ সহজ হবে, প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা বাড়বে এবং পুরসভার পরিষেবা ব্যবস্থাও আরও দ্রুত ও কার্যকর হবে।

আশ্বাস কমিশনের

প্রতিবেদন : সোনাগাছি, বউবাজার-সহ রাজ্যের বিভিন্ন যৌনপল্লির যৌনকর্মীদের এসআইআর সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। সিইও দফতরের তরফে বিশেষ ক্যাম্প করে হিয়ারিং ও এনুমারেশন ফর্ম সংক্রান্ত সমস্ত জটিলতা দূরীকরণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর সোনাগাছির যৌনকর্মীদের হয়ে কাজ করা সংগঠনগুলি ইমেল মারফত সিইও'র কাছে তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরে। শনিবার ফের সিইও দফতরে গিয়ে লিখিতভাবে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন তাঁরা। এরই প্রত্যুত্তরে সিইও দফতরের পক্ষ থেকে জানান হয়, ২ ও ৩ ডিসেম্বর কমিশনের তরফে বিশেষ আধিকারিকদের যৌনপল্লিগুলিতে পাঠানো হবে, যাতে কোনও যৌনকর্মী ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে না পড়েন।

■ জাতীয় দত্তক গ্রহণ সচেতনতা মাস উদযাপন করল পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ বিভাগ এবং রাজ্য দত্তক গ্রহণ সম্পদ কর্তৃপক্ষ। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার জন্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
30 November, 2025 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জবাব দেবেন

বিজেপির স্বৈরাচারী মনোভাব ক্রমশ প্রকাশ্যে। নাম বদলের রাজনীতি করে যে জেতা যায় না তা অযোধ্যা দেখিয়েছে। যা কিছু অতীত ঐতিহ্য সব কিছু মুছে দিয়ে ভারতের সম্প্রীতির ইতিহাসকে মুছে দিতে চাইছে। কখনও শহরের নাম, কখনও স্টেশনের নাম, কখনও রাস্তার নাম— আরও কত কী বদলে চলেছে। এবার যেমন রাজভবন হয়ে গেল লোকভবন! কেন? কী জন্য? কোন দরকারে এই সিদ্ধান্ত? তাহলে এবার কি রাজ্যপালের নাম বদলে লোকপাল হবে? একটা সাম্মানিক পদ, আলঙ্কারিক পদ রাজ্যপাল। সেই পদকে রাজনৈতিক পদে পরিণত করেছে বিজেপি। এবার রাজভবনের নাম বদলে বলা হচ্ছে মানুষের কাছাকাছি থাকতেই নাকি এই সিদ্ধান্ত। মানুষের কথা শোনার জন্য তো নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রয়েছেন। তাহলে হঠাৎ সেই রাজ্যপালের বাসস্থানকে কেন লোকভবন করা হল? আসলে কেন্দ্র রাজ্যে রাজ্যে সমান্তরাল সরকার চালাতে চাইছে। যে কোনও স্বৈরাচারী মনোভাবের সরকার যখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন তাদের এই পথই অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু শেষ কথা যে জনগণই বলেন তা বোধ হয় বিজেপি ভুলে গিয়েছে। জনগণ সরকার নির্বাচিত করে এসেছেন গণতান্ত্রিক ভারতে। আর বিজেপি এখন ভোটার নির্বাচিত করছে এসআইআরের মাধ্যমে। লোকভবন সেই সেই স্বৈরাচারিতারই আর একটি দিক। বিজেপি বুঝতে পেরেছে বাংলা কিছুতেই কবজা করা যাচ্ছে না। তাই দেশের মধ্যে প্রথম বাংলাতেই রাজভবন হল লোকভবন। একটু অপেক্ষা করুন। চারমাস পর এসব স্বৈরাচারিতার জবাব মানুষ ইভিএমে দেবেন।

e-mail থেকে চিঠি

বঙ্গ বিজেপি! পুনঃ মুষিকঃ ভবঃ

এসআইআরকে সামনে রেখে বঙ্গ বিজেপি ‘বাঘ’ হতে চাইছে। কিন্তু, তাদের অবস্থাও শেষপর্যন্ত মুষিকের মতো না হয়! কারণ ছিন্নমূল মানুষের সমর্থনেই এ-রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে লাগাতার ভাল ফল করেছে বিজেপি। বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হয়ে এদেশে আসা হিন্দুদের বেশিরভাগ এতদিন বিজেপিকেই সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু, এসআইআর শুরু হতেই তাঁরা বুঝতে পারছেন, এতদিন তাঁরা যে দলটিকে বাংলায় ‘বাঘ’ বানিয়েছেন, এখন সে তাঁদের ঘাড় মটকাতে চাইছে। এসআইআর শুরু হওয়ার আগে থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিজেপি-বিরোধী সমস্ত দল একযোগে বলে আসছে, এসআইআরকে সামনে রেখে এনআরসি করতে চাইছে বিজেপি। ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নতুন কিছু নয়। ২০ বছর অন্তর এসআইআর হয়ে থাকে। কিন্তু, এসআইআর-এর সঙ্গে নাগরিকত্বের বিষয়টি জুড়ে যাওয়ায় ব্যাপক জলঘোলা হচ্ছে। এসআইআর সময়সাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সেটা খুব দ্রুত সম্পন্ন করতে চাইছে। আর সেটা করা হচ্ছে বাংলার নির্বাচনের মুখে। উদ্দেশ্য যে একটি রাজনৈতিক দলকে খুশি করা, তা বলাই বাহুল্য। তবে, সেটা করতে গিয়ে সর্বস্তরের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিএলওর কাজে যুক্ত হয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। একই সঙ্গে তাঁদের স্কুলের ও এসআইআরের কাজ করতে হচ্ছে। এই সময় স্কুলে ফাইনাল পরীক্ষা হয়। ফলে প্রশ্ন করা, খাতা দেখার চাপ থাকে। তাছাড়া কম্পিউটারে নাম এবং তথ্য আপলোডিংয়ের ব্যাপারে সকলে দক্ষ নন। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার বিএলওরা। নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সমস্যা তো আছেই। এ তো গেল এসআইআরের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক ও সরকারি কর্মীদের সমস্যা। এছাড়াও সাধারণ মানুষও চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের চাষি, খেতমজুর ও আদিবাসীরা। অনেকেই কমিশনের দাবিমতো কাগজপত্র জোগাড় করতে পারছেন না। তাঁরা ভুগছেন খসড়া তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার আশঙ্কায়। তবে, শুধু ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তাঁরা এতটা ছটফট করতেন না। ঘুম ছুটেছে ‘বে-নাগরিক’ হওয়ার আশঙ্কায়। এর আগে বহু মানুষ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দেখেছে, ভোটার তালিকায় নাম নেই। অনেকে আবার বুথে ঢুকে আঙুলে কালি লাগিয়েও ভোট দিতে পারেননি। কারণ তাঁর ভোট আগেই কেউ দিয়ে দিয়েছে। বিজেপির অবস্থা গল্পের মুষিকের মতো হবে না তো?

— **শুভাশিস রায়, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক প্রকাশিত ‘ইন্ডিয়া ট্যুরিজ়ম ডেটা কমপেন্ডিয়াম ২০২৫’-এর তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে বাংলা। রিপোর্টে স্পষ্ট হয়েছে যে গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকারের ধারাবাহিক উদ্যোগেই পশ্চিমবঙ্গ আন্তর্জাতিক পর্যটনের অন্যতম বড় কেন্দ্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। লিখছেন অধ্যাপক **ড. রূপক কর্মকার**

পশ্চিমবঙ্গ দেশের দ্বিতীয় সেরা আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র মেনে নিচ্ছে কেন্দ্রও

অনন্ত ধারায় বহে প্রাণ//যেখানে সিক্ত হয় হৃদয়// আসমুদ্র হিমাচল যেখানে রয়//সেখানে পর্যটক হয় বিহ্বল। পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক আকর্ষণে সমৃদ্ধ এক নগরী। বাংলার পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ যেদিকেই চোখ যায় সেদিকেই শুধু দৃষ্টিনন্দন জলছবি। একদিকে জীব বৈচিত্র্যের অন্যতম পীঠস্থান সুন্দরবন, অন্যদিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান টয় ট্রেন সমৃদ্ধ দার্জিলিং। দার্জিলিং যা আপামর ভারত তথা বিশ্ববাসীর কাছে ‘শৈল শহর’ নামে পরিচিত। আবার যদি কখনও পাহাড় বা জঙ্গল থেকে উল্টো পথে হাঁটতে হয় তবে ধরাধামে নবনির্মিত জগন্নাথদেবের কাছে সমুদ্রসৈকত তো রইলই। একটা সময় পশ্চিমবঙ্গ নির্দিষ্ট কিছু পর্যটনক্ষেত্রের উপরে নির্ভরশীল ছিল।

দি-দা অর্থাৎ দিঘা-দার্জিলিং ছিল রাজ্যের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের কাছে পর্যটনের অন্যতম গন্তব্য। সময় বদলেছে, বদলেছে মানুষের রুচি, আর রুচির বদল এর সাথে সাথে তাল মিলিয়ে পর্যটকদের পর্যটনের সাধ। বিগত একদশকে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন ক্ষেত্রের এক আমূল পরিবর্তন এসেছে। আর এই বদল সম্ভব হয়েছে সঠিক পরিকল্পনার ফলে। অবশ্য পরিকল্পনার মূলে যখন এক মহীয়সী নারীর প্রচেষ্টা সেখানে পরিকল্পনা বাস্তবরূপ নেবে সেটাই ভবিতব্য। কোনও রাজ্য সরকারের যে কোনও বিভাগ শুধু তার বাজেট তৈরি করে তা কিন্তু নয়, সেই বাজেটকে যথাযথভাবে প্রণয়ন করাও সেই বিভাগের কাজ, কিন্তু অধিকাংশ সময় আমরা দেখি বাজেট শুধু খাতায় কলমেই থেকে যায়। তবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেই বাজেটের সার্থক রূপায়ণ হতে আমরা দেখেছি। যার ফলাফল ও আমাদের চোখের সামনে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পর্যটনের অন্যতম সেরা ক্ষেত্র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ যে উঠে এসেছে তার পুরো কৃতিত্ব বাংলার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টার। আর তারই ফলস্বরূপ সাম্প্রতিক সময়ে শ্রেষ্ঠ পর্যটনের গন্তব্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের উঠে আসা ভারতবর্ষের বুকে।

এবার কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন দফতরের দেওয়া ২০২৫-এর তথ্য দেখে নেওয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গে ২০২৩-’২৪ অর্থবর্ষে দেশীয় পর্যটকদের আগমনের সংখ্যা ছিল ১৪৫.৬৬৯ মিলিয়ন এবং বিদেশি পর্যটকের আগমনের সংখ্যা ছিল ২.৭০৭ মিলিয়ন। ২০২৪-’২৫-এ দেশীয় পর্যটকের আগমনের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৮৪.৪৭৬ মিলিয়ন এবং বিদেশি পর্যটকের আগমনের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩.১২৪ মিলিয়ন অর্থাৎ ২০২৩-’২৪ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষে দেশীয় পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩৮.৮০৭ মিলিয়ন যা শতকরা হারে ২৬.৬৪ শতাংশ। শুধু দেশীয় পর্যটক নয় বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ২০২৩-’২৪ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে ০.৪১৭ মিলিয়ন, যার শতকরা বৃদ্ধি পায় ১৫.৪০ শতাংশ। সবথেকে গর্বের বিষয় হল ২০২৪-’২৫-এ মোট বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, যা নিসন্দেহে বাংলার পর্যটন মুকুটে এক নতুন পালক। বাংলার আগে শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রের অবস্থান। মহারাষ্ট্রে যেখানে মোট বিদেশি পর্যটকের আগমনের হার ১৭.৬৯ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে বিদেশি পর্যটকদের আগমনের শতকরা হার ১৪.৯২ শতাংশ। এই অভাবনীয় সাফল্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেশকিছু পদক্ষেপের উপর নির্ভর করেই হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক নানান দিক বিশ্লেষণ করলে বেশ কিছু দিক উঠে আসবে।

WBTDCL পশ্চিমবঙ্গকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে প্রসার এবং প্রচারের জন্য ২০২৪-’২৫-এ রাজ্যব্যাপী ২০০টি ভ্রমণ-সংক্রান্ত প্যাকেজ চালু করেছে। প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গ চিরাচরিত পর্যটন কেন্দ্রগুলোর বাইরে গিয়ে নতুন নতুন কিছু পর্যটনকেন্দ্র তৈরি করার প্রচেষ্টা করে। সেই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ২০২৪-এও নতুন কিছু পর্যটন কেন্দ্র বাংলার মানচিত্রে যোগ হয়েছে যেমন, পুরুলিয়ার মুরগুমা পর্যটনকেন্দ্র, চন্দননগরের আলো পর্যটন কেন্দ্র, বাঁকুড়ার বড়োঘুটু, বীরভূমের বাউল বিতান, বীরভূমের বাউল অ্যাকাডেমি, রামপুরহাটের তারাবিতান টুরিস্ট কমপ্লেক্স ইত্যাদি। এছাড়াও আরও কিছু নতুন উদ্যোগ যেমন পশ্চিম বর্ধমানের চুরুলিয়ায় কাজী নজরুল ইসলামের জন্মভূমি নতুন রূপদান, হুগলির দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসস্থানের সৌন্দর্যায়ন, বীরভূম জেলার লাভপুরের হাঁসুলীবাগ পর্যটন কেন্দ্রকে সাজানো, হুগলির জাঙ্গিপাড়াতে বিভূতিভূষণ সংস্কৃত মঞ্চ নির্মাণের পরিকল্পনা ইত্যাদি।

শুধু নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলাই নয়, ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্রগুলো-কে সংস্কার এর জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ার কাজটাও সমানতালে করে গেছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু যে পর্যটনকেন্দ্র তৈরি হয়ে সরকারের আয় বেড়েছে তা নয়। পর্যটন, বন এবং আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ দ্বারা মোট ৫৩২২টি হোমস্টে নিবন্ধিত হয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ৫০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হয়েছে। এই হোমস্টে পর্যটন ক্ষেত্রের CAGR (COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE) বৃদ্ধির হার ২০ শতাংশ যা দেশের মধ্যে অন্যতম। পর্যটনকে সামনে রেখে বেশ কিছু পুরস্কারও পশ্চিমবঙ্গের ঝুলিতে চলে এসেছে। তার মধ্যে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক কৃষি-পর্যটন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পর্যটন গ্রাম ২০২৪-এর হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বরানগর গ্রামটিকে বেছে নিয়ে পুরস্কৃত করেছে। এমনকী পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের সুবাস দূরদেশেও পৌঁছে গেছে। পাঠকদের মধ্যে সার্ভের ভিত্তিতে নিউ ইয়র্কের ভ্রমণ ম্যাগাজিন ট্রাভেল অ্যান্ড লেজার (যার পাঠক সংখ্যা ৪.৮ লক্ষ) কলকাতাকে ১৯তম স্থান প্রদান করেছে। অর্থাৎ নানান কুৎসা ও অপপ্রচার একপাশে মানুষের ভরসার পরিসংখ্যান আরেক পাশে। অবশ্য এই পরিসংখ্যান আশ্চর্যের কিছু নয়।

বিগত এক দশক ধরে বাংলার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে পশ্চিমবঙ্গকে একটি ব্র্যান্ডে পরিণত করেছেন সেখানে এই পরিসংখ্যানকে কেন্দ্রীয় সরকার তুলে ধরবে তা বলাই বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতে ভবিষ্যতে ‘দুর্গা অঙ্গন’ ও সুবিশাল ‘মহাকাল মন্দির’ যে আপামর পর্যটকদের হৃদয়ে স্থান করে নেবে তা হলফ করে বলা যায়। সর্বশেষে বলতে হয় প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কিছু মনের কথা যা আমাদের সকলের খুব প্রিয় তা হল— ‘আমি বাংলায় ভালোবাসি, আমি বাংলাকে ভালোবাসি, আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবীর-মানুষের কাছে আসি’।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কসবা ল'কলেজের ঘটনায় মূল অভিযুক্তর জামিনের আবেদন। শনিবার সওয়াল-জবাবের পর রায়দান স্থগিত রাখলেন বিচারপতি সৌভিক দে

এসআইআর-আতঙ্কে মৃত্যুমিছিল দায় নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের তৈরি করা অপরিকল্পিত এসআইআর চিত্রনাট্যে যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তার জেরে একের পর এক মৃত্যু হচ্ছে বাংলায়। সেই মৃত্যুর দায় নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকেই। শনিবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক থেকে ফের নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করল তৃণমূল কংগ্রেস। পাঁচ প্রশ্নের জবাব নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মিথ্যাচারের পাল্টা দেন রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তারপর সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল রাজ্যে এসআইআরের চাপে মৃত্যুমিছিল নিয়ে বলেন, আমাদের মন খুব ভারাক্রান্ত। আমরা এদিনও আমাদের রাজ্যের একজন নাগরিককে হারালাম। কেন্দ্রের সরকার ও নির্বাচন কমিশন যে আচরণ করছে, তার জেরে তৈরি হওয়া ভয়ের কারণেই এই মৃত্যুমিছিল দেখতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন আমাদের তোলা ৫টি প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারেনি। আমরা ফুল বেঞ্চের সামনেও একই কথা বলেছিলাম। আমাদের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন নির্বাচন কমিশনারকে বলেছিলেন, আপনার হাতে রক্ত লেগে আছে, ইতিহাস তার সাক্ষী। কতজন নাগরিক মারা গিয়েছেন, কতজন বিএলও মারা গিয়েছেন, তার তালিকা যখন তুলে দিই আমরা, তখনও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মুখে হাসি লেগে ছিল। নির্বাচন কমিশন বিএলওদের জন্য যে অ্যাপ দিয়েছে সেই অ্যাপে অনেক ত্রুটি আছে। ফলে তথ্য আপলোড করতে অনেক সময় চলে যাচ্ছে। এর দায় কে নেবে? কাজের চাপে আত্মহত্যা করতে হল বিএলও রিঙ্কুকে। এর দায় কার, প্রশ্ন তোলেন প্রতিমা। এরপর আরও একবার তিনি বলেন, এই মৃত্যুর দায় সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশন এবং ভারত সরকারের। আর এক সাংসদ সাজদা আহমেদ বলেন, এসআইআর-এর জেরে বাংলায় যে মৃত্যুমিছিল চলছে, তার দায় নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকেই। ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস যথাযথ এসআইআর চায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে করা হোক এই প্রক্রিয়া। এটা নোটবন্দির মতো ঘটনা। বিএলও'দের উপরে মারাত্মক চাপ তৈরি করা হচ্ছে। ৪১ বছরের একজন মহিলা বিএলও আত্মহত্যা করেছেন। এর জন্য কে দায়ী?

■ শনিবার নয়াদিল্লিতে তৃণমূলের সাংবাদিক বৈঠক। রয়েছেন বাঁদিক থেকে প্রতিমা মণ্ডল, ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাজদা আহমেদ ও সাকেত গোখেল।

■ উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরের নীলগঞ্জ কার্যালয়ে শনিবার বাংলার ভোটরক্ষা শিবির। উপস্থিত ছিলেন বারাসত সংসদীয় জেলার কো-অর্ডিনেটর অর্পিতা ঘোষ, স্থানীয় বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ-সহ পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই রাজ্যে বাড়তে পারে শীত

প্রতিবেদন : বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া একের পর এক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে শীত। নভেম্বরের শেষেও ফ্যান চালাতে হচ্ছে। তবে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, ডিসেম্বরের ৪ তারিখের পর থেকেই পারদ নামতে শুরু করবে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বেড়ে স্বাভাবিকের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। সোমবার থেকে টানা তিনদিন তাপমাত্রায় বিশেষ কোনও ওঠানামা হবে না। এই ক'দিন আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। কোথাও কোনও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। তবে উত্তরের জেলায় তাপমাত্রা বেশ খানিকটা নেমেছে। যদিও উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলগুলি ঢাকবে ঘন কুয়াশার চাদরে। ফলে কমবে শীতের আমেজ। উপকূলীয় জেলাগুলিতে ভোরবেলা ও রাতের দিকে ঘন কুয়াশার দাপট দেখা যাবে।

সার্জেন্টকে মেরে শ্রীঘরে চালক

প্রতিবেদন : মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল ট্রাক চালক। তাকে ধরতে যেতেই ট্রাফিক সার্জেন্টকে পিষে হত্যার চেষ্টা অভিযুক্ত চালকের। গোটা ঘটনায় ওই ট্রাক চালককে গ্রেফতার করেছে বেহালা থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার ভোররাতে বেহালার পাঠকপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, সেই সময় ওই এলাকায় নাকা চেকিং চালাচ্ছিলেন ট্রাফিক সার্জেন্ট বিপ্রজিৎ বিশ্বাস। অন্ধ্রপ্রদেশের একটি ট্রাক নাকা চেকিংয়ের কাছে আসার সময় চালকের অবস্থা দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। তিনি গাড়িটিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু সেই সময় পালিয়ে যায় গাড়িটি। কিন্তু চার ঘণ্টা পর আবার সেই ট্রাক ঘুরে এলে পুলিশের সন্দেহ হয় এবং গাড়িটিকে তারা দাঁড় করায়। কিন্তু তখনও ডায়মন্ড হারবার রোডে অতিরিক্ত গতিতে পালানোর চেষ্টা করে ট্রাকটি। সার্জেন্ট তাঁর বাইক নিয়ে ট্রাকটিকে তাড়া করেন। চালক সার্জেন্টকে ট্রাকের চাকায় পিষে দেওয়ার চেষ্টা করে। ওই পুলিশ আধিকারিক কোনওমতে লাফিয়ে প্রাণে বাঁচলেও তাঁর বাইকটি চাকায় আটকে যায়। এরপর ওই চালক সুযোগ বুঝে পালানোর চেষ্টা করলে বেহালা থানার পুলিশ তাকে ধরে ফেলে।

বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কর্মীর মুখে গরম চা ছুঁড়লেন প্রাক্তন সভাপতি

প্রতিবেদন : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এবার দলের সভার মাঝেই বিজেপি কর্মীর মুখে গরম চা ছোঁড়ার অভিযোগ উঠল দলের এক প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা এলাকার। দলের প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মী।

শুক্রবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় ৬ নম্বর মণ্ডলের একটি বৈঠক চলছিল। নুঙ্গি স্টেশন সংলগ্ন বিজেপির কার্যালয়ে এই বৈঠক চলাকালীন প্রাক্তন জেলা সভাপতি অভিজিৎ সর্দারের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের একাংশের তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। তর্কবিতর্ক থেকে ধাক্কাধাক্কি, তারপর বিতর্ক থেমেও যায়। বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি অভিজিৎ সর্দার বৈঠক ছেড়ে বেরিয়েও যান। তারপরই ঘটে ওই গরম চা ছুঁড়ে দেওয়ার ঘটনা। বিজেপির আরেক প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিজেপির প্রাক্তন বস্তি উন্নয়ন সেলের কনভেনর সঞ্জীব সেনকে লক্ষ্য করে গরম চা ছুঁড়ে দেন বলে অভিযোগ। গরম চা তাঁর ডান চোখে পড়ে। এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয় বিজেপির কার্যালয়ে। মহেশতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী মহেশতলা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে। ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সরিষায় সম্প্রতি বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরম আকার নেয়। তারপর মহেশতলায় প্রকাশ্যে এল কোন্দল। এবার একেবারে তুমুল বাকবিতণ্ডা ও ধাক্কাধাক্কির পর গরম চা ছোঁড়াছুঁড়ি। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে উত্তেজনা।

■ জখম বিজেপি নেতা।

মৃত্যু সাইকেল আরোহীর

সংবাদদাতা, হাওড়া : লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। হাওড়ার ডোমজুড় থানার সলপ বাজারে শনিবার সকালের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম শঙ্কর দত্ত (৫৪)। ডোমজুড়ের কাটলিয়ার বাসিন্দা শঙ্কর কোনা হাইরোডের দিকে সাইকেলে যাওয়ার পথে রাস্তা পারাপারের সময় একটি চলন্ত লরির সামনের চাকায় পড়ে যান। লরিচালক গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে দেখতে না পেয়ে সাইকেল আরোহীর পায়ের ওপর লরির চাকা তুলে দেন বলে অভিযোগ। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর জখম অবস্থায় আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পথকুকুরকে খাওয়ানো নিয়ে হেনস্থা অভিনেতা-দম্পতিকে

প্রতিবেদন : পথ কুকুরদের খাওয়াতে গিয়ে হেনস্থার শিকার তারকা দম্পতি। অভিযোগ দায়ের হল কসবা থানায়। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি। জানা গিয়েছে, কসবা-রাজডাঙা এলাকায় শুক্রবার রাতে পথকুকুরদের খেতে দিতে যান অভিনেতা ইন্দ্রনীল মল্লিক এবং তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিক। অভিযোগ, ঠিক তখনই বেশ কিছু স্থানীয় বাসিন্দা খেতে দিতে বারণ করেন। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হতেই বচসা চরমে পৌঁছায়। গোটা ঘটনার লাইভ ভিডিও করেন অভিনেত্রী। সেখানে দেখা যায় তাঁদের সঙ্গে থাকা চন্দনের ওপর চড়াও হন স্থানীয়রা। অভিনেত্রীর দেওয়া ভিডিও-তেও ঘাড়ধাক্কা দিতে দেখা গেছে এক ব্যক্তিকে। এই ঘটনায় কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এম আর বাঙুর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে 'আক্রান্ত' অভিনেতা দম্পতিকে। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাওড়া শাখায় ট্রেন বাতিল

প্রতিবেদন : রবিবার রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে পরীক্ষা সেই কারণে শিয়ালদহ শাখায় যে সমস্ত ট্রেন বাতিল করার কথা জানানো হয়েছিল সেগুলো চলবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে শিয়ালদহ ডিভিশন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সকাল ৯টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত সমস্ত বন্ধ ঘোষিত ইএমইউ লোকাল ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে আরও ট্রেন চালানো যায় কি না, তাও পরিস্থিতি দেখে বিবেচনা করা হবে। অপরদিকে হাওড়া ডিভিশনে বাতিল করা হয়েছে বেশ কিছু ট্রেন। বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, ওভারহেড ইকুইপমেন্ট, মেরামতি এবং সিগন্যাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেশ কয়েকটি ট্রেন চলবে না। হাওড়া-আরামবাগ লোকালের যাত্রাপথ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওইদিন ট্রেনটি শুধু তারকেশ্বর পর্যন্ত যাবে।

রাজ্য
30 November, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বনগাঁ থানার জয়পুরের এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। ব্যক্তির নাম বিশ্ব দেবনাথ। ওই বাড়ি থেকে ২০৯ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে বনগাঁ থানার পুলিশ

পাগলে কী না বলে, হাসনাবাদে শান্তনুকে তীব্র কটাক্ষ সুজিতের

সংবাদদাতা, বসিরহাট : ৪ ডিসেম্বরের পর অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের স্থান হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। শান্তনু ঠাকুরের এই মন্তব্যে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। পাশাপাশি বেড়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। তবে মন্তব্যকে কার্যত ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

সুজিত বসু কটাক্ষ, পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ ব্লকের বাসন্তী তলায় ভোট সুরক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন দমকলমন্ত্রী। শান্তনু ঠাকুরের এই বিতর্কিত মন্তব্য খণ্ডন করে দেন রানাঘাট, বনগাঁ ও বসিরহাট তিন কেন্দ্রের ওয়ার রুমের দায়িত্ব পাওয়া দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। এদিন তিনি বলেন, শান্তনুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ভুলভাল কথা বলছেন, এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার আছে। আপনারা ভরসা রাখুন। পাশাপাশি মতুয়াদের প্রসঙ্গে বলন,

■ হাসনাবাদে বাংলার ভোটরক্ষা শিবিরে বক্তা মন্ত্রী সুজিত বসু। শনিবার।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মতুয়াদের উন্নয়নের জন্য সর্বস্ব করেছেন আর শান্তনু ঠাকুরের বিজেপি বারবার অবৈধ অনুপ্রবেশের কথা বলছেন।

তাঁর স্পষ্ট যুক্তি, সীমান্ত নজরদারি বিএসএফের দায়িত্বে, যা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে। এর দায় কেন্দ্র সরকারের, এ কথা উনি ভুলে গেছেন তাই ভুলভাল বলছেন। ২০২৬-এর নির্বাচনে বিধানসভার ফের চারবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই হবেন। সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। এসআইআর নিয়ে যেভাবে চক্রান্ত করছে তা বাংলার মানুষ রুখে দেবে। এদিন সুজিত বসু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল মিত্র, অভিষেক মজুমদার, আনন্দ সরকার, প্রসেনজিৎ দাস-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

চার জেলায় চিতাবাঘ গণনা শুরু বসানো হচ্ছে ৮০০ ট্র্যাপ ক্যামেরা

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গে চিতাবাঘের সংখ্যা নির্ধারণে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে বনদপ্তর। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ই ডিসেম্বর থেকে টানা ৪০ দিন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার— এই চার জেলার সব জঙ্গলে একযোগে চিতাবাঘ গণনা করা হবে। এর জন্য মোট ৮০০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গণনার পদ্ধতিকে আরও নিখুঁত ও আধুনিক করতে বিভাগীয়

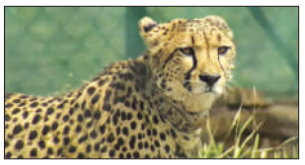

বনাধিকারী, রেঞ্জ অফিসার-সহ ১২ জনের একটি দলকে ইতিমধ্যেই অসমের শনিতপুর জেলার নামেরি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে প্রশিক্ষণের জন্য। দপ্তর জানিয়েছে, এ বার প্রথমবারের মতো এই গণনা অভিযানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকেও যুক্ত করার প্রস্তুতি চলছে। এতে মাঠে নেমে নজরদারি আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য, ২০২২ সালে হওয়া শেষ গণনায় উত্তরবঙ্গের জঙ্গলগুলোতে মোট ২৩৩টি চিতাবাঘের উপস্থিতি ধরা পড়েছিল। নতুন গণনার মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতি ও চিতাবাঘের আবাসস্থল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে বলে বনদপ্তরের আশা।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কর্মাধ্যক্ষের

সংবাদদাতা, তারকেশ্বর : পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ বন্দনা মাইতির। শনিবার চাঁপাডাঙা এলাকায় বাড়ি থেকে স্বামীর সাথে বাইকে চড়ে পুড়শুড়ায় ডাক্তার দেখাতে যান তিনি। বাইক চালাচ্ছিলেন স্বামী, পিছনে ছিলেন বন্দনা। সেই সময় পিছন থেকে একটি লরি ধাক্কা মারে। পড়ে যান বন্দনা, তাঁর স্বামী পড়েন রাস্তার পাশে। আরামবাগ থেকে আসা একটি লরি পিছন থেকে ধাক্কা মারে। স্বামী ছিটকে পড়েন রাস্তার বাঁদিকে স্ত্রী পড়েন রাস্তার উপরে। বন্দনা মাইতির উপর দিয়ে চলে যায় লরি, তাঁর মাথায় ও হাতে গুরুতর আঘাত লাগে। পরে সেখান থেকে তাকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে

ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় তারকেশ্বর থানার পুলিশ ও বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

■ নবনির্মিত মা সারদা ধামের উদ্বোধনে মন্ত্রী ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ডাঃ শশী পাঁজা। ছিলেন সন্ন্যাসীরাও। কলকাতার দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রিটে।

■ আমতার জয়পুরে তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার-রুম পরিদর্শনে জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। ছিলেন বিধায়ক সুকান্ত পাল-সহ নেতৃত্ব।

ডোমজুড়ে নাতিকে খুন, ধৃত ঠাকুমাকে দিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করাল পুলিশ

সংবাদদাতা, হাওড়া : ডোমজুড়ের সলপ পিরডাঙায় নিজের তিন মাসের ঘুমন্ত নাতিকে পুকুরে ফেলে খুনের অভিযোগে ধৃত ঠাকুমা সারথি বন্দ্যোপাধ্যায়কে (৬০) দিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করাল পুলিশ। শনিবার দুপুরে সারথিকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ-বাহিনী ও র‍্যাফের ঘেরাটোপে কীভাবে সে তার ঘুমন্ত একরত্তি নাতিকে গলা টিপে খুন করে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল তা অভিনয় করে দেখায়। বাড়ি থেকে পুকুর পর্যন্ত তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তার কোলে একটি

বড় পুতুল ছিল। ওই পুতুলের মাধ্যমে সে পুলিশকে দেখায় কীভাবে নিজের তিন মাসের নাতিকে গলা টিপে খুন করে পুকুরে ফেলে দেয়। পুলিশ গোটা ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বৌমার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় এই ঘটনা। গ্রামবাসীরা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ঠাকুমার কঠোর সাজা দাবি করেছে। গত মঙ্গলবার সারথি তার তিন মাসের নাতিকে বাড়ির পাশের পুকুরে ফেলে দিয়ে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়।

কমিশনের কীর্তি! বৈদ্যবাটির ভোটার ভাঙড়ে

সংবাদদাতা, হুগলি : এপিক নম্বর দিয়ে এনুমারেশন ফর্ম তুলে কেউ জমা করে দিয়েছে। তাহলে কি এসআইআরে তার নাম বাদ যাবে? এই আতঙ্কেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন চাঁপদানি বিধানসভার অন্তর্গত বৈদ্যবাটি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার দীপ্তি রায়। তিনি এসআইআরের এনুমারেশন ফর্ম পাননি। বিএলও-র কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন ভাঙড় বিধানসভা এলাকায় রয়েছে তার ভোটার তালিকায় নাম।সেখানেই তার এপিক নম্বর দিয়ে এনুমারেশন ফর্ম তুলে কেউ জমা করে দিয়েছে। এরপরেই আতঙ্কিত হয়ে হাপুসনয়নে কাঁদতে শুরু করেন প্রৌঢ়ার স্বামী প্রশান্ত রায়। বৈদ্যবাটি পুরসভার ছ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ভাড়া

থাকতেন রায়- দম্পতি। বর্তমানে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। এরপরই প্রশান্ত রায় নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন দফতরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন ভাঙড়ে দীপ্তি রায়ের নামে ফর্ম আপলোড করা হয়েছে। দম্পতি প্রশ্ন তোলেন, ২০০২ সালের আগে থেকে বৈদ্যবাটি পুরসভার শেওড়াফুলি অঞ্চলে বসবাস করছেন। ২০০২ সালের তালিকায় তাঁদের নাম রয়েছে। ২০২৫-এর ভোটার তালিকাতেও নাম রয়েছে বর্তমান ঠিকানায়। তাহলে কি করে তাঁর নাম ভাঙড়ে গেল! নম্বারে দুজনের নাম রয়েছে ভোটার তালিকায়। প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন রায়-দম্পতি— চাইছেন সেখানেই নাম থাক যেন ভোট দিতে পারেন।

ডিজিটাল অ্যারেস্টের পান্ডা ধৃত

সংবাদদাতা, বারাসত : ডিজিটাল অ্যারেস্টের পর্দাফাঁস করল বারাসাত জেলা পুলিশ। গ্রেফতার আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধের চক্রের পাণ্ডা। ২০ সেপ্টেম্বর ভিডিও কল করে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করে বারাসতের স্বদেশরঞ্জন প্রামাণিককে। অধারকার্ডের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা প্রতারণা করে। তদন্তে হেমন্ত নামে এক ব্যক্তিকে মধ্যপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জেরায় উঠে আসে বাংলাদেশের খুলনার বাসিন্দা রফিকুল ইসলামের নাম। জানতে পারে বারাসতের স্টারমলে আসছে সে। ফাঁদ পেতে পুলিশ গ্রেফতার করে রফিকুলকে। উদ্ধার হয় বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ব্যাঙ্কের ৩টি পাসবই, ১৫টি চেকবই, ১১টি এটিএম কার্ড, ১৫টি সিমকার্ড, ২টি ডায়েরি।

হিম্মত থাকলে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন

(প্রথম পাতার পর)

আসলে স্বৈরতান্ত্রিক ভঙ্গিতে জনতা-বিরোধী এসআইআর প্রয়োগ করতে গিয়ে বুমেরাং হয়ে গিয়েছে। সরকার তার সব ধরনের অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। নির্বাচন কমিশন, ইডি, সিবিআই, আইটি, কেন্দ্রীয় বাহিনী, মিডিয়ার একাংশকে বাংলায় ব্যবহার করেছে যথেচ্ছচার ভঙ্গিতে। এমনকী বিচারব্যবস্থাও বিশেষ বিশেষ সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব করার পরেও বিজেপি জানে বাংলায় ২০২৬-এর ভোটে তারা হারছে। এবং তৃণমূল কংগ্রেস একুশের চাইতে আরও বেশি আসনে জিতে ক্ষমতায় ফিরবে চতুর্থবারের জন্য।

এরপরেই বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে অভিষেকের আক্রমণ, ক্ষমতা থাকলে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। কেন শুধু শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে মিথ্যাচারের রাজনীতি করছেন? বাংলার মানুষ আপনাদের জবাব দেবেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুনে দোষী সাব্যস্ত ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ বালুরঘাট আদালতের। শুক্রবার দোষী সাব্যস্ত করার পর এদিন শনিবার বালুরঘাট জেলা আদালতের বিচারক মানস বসু এই রায় দেন

আমার বাংলা
30 November, 2025 • Sunday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

এসআইআর শিবিরে বিএলএ-দের শনিবার রাতেই কাজ শেষের নির্দেশ

মঞ্চে উদয়ন গুহ, বুলুচিক বড়াইক, মহুয়া গোপ, রামমোহন রায় প্রমুখ। ডানদিকে, বিএলএ ও কর্মীদের বিপুল জমায়েত।

গদ্দারকে পাগল বললেন উদয়ন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ক্রান্তি ময়নাগুড়ি ধূপগুড়ি ব্লকের ভোটরক্ষা শিবির পরিদর্শনে গেলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। শিবির শনিবার তৃতীয় দিনে। সেখানে গিয়ে গদ্দার অধিকারীকে পাগল বলে কটাক্ষ করলেন মন্ত্রী। গত তিনদিন ধরে জেলা জুড়ে তৃণমূলের ভোটরক্ষা শিবিরগুলোতে ঘুরছেন উদয়ন।

শনিবার ক্রান্তি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি ব্লকের তৃণমূলের ভোটরক্ষা শিবির পরিদর্শন করেন উদয়ন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আদিবাসী মন্ত্রী বলেছি বুলুচিক বড়াইক, জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ, তৃণমূল যুব জেলা সভাপতি রামমোহন রায় প্রমুখ। প্রতিটি শিবিরে গিয়ে বিএলএ-২দের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী এবং আজ রাত বারোটার মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলতে বলেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গদ্দারকে একহাত নেন। ওঁকে পাগল বলে কটাক্ষ করেন। বলেন, বিজেপির আটজন সাংসদ ছিল উত্তরবঙ্গে। এলাকা উন্নয়নের জন্য ২০০ কোটি টাকা পেয়েছেন। যদি ওঁদের দম থাকে, বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলুন, এই কাজে টাকাগুলো খরচ করেছি। সুস্থ মানুষ রাস্তা দিয়ে হাঁটলে তাকায় না, সেজন্য অনেকে পাগলের মতো অভিনয় করে, যাতে মানুষ তাকায়।

বালুরঘাটের বুনিয়াদপুর পুর এলাকায় তৃণমূলের ভোটরক্ষা শিবিরে তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন পুলিশকর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিলিগুড়ি পুলিশের সাফল্য

দুই এটিএম জালিয়াতকে হাতেনাতে ধরল পুলিশ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ঝাড়খণ্ডের এটিএম জালিয়াতি চক্রের জারিজুরি ফাঁস। শিলিগুড়িতে দুজনকে গ্রেফতার করল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের নাম শচীন যাদব এবং পিন্টু চৌধুরি। একজন বিহারের বাসিন্দা ও আরেকজন ঝাড়খণ্ডের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই অভিযুক্তের কাছ থেকে এটিএম ডিভাইস এবং জালিয়াতি করা টাকা উদ্ধার হয়েছে। এই চক্রটি প্রথমে এটিএমে প্রবেশ করত এবং তারপরে ক্যাশ আউটলেটে একটি বিশেষ প্লাস্টিক ডিভাইস লাগিয়ে দিত। টাকা বের না হওয়ায় গ্রাহকেরা প্রায়শই ধরে নিত যে এটিএম মেশিন খারাপ। গ্রাহক এটিএম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই অভিযুক্তেরা এটিএমে ঢুকে টাকা তুলে নিত। অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়ার খবর পেয়েই গ্রাহকেরা বুঝতে পারতেন জালিয়াতির শিকার হয়েছেন। শিলিগুড়িতেও এই ধরনের বেশ কয়েকটি এটিএমে জালিয়াতি ঘটে। এরপরই এই চক্রকে ধরতে অভিযানে নামে পুলিশ। গতকাল গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ সেবক রোডে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে এটিএমে নজর রাখছিল। সেই সময় দুই ব্যক্তি এটিএম থেকে জালিয়াতি করে টাকা তুলতে আসে। তখনই পুলিশ দুজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের পর ঝাড়খণ্ডের এটিএম জালিয়াতি চক্রের কথা জানতে পারে। দুই অভিযুক্তই জিজ্ঞাসাবাদে এটিএমে ডিভাইস লাগিয়ে মানুষকে প্রতারণা করার কথা স্বীকার করেছে। আজ তাদের শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

ধৃত দুই এটিএম জালিয়াত।

চাপা পড়ে মৃত্যু পড়ুয়ার

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসের বাণেশ্বর মোড়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে প্রাণ হারাল সাত বছর বয়সী এক স্কুলপড়ুয়া, শনিবার। স্কুলছুটির পরে মায়ের সঙ্গে স্কুটিতে করে বাড়ি ফিরছিল সেই পড়ুয়া। বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় আর তার বাড়ি ফেরা হল না। একটি মোটরবাইকের ধাক্কায় স্কুটি থেকে পড়ে যায় শিশুটি, তখনই পিছন থেকে আসা একটি ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে যায়। স্থানীয়রা ও বাণেশ্বর মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ শিশুটিকে জেলা হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

হাতি থেকে গ্রামবাসীকে দূরে রাখতে বন দফতরের মাইকিং

সংবাদদাতা, কোচবিহার : লোকালয়ে থেকে একদিন পরেও বনে ফেরেনি হাতির দল। শনিবার জামালদহে তাই মাইকিং শুরু করা হল বন দফতরের উদ্যোগে। মেখলিগঞ্জের উছলপুকুরিতে পাঁচটি হাতির দল এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়। বন দফতরের অনুমান, জলদাপাড়া বনাঞ্চল থেকে এই হাতিগুলি লোকালয়ে চলে আসতে পারে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার থেকে উছলপুকুরির বনাঞ্চল এলাকায় এদিন পাঁচটি হাতিকে একসঙ্গে দল বেঁধে লোকালয়ে দাপিয়ে বেড়াতে দেখা যায়। এলাকাবাসী হাতি লোকালয়ে এসেছে খবর পেয়ে ভিড় করেন। পরে বন দফতর মাইকের সাহায্যে এলাকাবাসীকে সতর্ক করে। কোচবিহার বন দফতর সূত্রে খবর, হাতিগুলিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। হাতি লোকালয়ে আছে জানতে পেরে ভিড় করেছেন স্থানীয়রা। কোচবিহার বন দফতর জানিয়েছে, মাইকিং করে উৎসুকদের ভিড় সরানো হয়েছে।

জামালদহে চলছে বন দফতরের মাইকিং

নবীনবরণে শিলিগুড়ি কলেজ উৎসবে মুখর

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শীতের বিকেলটা যেন হঠাৎ রূপ নিল উৎসবে। শুক্রবার শিলিগুড়ি কলেজের নবীনবরণ উৎসবে উপচে পড়ল ভিড়। নতুনদের উত্তেজনা, পুরনোদের গর্ব নিয়ে কলেজ প্রাঙ্গণ উদ্বেল। দুপুর ১২টা থেকেই শুরু হয় দিনব্যাপী অনুষ্ঠান। নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে সাজানো হয়েছিল সাংস্কৃতিক পর্ব, নাচগান-আড্ডায় জমে ওঠে ক্যাম্পাস। সেই আনন্দ কয়েক গুণ বেড়ে গেল সন্ধেয় বিশিষ্টজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও মেয়রের উপস্থিতিতে।

রাতে মঞ্চে পা রাখলেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী। গান শুরু হতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল কলেজ প্রাঙ্গণ। নবীনবরণ উৎসব ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল নজরকাড়া। বহু বছর ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ায় এবার কোনও সরকারি ছাত্র সংসদ নেই কলেজে। তাই প্রথমবারের মতো নতুনদের দিয়েই তৈরি হয় বিশেষ কালচারাল কমিটি। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নেতৃত্বে তাঁরাই সাজিয়ে তুলেছেন এই উৎসব।

ইমন জানান, অনুষ্ঠানে যে ভালোবাসা পেলাম, তা সত্যিই আপ্লুত করেছে। নবীনদের মুখে হাসি, ক্যাম্পাসে তারকার ছটা আর পুরো শহরকে ছুঁয়ে যাওয়া আনন্দের হাওয়া— শিলিগুড়ি কলেজের নবীনবরণ উৎসব যেন প্রমাণ করল, ইতিবাচক উন্মাদনায় ভরপুর একটি প্রজন্মই গড়বে আগামী দিনের পথ।

নবীনবরণ উৎসবে মঞ্চে শিল্পী ইমন চক্রবর্তী।

হরিরামপুরে ক্রেতা সুরক্ষা মেলা

ক্রেতা সুরক্ষা মেলার উদ্বোধনে বিপ্লব মিত্র, গোলাম রব্বানি প্রমুখ।

সংবাদদাতা, হরিরামপুর : ক্রেতাসুরক্ষা দফতরের মেলা অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুরে, হরিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বৃক্ষরোপণের মধ্যে দিয়ে ক্রেতাসুরক্ষা মেলার উদ্বোধন করেন দুই মন্ত্রী গোলাম রব্বানি ও বিপ্লব মিত্র। এছাড়াও সেখানে জেলার গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ মানুষকে ক্রেতার অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও সুরক্ষা দেওয়ার জন্যই এমন মেলার আয়োজন। ২৯ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলাটি। এদিনের ক্রেতাসুরক্ষা দফতর আয়োজিত মেলায় প্রায় ৭০টি স্টল অংশ নিয়েছে। প্রতিদিন চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও।

আমার বাংলা
30 November, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাঁইথিয়ায় সায়নী : বাংলা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মুছে দেওয়া যাবে না

বাংলা জ্বালাও পার্টির হাতে থালা-বাটি ধরাবে মানুষ

সংবাদদাতা, সিউড়ি : এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে একের পর এক মৃত্যু নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হলেন সাংসদ সায়নী ঘোষ। কটাক্ষের সুরে সায়নী বলেন, বিজেপি এখন বাংলা জ্বালাও পার্টি। ভারত জ্বালাও পার্টি। শনিবার ভাতারে এক মহিলা এসআইআরের ভয়ে গায়ে তেল দিয়ে আগুন লাগিয়ে মারা গিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে সায়নীর উক্তি, বাংলার মানুষের সঙ্গে চক্রান্ত করছে বিজেপি। বীরভূমের সাঁইথিয়াতে তৃণমূল কংগ্রেসের সভা থেকে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে লোকসভার সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, একশো দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রাম সড়ক যোজনার টাকা বন্ধ। বাংলার বাড়ির টাকা বন্ধ। কিন্তু উন্নয়নের কাজ থেমে থাকেনি। সব কিছু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দিয়েছেন। বাংলার মানুষ যাতে সুখে-শান্তিতে থাকেন সেই কাজে লেগে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাংলার মহিলাদের স্বনির্ভর করেছে। বাংলায় মানুষের যে আর্থিক মানোন্নয়ন ঘটেছে সেই পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। এই পরিবর্তন অমিত শাহরা আনেননি। রাজ্যে ৯৪টি জনমুখী প্রকল্প

মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছেন বাংলার অগ্নিকন্যাই। অথচ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিনের পর দিন মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন। বাংলার মানুষ ভাল করেই জানেন, সারা বছর কে তাঁদের পাশে থাকেন। তাই বাংলার মানুষ বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে

সাঁইথিয়ায় মানুষের জনজোয়ারে বক্তব্য পেশে সায়নী ঘোষ। বাঁদিকে মিছিলের নেতৃত্বে সাংসদ।

নির্বাচনে জিতিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আসন দেন। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, তাই এখন প্রত্যেকদিন দিল্লি থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি শুরু হবে ওদের অনেক নেতার। তা আসুন। তবে বাংলার মাটিতে গত বিধানসভা নির্বাচনের মতোই এবারেও বাংলার জনগণ আপনাদের হাতে থালা-বাটি ধরিয়ে আবার দিল্লি পাঠিয়ে দেবে। তাই বিজেপিকে ভোট দিয়ে নিজেদের মূল্যবান ভোট নষ্ট করবেন না। এখন বিজেপি নেতারা বলছে, তারা সরকারে এলে নাকি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৩ হাজার টাকা দেবে। এতদিন ধরে কারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বিরোধিতা করেছিল বাংলার মানুষ সেটা ভাল করে জানে। যারা বাংলাকে বঙ্গাল বলে তারা আবার বাংলার মানুষের মন জয় করতে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে। সুনার বঙ্গাল বলে কিছু নেই। ওটা হল সোনার বাংলা। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র, যুব সংগঠন খেলবে না। এবার নির্বাচনে খেলবেন বাংলার জনগণ। তাঁরাই বিজেপিকে বিসর্জন দেবেন। বাংলার মানুষ বুঝতে পারে, নির্বাচন এসেছে কেননা ইডি-সিবিআইয়ের আনাগোনা বেড়ে যায়। প্রত্যেকদিন তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও না কোনও নেতাকে তারা ডেকে পাঠায়। দিল্লিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সায়নী ঘোষ বলেন যত খুশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি পাঠান না কেন বাংলার মুখ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মুছে দেওয়া অসম্ভব। গদ্দার যখন মিছিল করে তখন মানুষ তার দিকে তাকায় না। কারণ মানুষ জানে এই মীরজাফর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পিছন থেকে ছুরি মেরেছে। কিন্তু যখন তৃণমূল মিছিল করে তখন মানুষ হাত নেড়ে নমস্কার করে চোখের ইশারায় জানিয়ে দেন তাঁরা তৃণমূলের পক্ষে রায় দেবেন নির্বাচনে। এসআইআর করতে গিয়ে যদি একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যায় তাহলে বাংলায় যে আন্দোলন হবে সেই ধুলোয় হারিয়ে যাবে বিজেপি।

পাকিস্তানে দু'বছর ধরে জেলবন্দি কাঁথির মৎস্যজীবীর মৃত্যু, ধন্দে পরিবার, প্রশাসন

সংবাদদাতা, কাঁথি : পাকিস্তানে প্রায় দু'বছর জেলবন্দি থাকা কাঁথির জুনপুটের মৎস্যজীবী স্বপন রানার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে পরিবার থেকে প্রশাসন কর্তাদের মধ্যে। কীভাবে জেলবন্দি স্বপনের মৃত্যু হল তা এখনও পরিষ্কার নয়। আগামী ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান থেকে তাঁর মৃতদেহ ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। মৃত মৎস্যজীবী স্বপন রানার (৫৫) বাড়ি জুনপুট উপকূল থানার দক্ষিণ ডাউকি গ্রামে। মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছাতেই শোকস্তব্ধ গোটা পরিবার। পাকিস্তানের জেলে থাকার সময়ে বেশ কয়েকবার হোয়াটসঅ্যাপে ছেলের সঙ্গে কথা হয় স্বপনবাবুর। তবে স্বপনবাবু বেশ কয়েক বছর মৎস্যজীবীর পেশা ছেড়ে স্থানীয় একটি বাজারে সোনার দোকান দেন। ব্যবসা মন্দ চলার কারণে দোকানটি বন্ধ করে ফের মৎস্যজীবী পেশায় যোগ দেন। দু'বছর আগে কেরলে যান মাছের ট্রলারে। এরপর গুজরাত থেকে

বাড়িতে শোকাহত স্ত্রী টুটুরানি রানা। বাঁদিকে মৃত স্বপন রানা।

ট্রলারে মৎস্যশিকারে যান ওড়িশা, নামখানার সাত মৎস্যজীবী। আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করায় পাকিস্তান পুলিশের হাতে আটক হন তাঁরা। এর পর বেশ কিছুদিন স্বপনের কোনও সন্ধান পাননি পরিবারে লোকজন।স্ত্রী টুটুরানি রানা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পর জানতে পারেন স্বামী পাকিস্তানের জেলে রয়েছেন। ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য সব রকম চেষ্টা করে পরিবার। কিন্তু সম্ভব হয়নি। মাঝে বেশ কয়েকবার হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে স্বপনবাবুর সঙ্গে কথা হয় তাঁর ছেলের। শেষবার কথা হয় ছ'মাস আগে। মৃতের ছেলে চন্দ্রকান্ত রানা বলেন, বসিরহাট থেকে একজন মেসেজ করে বিষয়টি জানায়। শনিবার সকালে প্রশাসনিক কর্তারা এসে বাবার মৃত্যুর খবর জানান। দু'বছর আগে গুজরাতে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করার অপরাধে পাকিস্তানে গ্রেফতার হয়েছিলেন। জেলে থাকার সময় দু-তিনবার ফোনে কথা হয়েছে। তবে বাবাকে পাকিস্তানের কোন জেলে, কোথায় রাখা হয়েছিল তা জানি না! দু-তিন মিনিটের বেশি ফোনে কথা বলতে দেওয়া হত না! মৃতদেহ আনার জন্য প্রশাসনের পক্ষে সব রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে।

৩ দিন নিখোঁজের পর দেহ উদ্ধার, ধৃত বন্ধু

সংবাদদাতা, সিউড়ি : তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর সিউড়ি ১ ব্লকের কড়িধ্যা পঞ্চায়েত এলাকার লোহাপুকুর থেকে উদ্ধার হল ২৪ বছরের বিক্রম অঙ্কুরের দেহ। এই ঘটনায় মনোজিৎ হাজরাকে গ্রেফতার করে পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে সে খুনের কথা স্বীকার করেছে। বুধবার সন্ধ্যায় বিক্রম বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যান। তারপর থেকেই তাঁর খোঁজ মিলছিল না। বৃহস্পতিবার সকালে মনোজিৎ বিক্রমের বাইকের চাবি বাড়িতে দিতে এলে তাঁকে সন্দেহ করে থানায় অভিযোগ জানান তাঁর বাবা।

ডেবরায় সাড়ে ৪ লক্ষে ভাঙা ব্রিজ পাকা হচ্ছে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শালডহরী এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একটি ব্রিজ ভগ্নপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। ছোট্ট বাঁশের সাঁকো দিয়েই চলত মানুষের যাতায়াত। অবশেষে সেই সমস্যার সমাধান করল গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের আর্থিক তহবিল থেকে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা দিয়ে নতুন করে তৈরি হচ্ছে কংক্রিটের ব্রিজ। যার কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ৩ নম্বর সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান চন্দন বেরা। এই রাস্তার ওপর দিকে কেশপুর, শালডহরী, কুচলী, রামচন্দ্রপুরের হাজারের বেশি মানুষজন স্থানীয় সত্যপুর হাসপাতাল, মাড়তলা বাজার ও ডেবরায় প্রতিদিন যাতায়াত করেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই ব্রিজ দিয়েই যাতায়াত করতে পারবেন মানুষজন।

এলাকার গার্লস কলেজের দাবি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন বিধায়ক

সংবাদদাতা,জঙ্গিপুর : জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলায় মেয়েদের নির্দিষ্ট কোনও কলেজ নেই। জেলার একমাত্র সরকারি গার্লস কলেজটি বহরমপুরে। ফলে রঘুনাথগঞ্জ, সুতি, অরঙ্গাবাদ-সহ জঙ্গিপুরের ছাত্রছাত্রীদের দূরপথ পাড়ি দিয়ে গঙ্গার ওপারে কলেজে যেতে হয়। ৫০ কিলোমিটার দূরের বহরমপুর প্রতিদিন যাওয়াও দুষ্কর। এই অবস্থায় জঙ্গিপুরে একটি সরকারি গার্লস কলেজ স্থাপনের দাবি স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের। তাঁদের মতে, জঙ্গিপুরে গার্লস কলেজ হলে শুধু মুর্শিদাবাদই নয়, বীরভূমের বিস্তীর্ণ এলাকার ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়বে। ৪ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগেই প্রতাপপুরে 'জনতার দরবার'-এ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জঙ্গিপুর বিধায়ক জাকির হোসেন বলেন, এলাকার দীর্ঘদিনের গার্লস কলেজের দাবি তিনি মুখ্যমন্ত্রীর আসন্ন জেলাসফরে তাঁর সামনে তুলে ধরবেন। বিধায়ক জাকির হোসেন ঘোষণা করেন, সরকারি উদ্যোগে কলেজ স্থাপনকে তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিলেও তাঁর নিজস্ব ট্রাস্ট এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিপূরণে গার্লস কলেজ ও গার্লস হোস্টেল গড়ে তুলতে প্রস্তুত। কলেজের জন্য জায়গা সংরক্ষিত থাকার তথ্যও মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন বিধায়ক। জাকিরের বক্তব্য, এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়লে শুধু শিক্ষার মানই বাড়বে না, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রও তৈরি হবে। উন্নয়নের আরও সম্ভাবনা তৈরি হবে জঙ্গিপুরে।

জনতার দরবার জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পরিবেশ রক্ষায় অন্যতম প্রজেক্ট গ্রে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে কীর্ণাহার ১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে রাজ্যের সেরার শিরোপা এনে দেয়। তার অগ্রগতির কাজ শনিবার খতিয়ে দেখলেন বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন

আমার বাংলা
30 November, 2025 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

জনসভায় বিজেপির সার-চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ঋতব্রতর

জিয়াগঞ্জ

জিয়াগঞ্জের ঘড়ি মোড়ে বিশাল জনসভায় বক্তব্য পেশে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার।

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের ঘড়ি মোড়ে শনিবার অনুষ্ঠিত হল জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জনসভা। প্রধান বক্তা সাংসদ ও শ্রমিকনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সভামঞ্চ থেকে 'সার' ইস্যু নিয়ে বিজেপির চক্রান্তকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই বিজেপি রাজনৈতিকভাবে এই ইস্যুকে ব্যবহার করছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এদিনের জনসভায় এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হন। দলীয় কর্মীরা জানান, আগামী দিনে এই ধরনের আরও পথসভা ও প্রচারের মাধ্যমে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল তাদের বার্তা পৌঁছে দেবে। জনসভা শেষে ঋতব্রত বলেন, জনগণ বিভ্রান্ত হতে চান না। আমরা মানুষের পাশে আছি এবং এই থাকা অব্যাহত রাখব।

ঝাড়গ্রামের বিনপুর ২-এর বেলপাহাড়িতে এসআইআর নিয়ে আলোচনাসভায় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

করিমপুরে ভিড়ে উপচে পড়া সভার মঞ্চ থেকে এসআইআর নিয়ে শনিবার বক্তব্য পেশ করছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

শনিবার কেশিয়াড়ি বিধানসভার এসআইআরের কাজ পর্যালোচনা ও তদারকি করতে আসেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। ছিলেন এলাকার বিধায়ক পরেশ মুর্মু, মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিধায়ক সুজয় হাজরা, চেয়ারম্যান বিধায়ক দীনেন রায়, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাত, সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ প্রমুখ।

মেদিনীপুর শহরের ৯ নং ওয়ার্ডের বাংলার ভোটরক্ষা শিবির শনিবার পরিদর্শন করলেন মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া।

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে খুন, দেহ উদ্ধার গ্রেফতার স্বামী-সহ ৪

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বাঁকুড়ার কোতুলপুরের পাহাড়পুর গ্রামের বাসিন্দা বেসরকারি ব্যাঙ্ককর্মী সুমন মন্ডলের রক্তাক্ত দেহ আলু খেত থেকে উদ্ধার করল পুলিশ। অনুমান, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই তাঁকে খুন করা হয়েছে। ঘটনায় গ্রেফতার ৪ জন। শুক্রবার গভীর রাতে ওন্দা থেকে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন সুমন। মিল মোড়ের কাছাকাছি আসতেই তাঁকে আক্রমণ করে বেশ কয়েকজন যুবক। সুমন রাস্তার পাশের আলুর খেত দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে পিছন থেকে ছুরি মারা হয়। সুমন পড়ে গেলে এলোপাথারি ছুরি চালায় হামলাকারীরা। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক গৃহবধূর সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল সুমনের। তা জানাজানি হতেই গৃহবধূর স্বামীর সঙ্গে বিবাদ বাধে সুমনের। গৃহবধূর স্বামী রামপ্রসাদ রায় একাধিকবার সুমনকে এব্যাপারে সতর্ক করে। কিন্তু তারপরেও সুমন সম্পর্ক থেকে সরে না আসায় তাঁকে খুনের ছক কষে রামপ্রসাদ। শুক্রবার রাতে সে তার তিন সঙ্গীকে নিয়ে মিল মোড় এলাকায় সুমনকে খুন করে বলে অভিযোগ। পুলিশ মূল হামলাকারী-সহ তাঁর তিন সঙ্গীকে গ্রেফতার করেছে।

বসিরহাটে ভোট অধিকার রক্ষা শিবিরে বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সার নিয়ে জেলা নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে কড়া বার্তা সেচমন্ত্রীর

বিষ্ণুপুরের বৈঠক-শেষে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : সম্প্রতি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সার নিয়ে পর্যবেক্ষণে রাজ্যস্তরের একাধিক নেতৃত্বকে দায়িত্ব দিয়েছেন। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার পর্যবেক্ষণের এই কাজে রয়েছেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। নির্দেশ পেয়েই তিনি বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট মঞ্চে। গোপন সূত্রে জানা যায়, সেই বৈঠকে জেলা নেতাদের কড়া ভাষায় ধমক দেন মন্ত্রী। বিগত নির্বাচনগুলিতে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় তৃণমূলের ভরাডুবি নিয়েও তাঁদের সতর্ক করা হয়। লোকসভা নির্বাচনে পুরসভা এলাকায় পিছিয়ে থাকায় চেয়ারম্যান এবং বিধায়ককেও সতর্ক করেন মন্ত্রী। প্রত্যেক নেতাকে তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে জানিয়ে দেন সার নিয়ে তাঁদের কী করতে হবে। বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, না বলেই হঠাৎ হঠাৎ বুথে গিয়ে এভাবেই সারপ্রাইজ ভিজিট করবেন তিনি।

পুরুলিয়ায় রাজ্যের উন্নয়ন-প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখলেন জেলাশাসক

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : খাতায়-কলমে নয়, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে বাস্তবে কেমন কাজ হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে এবার ময়দানে নেমে পড়লেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক কোস্থাম সুধীর। শনিবার রঘুনাথপুর মহকুমা এলাকার প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে তিনি এলাকায় একগুচ্ছ উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। পরে জেলাশাসক বলেন, জেলাজুড়ে প্রচুর কাজ চলছে। সেগুলি যাতে দ্রুত শেষ করা যায় তা দেখছেন তাঁরা। এদিন জেলাশাসক প্রথমে যান রঘুনাথপুর কলেজে। সেখানে আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের অর্থে নির্মীয়মাণ একটি আদিবাসী ছাত্রাবাস ঘুরে দেখেন। এরপর তিনি বাবুগ্রাম পঞ্চায়েতের একগুচ্ছ কাজ পরিদর্শন করেন। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে স্থানীয় একুঞ্জা গ্রামে একটি গভীর নলকূপ খনন হয়েছে। সেই কাজও দেখেন তিনি। ওই পঞ্চায়েতের রক্ষতপুর গ্রামে কৃষিসেচ দফতরের অর্থে একটি বড় পুকুর নির্মাণ করা হয়েছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় সাঁকা থেকে বাবুগ্রাম অবধি একটি ঢালাই রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। এই দুটি কাজও দেখেন জেলাশাসক। দেখেন বাংলার বাড়ি প্রকল্পে নির্মিত দুটি বাড়িও। বাবুগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সোমনাথ নন্দী জানান, প্রশাসনের নির্দেশ মেনে কাজ হচ্ছে এখানে। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের যে রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছেন তা অনুসরণ করেন তাঁরা।

এলাকার উন্নয়ন কাজ পরিদর্শনে ডিএম কোস্থাম সুধীর।

১০
৩০ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

আমার বাংলা

30 November, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপি নেতা বাংলাদেশি!

জয়ের ফর্ম দেখাচ্ছেন শুভঙ্কর।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭/১৬৯ নম্বর বুথের বিজেপি বুথ সভাপতি জয় মণ্ডলের অসমাপ্ত এসআইআর ফর্ম ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান-উতোর। ফর্মে বাবা-মায়ের নাম থাকলেও তাঁদের এপিক নম্বর নেই। বিষয়টি জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জয়ের আদি বাড়ি বাংলাদেশের মাদুরা জেলার বেলেঘাটা গ্রামে। ১৯৯৮ সালে ভারতে এসে আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরে বাবা-মায়ের মৃত্যু হয়। ২০১৪ সালে তিনি ভোটার ও আধার কার্ড করেন। বিএলও নিরলা বিশ্বাস জানান, জয় মণ্ডল ফর্মের সম্পূর্ণ তথ্য জমা দেননি। আইএনটিটিইউসি-র সদর ব্লক সভাপতি শুভঙ্কর মিশ্রের অভিযোগ, জয় বাংলাদেশ থেকে এসেছেন বলেই এসআইআর ফর্মে সমস্ত তথ্য দিতে পারেননি।

আত্মঘাতী ছাত্রী

প্রতিবেদন : অনলাইনে শাড়ি অর্ডার করেছিল দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তার দরুন ৫০০ টাকা দাদুর কাছে চেয়েছিল। টাকাটা পরে দেবেন, বলে মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলেন দাদু হাগরু রায়। তাতেই দাদুর উপর অভিমানে আত্মঘাতী ছাত্রী বিচিত্রা রায়। শনিবার দুপুরে, দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের মল্লিকপুরের ঘটনা।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

বালুরঘাট পুর এলাকায় নয় কোটি টাকার কাজ

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পে বালুরঘাট পুর এলাকায় প্রায় নয় কোটি টাকার কাজ হতে চলেছে। এর মধ্যে এদিন বালুরঘাট পুরসভার পক্ষ থেকে এক কোটি ২৯ লক্ষ টাকার কাজের ওয়ার্ক অর্ডার ঠিকাদারদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বালুরঘাট পুরসভার পক্ষ থেকে। এদিন পুরসভার সভাগৃহ সুবর্ণতট-এ একটি অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়। ছিলেন বালুরঘাট পুর চেয়ারম্যান অশোক মিত্র ও ২৫টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও পুর আধিকারিকরা।

চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ২৫টি ওয়ার্ডে ৩৫টি ক্যাম্প হয়েছিল। বাসিন্দাদের মতামত নিয়ে ৩৪৮টি কাজের অ্যাপ্রুভাল হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বালুরঘাট পুরসভা সেই কাজের ২৮২টি ভেটিং করে এনেছে। যা মিলিয়ে ৫৬ টি কাজের টেন্ডার করা হয়েছে। এই কাজে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সেই কাজের ২০টি ওয়ার্ক অর্ডার টেন্ডারপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের বিলি করা হয়। এই ২০টি কাজের ব্যয়বরাদ্দ ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।

কাজের কথা জানাচ্ছেন চেয়ারম্যান অশোক মিত্র।

তিনদিনে ৫ বিধানসভায় ঘুরবেন উদয়ন

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : এসআইআর প্রক্রিয়া ঠিকভাবে চলছে কিনা, সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম ফর্ম ফিলাপের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশন হয়েছে কিনা, তা সরজমিনে দেখতে আগামী তিনদিন জেলার পাঁচটি বিধানসভা এলাকা চষে বেড়াবেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। শনিবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে, জেলার সবস্তরের নেতৃত্বকে নিয়ে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন উদয়ন। সেখানেই আগামী তিনদিনের এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। রবিবার মাদারিহাট ও ফালাকাটা এই দুই বিধানসভা এলাকার কম করে দশটি করে বুথে স্থানীয় নেতৃত্বকে নিয়ে কাজ দেখবেন। সোমবার কালচিনি ও আলিপুরদুয়ারে একই কর্মসূচি রয়েছে। সব শেষে যাবেন ভুটান সীমান্ত লাগোয়া কুমারগ্রামে। সেখানে চা-বাগান ও বনবস্তি এলাকায় কর্মসূচি রয়েছে। বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানান, একশো শতাংশ ভারতীয় নাগরিকের নাম যাতে ভোটার তালিকায় ওঠে আমরা তা সুনিশ্চিত করব।

দলীয় কার্যালয়ে উদয়ন গুহকে সংবর্ধনা গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার।

বারবিশা ব্যবসায়ী সমিতি শ্মশানঘাটে গড়ছে 'স্বর্গদুয়ার'

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আসাম-বাংলা সীমানাবর্তী বারোবিশার উন্নয়নে, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বারোবিশা ব্যবসায়ী সমিতি। তাতেই একের পর এক জনকল্যাণমূলক কাজ হচ্ছে। শনিবার বারবিশা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে 'স্বর্গদুয়ার' নামে একটি আধুনিক শ্মশানঘাটের শিলান্যাস সম্পন্ন হল। পূর্ব চকচকার রায়ডাক ২ নং নদীর তীরে অবস্থিত এই কাজের জন্য ব্যবসায়ী সমিতি প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা খরচ করবে। শ্মশানঘাটের জন্য জমিদান করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পশ্চিম চকচকার বাসিন্দা মেহলাল চৌধুরি। নতুন শ্মশানঘাটে থাকছে বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল, জলনিকাশি, আলোর ব্যবস্থা এবং ফুলের বাগান। সঙ্গে নদীর তীরে সহজ প্রবেশপথ এবং যানবাহন পার্কিং ও অন্য সুবিধাও থাকবে। সমিতির সভাপতি কার্তিক সাহা বলেন, আমাদের এলাকার এই শ্মশানঘাটটিতে চুল্লির সংখ্যা বাড়িয়ে বাউন্ডারি ওয়াল, সুন্দর সুসজ্জিতভাবে ফুলের বাগান দিয়ে সাজিয়ে গড়ে তোলা হবে। এই উদ্যোগটি ব্যবসায়ী সমিতির সামাজিক দায়বদ্ধতার আরও একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে বলে দাবি করছেন অনেকেই। স্থানীয় মানুষজনও ব্যবসায়ী সমিতির এই উদ্যোগে খুব খুশি।

অনুষ্ঠানে বারোবিশা ব্যাবসায়ী সমিতির সদস্য, প্রধান, উপপ্রধান প্রমুখ।

দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে নকশালবাড়ি ব্লকের ত্রিহানা চা-বাগানে চলছে চা-শ্রমিকদের এসআইআর ফর্ম পূরণে সহায়তা।

এসআইআর-চক্রান্তের বিরুদ্ধে মিছিল রায়গঞ্জে

মিছিলে হাঁটছেন কৃষ্ণ কল্যাণী, পম্পা সরকার প্রমুখ।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বাংলা-বিরোধী বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থে 'এসআইআর'-এর নামে বাংলার বৈধ নাগরিককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। জনসাধারণের মৌলিক অধিকার খর্ব করতে চাইছে। বাংলার সকল নাগরিকের সুষ্ঠুভাবে বাঁচার অধিকার কেড়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখাতে চাইছে। বিজেপি চাইলেই সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এই বার্তা নিয়ে রায়গঞ্জ শহরে তৃণমূলের লাগাতার প্রতিবাদ চলছে। বিজেপির পরিকল্পিত 'এসআইআর'-এর মাধ্যমে বৈধ ভোটার বাতিল করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে, রায়গঞ্জ পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ড সাংগঠনিক প্রতিবাদসভা এবং মিছিল হয়। ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, পম্পা সরকার প্রমুখ। এসআইআর নিয়ে যাতে কেউ আতঙ্কিত না হন, সে বিষয়ে আশ্বস্ত করে বিধায়ক বলেন, জনগণের নিরাপত্তায়, আপনাদের সুবিধার্থে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের তৃণমূল সব সময় পাশে রয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একজন বৈধ নাগরিকেরও অধিকার খর্ব হবে না। ২৬-এর নির্বাচনে বাংলা-বিরোধী বিজেপির অপপ্রচার-কুৎসার বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দেবেন জনগণ।

পর্ষদের নির্দেশিকা অমান্য করে আগেভাগে সমষ্টিগত মূল্যায়ন

বিতর্কে বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুল

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অমান্য করে আগেভাগে পরীক্ষা নিয়ে বিতর্কে ধূপগুড়ির বৈরাতিগুড়ি হাই স্কুল। পর্ষদের নির্দেশ অমান্য করে নির্ধারিত সময়ের আগেই ২৬ নভেম্বর থেকে সমষ্টিগত মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, এমনই অভিযোগ তুলেছেন একাধিক অভিভাবক। এই অভিযোগ ঘিরেই বিতর্কের কেন্দ্রে ধূপগুড়ির বৈরাতিগুড়ি হাই স্কুল। পর্ষদের ২০ জুন ২০২৫-এর নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা ছিল ১ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর-এর মধ্যে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির সমষ্টিগত মূল্যায়ন পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু নির্দেশে উল্লিখিত সময়সীমার অনেক আগেই পরীক্ষা নেওয়া শুরু করায় বেশ কিছু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেন এত আগেভাগে পরীক্ষা নিচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ? কোথা থেকে এত সাহস পাচ্ছে সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করার। তাহলে কি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের গাইডলাইনের বাইরেই চলছে স্কুল? স্কুলের প্রধানশিক্ষক নগেন্দ্রনাথ মোদক জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যাবেশি ও শ্রেণিকক্ষ কম থাকায় আগেভাগে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। ওই স্কুলের বর্তমান পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী প্রায় ১৬০০। যদিও তাঁরা স্বীকার করেছেন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়ম অমান্য করা উচিত হয়নি। তবে পরিস্থিতিগত কারণে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাঞ্জাবে পরিবহণকর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হলেন এক পুলিশ ইন্সপেক্টর। অভিযোগ, বিক্ষোভকারী পুলিশকর্মীদের গায়ে পেট্রোল ছিটিয়ে দেয়। তারপরে আগুন লাগিয়ে দেয় ইন্সপেক্টর যশবীর সিংয়ের পোশাকে। সাঙ্গরুর এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ১০ জনকে

নেপথ্যে মোদিরাজ্যের যুবনেতা!

নিজের অজান্তেই বাইক চালকের অ্যাকাউন্টে ৩৩১ কোটি ৩৬ লক্ষ

নয়াদিল্লি: চক্ষুচড়কগাছ তদন্তকারীদেরই। দিল্লির এক অ্যাপবাইক চালকের অ্যাকাউন্টে ৩৩১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। আর সেই অ্যাকাউন্ট থেকেই ১ কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে রাজস্থানের উদয়পুরে এক বর্ণাঢ্য বিয়ের অনুষ্ঠানে। যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত মোদিরাজ্য গুজরাতের আদিত্য জুলা নামে এক যুবনেতা। তাজ আরাবল্লি রিসর্টে ওই বিলাসবহুল চোখধাঁধানো বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল গত বছরের নভেম্বরে। এই ডেস্টিনেশন ওয়েডিং-এর পুরো খরচই এসেছিল অ্যাপচালকের অ্যাকাউন্ট থেকে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ওই অ্যাকাউন্ট বা বিলাসবহুল বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কিছুই নাকি জানা নেই অ্যাপচালকের! কোনও সম্পর্ক নেই ওই রাজকীয় বিয়ের বর বা কনের সঙ্গে। অ্যাপচালকের দাবি অন্তত তাই। তাহলে ওই বিশাল অঙ্কের টাকার উৎস কী? তদন্তে দেখা গিয়েছে, ২০২৪ সালের অগাস্ট থেকে ২০২৫ সালের এপ্রিল, এই ৯ মাসে ঢুকেছে প্রায় ৩৩১.৩৬ কোটি টাকা। এই টাকার উৎস খুঁজতেই এক বিশাল বেটিংচক্রের হদিশ পেয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, অ্যাপ চালকের অ্যাকাউন্টকে ব্যবহার করা হয়েছে মিউল অ্যাকাউন্ট হিসেবে। অর্থাৎ বিভিন্ন অজানা উৎস থেকে টাকা ঢোকানো হচ্ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে অন্য সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টে। ইডির ধারণা, এই টাকারই একাংশ ঢুকছে বেআইনি বেটিংচক্রে। এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য ছিল টাকার আসল উৎস গোপন রাখা যাতে এড়ানো যেতে পারে নজরদারি। তদন্তকারীদের সতর্কবার্তা, এখন অনেক বিলাসবহুল অনুষ্ঠানে, বড় মাপের লেনদেন এবং বেআইনি ব্যবসায়ে এই ধরনের মিউল অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। অনেক সাধারণ মানুষ নিজেদের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ছে অপরাধচক্রে।

আল-ফালহা, শাহিনের ঘর থেকে উদ্ধার ১৮ লক্ষ টাকা, সোনার বিস্কুট

নয়াদিল্লি: লালকেল্লা বিস্ফোরণ কাণ্ডে তদন্তে নয়া মোড়। ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যায়ের তল্লাশি চালিয়ে ২২ নম্বর ঘর থেকে ১৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার করলেন তদন্তকারীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘরে থাকতেন হোয়াইট কলার টেরর চক্রের অন্যতম পাণ্ডা চিকিৎসক শাহিন সইদ। প্রাথমিক তদন্তের পর গোয়েন্দাদের ধারণা, সন্ত্রাসী কাজকর্ম চালাতেই মজুত করা হয়েছিল এই টাকা। কেবিনেটের ভেতরে প্লাস্টিকে মোড়া শুধু এই টাকা নয়, উদ্ধার করা হয়েছে সোনার বিস্কুটও। ইতিমধ্যেই তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, দিল্লি বিস্ফোরণের জন্য ২৬ লক্ষ টাকা জোগাড় করেছিল সন্ত্রাসবাদীরা।

কাল শুরু শীতকালীন অধিবেশন, তীব্র আক্রমণের নিশানায় বিজেপি

ভোটচুরি ও বাংলাকে বঞ্চনা সংসদে ঝড় তুলবে তৃণমূল

নয়াদিল্লি: সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই মোদি সরকারকে এসআইআর তথা ভোটচুরির অভিযোগে চেপে ধরবে তৃণমূল। ১০০ দিনের কাজের টাকা বাংলাকে কেন দিচ্ছে না কেন্দ্র, চাইবে সেই কৈফিয়তও। এখানেই শেষ নয় বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে বাংলার প্রাপ্য ৫৩ হাজার ৬৯৬ কোটি টাকা কেন আটকে রেখেছে বিজেপির সরকার, তারও জবাব চাইবে তৃণমূল। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। শুরু থেকেই বিজেপি-কমিশনের কারচুপি এবং বাংলাকে বঞ্চনার প্রতিবাদে সংসদের উভয়কক্ষেই ঝড় তুলবেন তৃণমূল সাংসদেরা। জানিয়েছেন দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। শনিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডেরেক অভিযোগ করেছেন, বিজেপি নিশ্চিতভাবেই এবারের অধিবেশন বিঘ্নিত করার চেষ্টা করবে। ওদের সুবিধের জন্যই সভা বানচালের চেষ্টা করবে। কিন্তু দায়িত্বশীল বিরোধীদল হিসাবে আমরা চাইছি সুষ্ঠুভাবে চলুক সংসদের অধিবেশন। কারণ আমরা চাই সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকুক।

এবারে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে আসতে পারে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল। এর মধ্যে আছে জনবিশ্বাস সংশোধনী বিল। ৮ অগাস্ট লোকসভায় বিলটি পেশ হলেও পরে সেটিকে পাঠানো হয়েছিল সিলেক্ট কমিটিতে। আসার সম্ভাবনা রয়েছে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কক্রাপটসি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটিও লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল গত ১২ অগাস্ট। এছাড়া দ্য কনস্টিটিউশন (১৩১ অ্যামেন্ডমেন্ট) বিলের পাশাপাশি পেশ করা হতে পারে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত একটি বিলও। মণিপুর গুড অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, দ্য অটোমিক অনার্জি বিল এবং দ্য কর্পোরেট অ্যামেন্ডমেন্ট বিলও পেশ করা হতে পারে এবারের অধিবেশনে। তবে সবমিলিয়ে গত অধিবেশনের থেকেও এবারে বিজেপির বিরুদ্ধে আরও আক্রমণত্মক ভূমিকা নেবে তৃণমূল।

কাজের চাপে বিচারপতিদেরও অবকাশ-বিনোদন একান্ত জরুরি, মনে করিয়ে দিলেন সূর্যকান্ত

নয়াদিল্লি: প্রচণ্ড কাজের চাপের মাঝে বিচারপতিদেরও যে অবকাশ-বিনোদন জরুরি, তা মনে করিয়ে দিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত। শনিবার দিল্লিতে 'অল ইন্ডিয়া জাজেস ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ' অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয়। কাজের চাপ প্রবল। এই চাপ সামলাতে অবকাশ বিনোদনের প্রয়োজন বিচারপতিদের। একইসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, অবকাশ যাপনের সময় বয়সের কথাটাও মনে রাখতে হবে। বয়স অনুযায়ী অবকাশ বিনোদন বেছে নিতে হবে বিচারপতিদের। যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে প্রধান বিচারপতি মনে করিয়ে দেন, বিচারপতিদের দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয়। কাজের ধরনও রীতিমতো চাপের। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয়। সেই কারণেই প্রত্যেক বিচারপতির উচিত অবকাশযাপনমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা। এটা অভ্যাসে পরিণত করা দরকার। বিনোদন জরুরি বিচারপতিদের রিচার্জের জন্য। লক্ষণীয়, গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন সূর্যকান্ত। শনিবার বিচারপতিদের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু হল তাঁরই হাতে। তাঁর মন্তব্য, প্রতিযোগিতায় হাইকোর্টের অনেক বিচারপতি যোগ দিয়েছেন। এতেই প্রমাণিত, তাঁরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং যত্নশীল।

ভারত–মায়ানমার সীমান্তে ফের অনুপ্রবেশের চেষ্টা

আচমকা হামলায় মণিপুরে জখম ৪ জওয়ান

ইম্ফল: শুধুই ফাঁকা আওয়াজ। কোথায় ফিরেছে শান্তি? উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত এলাকা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার লাগাতার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে, ফের একবার তার প্রমাণ মিলল। ভারত-মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ চলছে। এবার সেখানে নজরদারি চালাতে গিয়ে মনিপুরে আচমকা অনুপ্রবেশকারীদের হামলার শিকার অসম রাইফেলসের জওয়ানরা। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এভাবে এই সীমান্ত এলাকায় হামলা চালানোর ঘটনা।

রাজধানী ইম্ফল শহর থেকে প্রায় ৭৬ কিমি দূরে তেঙনউপল জেলায় ভারত-মায়ানমার সীমান্তে টহলদারির সময় অসম রাইফেলসের জওয়ানদের উপর আচমকা হামলা চালানোর অভিযোগ অজ্ঞাত আততায়ীদের বিরুদ্ধে। দ্রুত জওয়ানদের উদ্ধার করে এয়ার লিফট করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। যদিও এই হামলার দায় কোনও জঙ্গীগোষ্ঠী স্বীকার করেনি।

হামলা ঠেকাতে পাল্টা অসম রাইফেলসের জওয়ানরা প্রত্যাঘাত করে। তবে কোনও হামলাকারীকে ধরা বা আহত করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতিই এই তেঙনউপল এলাকায় জঙ্গিগোষ্ঠীর আনাগোনার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। এরপরই এলাকায় টহলদারির পরিমাণ বাড়ানো হয়। এর আগে গত সেপ্টেম্বরেই মনিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার নামবোল এলাকায় জঙ্গিগোষ্ঠীর হামলা চলে, যে ঘটনায় দুজনের মৃত্যু ও তিন জন আহত হন। বর্তমানে মণিপুরে ১০ দিনের সাংহাই ফেস্টিভাল চলছে। ইতিমধ্যেই মণিপুরের ছাত্র সংগঠনগুলি এই উৎসব বয়কট করেছে। কেন্দ্রের সরকার যেভাবে মণিপুরের শান্তির ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করছে, তা যে কতটা ফাঁকা আওয়াজ, তা প্রমাণ করছে অনুপ্রবেশের মতো ঘটনা। তবে বৃহস্পতিবারের সীমান্ত বাহিনীর উপর হামলার পরে ফের সাংহাই ফেস্টিভালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মহাকাশে সৌর বিকিরণ, দুর্ঘটনা এড়াতে সফটওয়্যার আপডেট

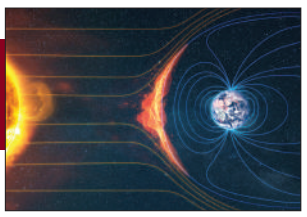

নয়াদিল্লি: নেপথ্যে মহাকাশে সোলার রেডিয়েশন বা সৌর বিকিরণ। এর জেরে বাতিল হতে পারে এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ২০০ থেকে ২৫০ বিমান। কিছু বিমান দেরিতে ছাড়ার সম্ভাবনাও প্রবল। আসলে সৌর বিকিরণের ফলে বড়সড় ত্রুটি ধরা পড়েছে এ-৩২০ সিরিজের বিমানে ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেমে। দুর্ঘটনা এড়াতে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৬ হাজার বিমানের সফটওয়্যার আপডেট করার কাজ শুরু। এর ফলেই বিমান পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া-সহ অন্যান্য সংস্থা মিলিয়ে প্রায় ৫৬০টি এ৩২০ বিমান চলাচল করে ভারতে। তার মধ্যে শ-তিনেক বিমানের ক্ষেত্রে সফটওয়্যার আপডেটের কাজ হলে খুব স্বাভাবিকভাবেই একাধিক উড়ান বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে বলে মনে করছে বিমান সংস্থাগুলি।

বাতিল হতে পারে কয়েকশো বিমান

বিহার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হলেন আরজেডির তেজস্বী যাদব। পাটনায় মহাজোটের শরিকদের বৈঠকে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে এই পদের জন্য বেছে নেওয়া হয়

টাকার বিনিময়ে খবর পাচারের অভিযোগে ইস্তফা

চাপে জেলেনস্কি, প্রধান সহকারীর বাড়িতে হানা দুর্নীতিদমন শাখার

কিয়েভ: শুধুমাত্র বাইরে নয়, এবারে ঘরেও অভূতপূর্ব চাপে পড়ে গেলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। অর্থের বিনিময়ে গোপন খবর পাচারের অভিযোগে তাঁর প্রধান সহকারী আন্দ্রে ইয়েরমাকের বাড়িতে হানা দিল দুর্নীতিদমন বিভাগ। শুধু এই অভিযোগ নয়, ব্যাপক দুর্নীতিরও অভিযোগ উঠেছে জেলেনস্কির দফতরের চিফ অফ স্টাফ ইয়েরমাকের বিরুদ্ধে। রুশ ফৌজের আগ্রাসনের ফলে এমনিতেই প্রবল চাপে জেলেনস্কি। তার উপরে প্রধান সহকারীর বাড়িতে দুর্নীতি দমন বিভাগের বিশেষ অভিযানে

ঘোরতর অস্বস্তিতে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট। শুক্রবার বাড়িতে তল্লাশির জেরে শুক্রবার রাতেই অবশ্য ইস্তফা দিয়েছেন ইয়েরমাস। লক্ষণীয়, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের আবহে জেলেনস্কির সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ইয়েরমাস। কিন্তু গত কয়েকমাস ধরেই কার্যত ঝড় উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগে। মূল অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করছিলেন তিনি। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়নি তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে এই ঘটনায় রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গিয়েছে।

বাইডেনের অটোপেন চুক্তি বাতিল

ওয়াশিংটন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন ঘটনা আগে ঘটেছে কি? বোধহয় না। আমেরিকার পূর্বতন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলের ৯২ শতাংশ নির্দেশ এবং নথি বাতিল বলে ঘোষণা করলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি সাফ জানিয়েছেন, বাইডেনের আমলে যত নথি অটোপেন বা স্বয়ংক্রিয় কলমের মাধ্যমে সই করা হয়েছিল তা বাতিল করা হচ্ছে। কারণ, বাইডেন জমানায় অটোপেনের নিয়ম ঠিকমতো মানা হয়নি। সেই কারণেই, সেই সময়ের কোনও নির্দেশিকা বা নথির আর কোনও গুরুত্ব থাকবে না। তাঁর সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে ট্রাম্প শুক্রবার সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, স্বাক্ষরিত নথির ৯২ শতাংশের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছিল অটোপেন। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে, প্রেসিডেন্টের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যায় না অটোপেন। ট্রাম্পের কথায়, ২০২১ সাল থেকে ২০২৫-এই ৪ বছরে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেন যত নির্দেশে সরাসরি সই করেননি, তাকে আর মান্যতা দেওয়া যাবে না। বাতিল হিসেবে ঘোষণা করা হবে। অটোপেনে স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে যে সুনির্দিষ্ট আইন আছে আমেরিকায় তা মানা হয়নি, সেই আইন মানেননি অটোপেনে স্বাক্ষরকারী অফিসাররা। লক্ষণীয়, অটোপেন এমন একটি স্বয়ংক্রিয় স্বাক্ষরকারী যন্ত্র, যা হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দফতরে ব্যবহৃত হচ্ছে বহু বছর ধরে। এই রোবটিক যন্ত্রে আসল পেনের কালি ব্যবহার করে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর নকল করে নথিতে স্বাক্ষর করা হয়। কারণ, প্রেসিডেন্টের একার পক্ষে অজস্র নথিতে স্বাক্ষর করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এরজন্য কিন্তু বাইডেনকে সরাসরি দায়ী করেননি ট্রাম্প। সমাজমাধ্যমে তিনি বলেছেন, অটোপেন স্বাক্ষর প্রক্রিয়ায় বাইডেন আদৌ জড়িত ছিলেন না। নথিতে স্বাক্ষর হয়েছে তাঁর অজান্তেই। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প একথাও বলেছেন, যদি বাইডেন বলতে চান যে তিনি অটোপেন স্বাক্ষর প্রক্রিয়ার জড়িত ছিলেন তবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাঁর বিরুদ্ধেও।

গভীর সংকটজনক অবস্থায় খালেদা জিয়া বাংলাদেশে ফিরতে পারছেন না পুত্র তারেক

ঢাকা: মা খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে দেখতে বাংলাদেশে ফিরতে পারছেন না পুত্র তারেক রহমান। গত রবিবার থেকে ঢাকার হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিএনপি সুপ্রিমো খালেদা জিয়ার। একইসঙ্গে ফুসফুসে সংক্রমণ এবং নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ভুগছেন ৮০ বছর বয়সের বিএনপি নেত্রী। মায়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে শনিবার লন্ডন থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়েছেন খালেদাপুত্র বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক। দেশে ফিরতে না পেরে আক্ষেপ করে তিনি জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ফেরার সিদ্ধান্ত তিনি এককভাবে নিতে পারবেন না। তাই চাইলেও যেতে পারছেন না মায়ের কাছে। তাঁর কথায়, বিষয়টি স্পর্শকাতর। কিন্তু সেইসঙ্গে এও জানিয়েছেন, দেশে ফিরতে না পারার কারণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে পারবেন না তিনি। তবে রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছলেই মায়ের কাছে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন খালেদাপুত্র।

ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া, তামিলনাড়ু-পুদুচেরি-অন্ধ্রে লাল সতর্কতা

চেন্নাই: শ্রীলঙ্কায় তাণ্ডব চালিয়ে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া প্রবল বেগে এগিয়ে আসছে ভারতের দিকে। লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পুদুচেরিতে। সতর্ক করা হয়েছে কেরলকেও। মৌসম ভবন জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে কেন্দ্রীভূত এই ঘূর্ণিঝড় ৬০ কিমি বেগে শনিবার মাঝরাতে তামিলনাড়ু উপকূলে আছড়ে পড়ার পরে রবিবার এর প্রভাবে তাণ্ডব চলতে পারে তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরিতে। ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৯০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বিপর্যস্ত করতে পারে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং অন্ধ্রের একাংশের স্বাভাবিক জনজীবন। উত্তাল হবে সমুদ্র।

ট্র্যাজিক পারিবারিক ড্রামা

(প্রথম পাতার পর)

সঙ্গে বড় মেয়ের শেষ দেখাটুকু কি হতে পারত না? নজিরবিহীন এই ঘটনা নাড়িয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্টকে। তিলোত্তমা সাক্ষী রইল এক বিরল অতিমানব লড়াইয়ের। আইনের খাতায় যা অসমাপ্ত থাকলেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মানবতা না থাকলে নিষ্ঠুরতা শ্রেষ্ঠত্বের জায়গা নিয়ে জীবনকে প্রশ্ন করে, আর কত?

মৃত্যুশয্যায় বাবা ভর্তি হাসপাতালে। মুম্বই থেকে কলকাতায় ছুটে এসেও বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি বড় মেয়ে মম গঙ্গোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়। কারণ, মা-বোনের সঙ্গে ঝামেলা। শেষপর্যন্ত বাবাকে দেখতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। বাবাকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি দেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। তার পরও কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন বড়মেয়ে। শনিবার শুনানিতে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চে আবেদনকারীর আইনজীবী তীর্থঙ্কর দে দাবি করেন, সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের পরও মেয়েকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। একটি কাগজে টিপ-সই দেখিয়ে বলা হয়, বাবা দেখা করতে চান না। আবেদনকারীর বাবা সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় একজন শিল্পপতি, শিক্ষিত মানুষ। তিনি কেন টিপ-সই দিয়ে মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে অনিচ্ছার কথা জানাবেন? ভরা এজলাসে টানটান শুনানির মাঝেই খবর আসে, মম-এর বাবা আর বেঁচে নেই! শুনে হতাশা প্রকাশ করে আবেগপ্রবণ হয়ে কেঁদে ফেলেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। মামলা করেও জীবদ্দশায় বাবাকে দেখতে পেলেন না বড়মেয়ে! শেষকৃত্যে অংশ নিতে পারবেন কি?

সময় নিন কিন্তু উত্তর দিন

(প্রথম পাতার পর)

আমরা জানি কী করে লড়াই করতে হয়। তাঁর সংযোজন, বিএলও-রা মারাত্মক চাপে আছেন। তাঁদের মারাত্মক চাপ দিচ্ছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। যার ফলে বিএলও-রা মৃত্যুর পথ বেছে নিচ্ছেন। কারা এই চাপ দিচ্ছে, তাঁদের নাম সামনে আনা হোক। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, আমরা আজও আমাদের রাজ্যের একজন নাগরিককে হারালাম। কাজের চাপে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিএলওদের। এর দায় কার? সাংসদ সাজদা আহমেদ বলেন, এসআইআর-এর জেরে বাংলায় যে মৃত্যুমিছিল চলছে, তার দায় নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকেই। সাংসদ সাকেত গোখেলের কথায়, আকাশের নিচে থাকা সব প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, কিন্তু আমাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি!

শুক্রবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে তৃণমূল কংগ্রেস তুলে ধরেছিল এসআইআর আবহে রাজ্যে মোট ৩৫ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, মৃত্যু হয়েছে ৪ জন বিএলও-র। তারপর রাজ্যে শুক্রবারই এক বিএলও-র মৃত্যু হয় মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে। শনিবার আত্মঘাতী হন পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের মস্তুরা খাতুন (৪০)। এদিন মৃত ভাতারের ভূমশোড় গ্রামের মস্তুরা ফর্ম ফিলআপ নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, ফর্ম ফিলআপ করে জমা দিলে সরকারি সুযোগ-সুবিধা চলে যেতে পারে কিংবা নামও বাদ চলে যেতে পারে! অবিবাহিত হওয়ায় সেই আতঙ্ক আরও অনেকটাই বেশি ছিল। প্রবল আতঙ্কে গভীর রাতে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন মস্তুরা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ওই পরিবারের সাথে দেখা করেন ভাতারের বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সাংসদ সায়নী ঘোষও মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। এই ঘটনার পর রাজ্যে এসআইআর আবহে সাধারণ ভোটার ও বিএলও মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪১। এছাড়াও ২১ জন অসুস্থ।

সমান্তরাল সরকার চালাতে চাইছে

(প্রথম পাতার পর)

ভূমিকা ও দায়িত্ব সংবিধানে নির্দিষ্ট করা আছে। বিজেপি চেষ্টা করছে তাদের সময়ে নিযুক্ত রাজ্যপালকে চাপ দিয়ে কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করতে। রাজ্য সরকার নির্বাচিত সরকার। রাজ্যপাল মনোনীত পদ। দু'পক্ষেরই দায়দায়িত্ব সংবিধানে নির্দিষ্ট করা আছে। সেই সীমারেখা যদি বজায় থাকে, তাহলে সংবিধান অনুযায়ী কোনও সমস্যা নেই। সেটা রাজভবন হলেও নেই, লোকভবন হলেও নেই। কিন্তু সেই সীমারেখায় আবদ্ধ নেই এই রাজভবনের নাম পরিবর্তনের বিষয়টি। এখানে অতি-সন্তর্পণে রাজনীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৫-৭ ডিসেম্বর রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা 'উত্তরের হাওয়া'। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

শূন্যতার অন্ধকারে রক্তক্ষরণের কবিতা

এই সময়ের দুই কবির দুটি অনবদ্য কবিতার বই। প্রথমটি দাঁড় করায় মহাবিশ্বের বিশালতার মুখোমুখি। দ্বিতীয়টি ফোটায় সম্প্রীতির ফুল। আঁকে সময়ের ছবি। আলোচনায় **অংশুমান চক্রবর্তী**

শব্দরঙ হাউস থেকে প্রকাশিত হয়েছে আবু রাইহান-এর কাব্যগ্রন্থ 'প্রগাঢ় শূন্যতার নিজস্ব অন্ধকার'। নামকরণটি গভীর, অর্থবহ। ভাবায়, জাগায়। দাঁড় করায় মহাবিশ্বের বিশালতার মুখোমুখি। মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অজানা জগতে, অপার শূন্যতার শীর্ষদেশে, যেখানে অলৌকিক আলোকরশ্মির ঔদ্ধত্য চরণচিহ্ন আঁকতে পারে না। গভীর অন্ধকারের অন্দরে চলে শূন্যতার নিভৃত সাধনা। এই সাধনায় স্থিরভাবে চেনা যায় নিজেকে। নিজের আত্মাকে, অস্তিত্বকে।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে কবি নিজেকেই চেনার চেষ্টা করেছেন, জানার চেষ্টা করেছেন। এক কবিতা থেকে অন্য কবিতায় যেতে যেতে হয় আত্ম-উন্মোচন।

প্রথম কবিতা 'আগুন মানেই তো আলো'। কবিতার প্রথম পংক্তি 'নিঃশব্দ শুয়ে আছে কোলাহলের কাছে'। শব্দহীনতার পথ ধরেই চেনা যায় নিজেকে, জানা যায় নিজেকে। সেই কথাই আলোকিত হয়েছে। হাজারের ভিড়ে আশ্চর্য একা। আরোপিত নয়, একা থাকা আসলে পবিত্র অর্জন। এই অর্জনের জন্য মনকে নিয়ে যেতে হয় ধ্রুবে।

প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খুঁটিনাটি হিসেবনিকেশ রচিত হয় পার্থিব বস্তুজগতেই। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে জটিল দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা। ফলে উধাও হয়ে যায় নির্ভেজাল ভালবাসা। সেই ভাবনা থেকেই 'অলৌকিক আলোর উজ্জ্বল ছায়া' কবিতায় কবি লিখেছেন, 'বস্তুজগতের অপ্রাপ্তি অহরহ বাড়িয়ে তোলে/ জাগতিক সব ক্রোধ/ বিশুদ্ধ ভালোবাসায় আত্ম জারিত হলে তবেই/ জাগরিত হয় মহৎ ভালোবাসার মহাজাগতিক বোধ।'

মৃত্যু চেতনার বিবর্ণ ছবি ফুটে উঠেছে কবিতার মধ্যে। 'এই অস্থায়ী পৃথিবীর মায়া'য় তিনি লিখেছেন, 'এখন রাতে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেলে/ মৃত্যুর ভাবনা আসে/ শেষ বিদায়ের অনিবার্য মুহূর্তটা কল্পনার চিত্রকল্পে ভাসে।'

শেষ বিদায়ের মুহূর্ত সত্যিই অনিবার্য। অগ্রাহ্যের উপায় নেই। এই মৃত্যুচিন্তা বেদনাবিধুর করে কবিকে। তিনি ভাবনার জালে আটকা পড়েন, কাঙ্ক্ষিত ঘুম না আসা পর্যন্ত। মধ্য বয়স স্পর্শ করেছে যাঁদের, এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় তাঁদেরও। দুর্বিষহ হলেও চিরসত্য। সত্য, অন্ধকার রাতের মতো।

'শীতের চাদর ও অমোঘ মৃত্যুর ঘোর' কবিতার মধ্যেও দেখা যায় ছায়াছায়া মৃত্যু চেতনা। অপরাধবোধের প্রকাশ ঘটাতেও কুণ্ঠা নেই কবির। তিনি লেখেন, 'তোমার কাছে নতজানু হলে/ ভেতরে জেগে ওঠে অপরাধবোধ/ আর নিজের প্রতি সীমাহীন ক্রোধ।' কার কাছে নতজানু হন কবি? দিনের আলোর কাছে? নাকি রাতের কালোর কাছে? দ্বিতীয়টির পাল্লাই ভারী। নতজানু হল পবিত্র সমর্পণ। পরাজয়ের নামান্তর। মৃত্যু-সমান। পাশাপাশি নিজের প্রতি অবহেলার কথাও প্রকাশ করেছেন কবি। তীব্র শ্লেষ জাগিয়ে নিজেকে বলেছেন বোধশূন্য। আঁধারের ডাক শোনা মাত্র ফুটে উঠেছে অভিমানী স্বর। বলেছেন, 'যেদিন ঝরে যাবো, কোনোদিন দেখবো না আর/ আজন্মের চেনা ভোর।'

তথাকথিত ঔজ্জ্বল্য নেই এই কবির কবিতায়। উচ্ছ্বাস নেই, উল্লাস নেই। আছে গভীরতা, নির্জন গোধূলিপথে হেঁটে যাওয়া একলা পথিকের অচঞ্চল গতি। সূচনা থেকে মহাপ্রস্থানের গন্তব্যে তার সঙ্গী হতে হয়। তবেই কোনও একদিন মুখোমুখি হওয়া যায় প্রগাঢ় শূন্যতার নিজস্ব অন্ধকারের। ১৩০ টাকা দামের ৪৮ পৃষ্ঠার বইটির প্রচ্ছদশিল্পী নিশিপদ্য।

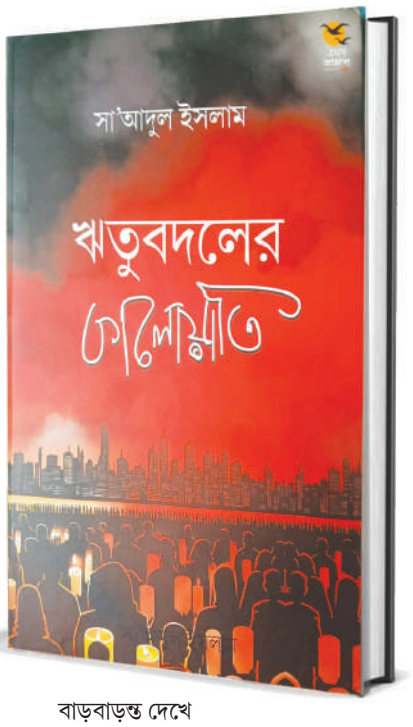

উদার আকাশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে সা'আদুল ইসলাম-এর কাব্যগ্রন্থ 'ঋতুবদলের কালোয়াতি'। দেশ ও দেশের বাইরে ঘটে চলেছে একের পর এক অন্যায়, অসহনীয় ঘটনা। দাঙ্গা ও মিথ্যা যুদ্ধের বলি হচ্ছে অসংখ্য সাধারণ মানুষ। নিধন ও নির্যাতন চলছে নারী, পুরুষ, শিশুদের উপর। সেইসব ঘটনা দেখেই কবির মধ্যে জন্ম নিয়েছে গভীর যন্ত্রণা, ক্ষোভ। রচিত হয়েছে কবিতা। সেই কবিতাগুলোই হয়েছে দুই মলাটবন্দি। কুয়াশার আস্তরণ নেই, বক্তব্যকে প্রকাশ করা হয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। সহজ-সরল ভাষায় লেখা কবিতাগুলোকে তরল ভাবলে ভুল হবে।

প্রথম কবিতা 'বিমূঢ় গন্ধের গান'। এখানে কবি উচ্চস্বরে স্বীকার করেছেন— 'রক্ত আখরে লিখেছি পদ্য'। অত্যাচার, অবিচার দেখে মনের মধ্যে তুমুল রক্ষক্ষরণ হয়েছে তাঁর। বিমূঢ় গন্ধ ছড়িয়েছে আকাশে বাতাসে। যেন বারুদ-গন্ধ। ফুলের মধ্যে ভুল। ঠকতে হয়েছে বিশ্বাস করে। নানাভাবে শিকার হতে হয়েছে প্রতারণার। যদিও শেষপর্যন্ত কবি শুনিয়েছেন আশাবাদের কথা। বলেছেন, 'সোনালি সকাল হবে।'

লজ্জার খোঁজ করেছেন কবি। 'লজ্জা' কবিতায়। অন্যদেরও আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, 'সবাই মিলে হামলিয়ে পড়ে খোঁজ কর লজ্জার'। কী কারণে লজ্জা? তিনি লিখেছেন, 'কত ঘর পোড়ে, কত লাশ পড়ে, কোথাও রক্তনদী/ ওসব কথায় কাজ কী তোদের সব মিথ্যার বেসাতি।'

বিশ্বের পরিস্থিতি দেখে, মিথ্যার বাড়বাড়ন্ত দেখে লজ্জিত, বিচলিত কবি কবিতার মধ্যে দিয়ে ঘটিয়েছেন ক্ষোভের প্রকাশ। অক্ষরের চাদর বুনেছেন মণিপুরের মা-বোনেদের লজ্জা নিবারণের জন্য। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন অপ্রতিরোধ্য অশুভ-শক্তির বিরুদ্ধে।

কবি শ্মশানের পাশে রেখেছেন কবরকে। ফুটিয়েছেন সম্প্রীতির ফুল। বলেছেন বিশ্ব মানবতার কল্যাণের কথা। বিস্ফার, শব্দের হুঙ্কার ছাপিয়ে তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে সময়ের ছবি, সমাজের ছবি। ১৫০ টাকা দামের ৬৪ পৃষ্ঠার বইটির প্রচ্ছদশিল্পী মৌসুমী বিশ্বাস।

প্রিয় মেঘদূত

» প্রয়াত কবি অশোক আচার্যের বড্ড প্রিয় ছিল 'প্রিয় মেঘদূত'। এখন সম্পাদনায় বিকু আচার্য। ৫১ বছর ধরে প্রকাশিত পত্রিকাটির এই সংখ্যা পবিত্র সরকার, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশেদের কবিতায় সমৃদ্ধ হলেও তরুণদের কবিতাও কিন্তু মন টানে। পাশাপাশি ভাল গদ্য লিখেছেন আসিফুর রহমান, দিশারী মুখার্জি, প্রসূন দাস প্রমুখ। সন্তোষ শর্মাচার্যর অপ্রকাশিত চিঠিগুলি চমৎকার। পড়ে অনেক কিছু জানা গেল। অচ্যুত সরকারের উপন্যাসের আলোচনা গবেষকদের সাহায্য করবে। পদ্য, গদ্য, আলোচনা, খবরাখবর ৫০ টাকা দামের পত্রিকাটিকে সংগ্রহযোগ্য করে তুলেছে।

গল্পসংগ্রহ

» কবি হলেও শ্যামাপদ রায় আদতে কথাশিল্পী। নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ান এবং দেখেন সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষজনের জীবনচর্চা। মননে এবং লেখায় তিনি আদ্যন্ত আধুনিক মনস্ক। অফুরন্ত গল্পভাণ্ডার থেকে নানান স্বাদের গল্প নিয়ে তাঁর 'নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ' যত্ন করে প্রকাশ করেছে পু-STOCK প্রকাশন সংস্থা। ৪০০ টাকার দামের বইটিতে গল্পসংখ্যা ৩২। গল্পগুলির মধ্যে 'যে ধূপের গন্ধ নেই', 'একটি নর্দমার গল্প', 'রক্ত ও চরকা', 'নতুন তরঙ্গ' আলোচকের মতো মনস্ক পাঠকদেরও নাড়িয়ে দেবে। চন্দন মিশ্রের প্রচ্ছদ গল্পগুলির মতোই মনোগ্রাহী।

ছড়ার খোঁজে

» কবি-গল্পকার অর্চনা দাস দীর্ঘদিন সৃজনশীল লেখার জগতে বিচরণ করছেন। বাস্তবিকতা ও কল্পনাপ্রবণ ঝরঝরে ছড়াও লিখছেন সমান দক্ষতায়। ৬৮টি ছড়ার কুঁড়ি নিয়ে ডালি সাজিয়েছেন 'ছোটোদের ছন্দকথা ছড়ার খোঁজে' বইটিতে। বইমেলা নিয়ে লিখেছেন 'বইমেলা বইমেলা ঘুরে ঘুরে কাটে বেলা/ চারিদিকে শুধু বই সারাদিন হইচই'। বা 'বাগমণি বাগানে ছিল এক দৈত্য/ শুনশান আঁধারে করে যেত নৃত্য'র মতো ছন্দোবদ্ধ ছড়া বা কবিতাগুলি ছোটদের আগাগোড়া টেনে রাখবে নিশ্চিত। শুভদীপ রায়ের প্রচ্ছদ ছোটদের ভাল লাগবে। নতুন দিগন্ত প্রকাশনীর ছিমছাম বইটি পাবেন ২০০ টাকায়।

মাঠে ময়দানে

30 November, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্কোর তো অ্যাপেই দেখা যায়, রঞ্জি ট্রফিতে আগারকরের অনুপস্থিতি নিয়ে হাস্যকর যুক্তি বোর্ড কর্তার

শ্রীকান্তের জয়, বিদায় তনভির

লখনউ, ২৯ নভেম্বর : সৈয়দ মোদি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনালে কিদাম্বি শ্রীকান্ত। ছেলেদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে শ্রীকান্তের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আরেক ভারতীয় মিঠুন মঞ্জুনাথ। তিন গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ২১-১৫, ১৯-২১, ২১-১৩ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে ফাইনালে ওঠেন শ্রীকান্ত। এদিকে, মেয়েদের সেমিফাইনালে তনভি শর্মা জাপানের হিনা আকেচির বিরুদ্ধে ১৭-২১, ১৬-২১ গেমে হেরে যান। অন্য সেমিফাইনালে উন্নতি হুডা কোর্টে নেমেছিলেন তুরস্কের নেসলিহান আরিনের বিরুদ্ধে। ১৫-২১, ১০-২১ গেমে হেরে যান উন্নতি। অন্যদিকে, মেয়েদের ডাবলসের ফাইনালে উঠেছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন তৃষা জোলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ।

ফাইনালে ভারত

ইপো : মালয়েশিয়াতে আয়োজিত সুলতান আজলান শাহ হকি টুর্নামেন্টের ফাইনালে ভারত। শনিবার রাউন্ড রবিন লিগের শেষ ম্যাচে কানাডাকে ১৪-৩ গোলে বিধ্বস্ত করে ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নেন ভারতীয়রা। ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত শীর্ষে রয়েছে ভারত। কানাডার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক-সহ চার গোল করেন যুগরাজ সিং। দু'টি করে গোল করেন রাজিন্দর সিং, অমিত রুইদাস ও অভিষেক। একটি করে গোল নীলকান্ত শর্মা, দিলপ্রীত সিং, সঞ্জয় এবং কার্তি সেলভামের। কানাডার হয়ে গোল করেন ব্রেন্ডন গুরালিউক, ম্যাথু সারমেন্টো ও জ্যোতিশ্বররূপ সিন্ধু।

বিরাট-রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিরিজ শেষে বৈঠক

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ রোহিত ও বিরাটের অগ্নিপরীক্ষা।

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজের পরেই স্থির হবে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ! বোর্ড সূত্রের খবর, সিরিজ শেষে রো-কো'র ভবিষ্যৎ নিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকরের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বিসিসিআই কর্তারা। ফলে দুই মহাতারকার আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের মেয়াদ অনেকটাই নির্ভর করবে এই সিরিজের পারফরম্যান্সের উপর।

চলতি বছরে পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটের আর কোনও সিরিজ নেই ভারতের। রোহিত ও বিরাট দু'জনেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, ২০২৭ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যাওয়ার। এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, বিরাট ও রোহিতের মতো ক্রিকেটারের কাছে আমরা কী চাই, সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। টিম ম্যানেজমেন্ট ওদের কী ভূমিকার দেখতে চায়, সেটাও জানা জরুরি। কারণ ওদের মতো গ্রেটরা অনিশ্চয়তার মধ্যে খেলা চালিয়ে যেতে পারে না। আমরা ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও ধোঁয়াশা রাখতে চাই না। তবে ফিটনেস এবং পারফরম্যান্সকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ওই বোর্ড কর্তা আরও জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়াতে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ওরা দু'জনেই রান পেয়েছিল। কিন্তু তার আগেই আমরা সিরিজ হেরে গিয়েছিলাম। তাছাড়া প্রথম দুটো ম্যাচে বিরাট রান করতে পারেনি। রোহিতও প্রথম ম্যাচে রান পায়নি। দ্বিতীয় ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি পেলেও, দুর্দান্ত ব্যাট করেছে, সেটা বলা যাবে না। প্রতিটি সিরিজেই এমনটা হলে সমস্যা হবে। আমরা চাই, রোহিত শুরু থেকেই চালিয়ে খেলুক। অস্ট্রেলিয়াতে ও কিছুটা সাবধানী ব্যাটিং করেছে। ওদের মতো ক্রিকেটাররা দলের ব্যাটিংকে নেতৃত্ব দেবে, তরুণদের কাজ সহজ করে দেবে, এটাই বোর্ডের প্রত্যাশা।

বিসিসিআই সূত্রের খবর, চলতি ওয়ান ডে সিরিজেই বিরাট ও রোহিতকে বার্তা দেওয়া হবে, আন্তর্জাতিক কেরিয়ার দীর্ঘ করার জন্য সতর্ক হয়ে ব্যাট করলে চলবে না। বরং দলের স্বার্থ অনুযায়ী খেলতে হবে। সবথেকে জরুরি হল, ধারাবাহিকতা। এই তিন ম্যাচ কার্যত দুই তারকার কাছে অগ্নিপরীক্ষার মঞ্চ হতে চলেছে।

হরমন-স্মৃতি দ্বৈরথ দিয়ে শুরু ডব্লুপিএল

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লুপিএল) সূচি ঘোষণা করে দিল বিসিসিআই। আগামী ৯ জানুয়ারি শুরু হবে টুর্নামেন্ট। আর ডব্লুপিএলের উদ্বোধনী দিনেই গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স মুখোমুখি হবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। অর্থাৎ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ও সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা দ্বৈরথ দিয়েই শুরু হবে ২০২৬ সালের ডব্লুপিএল।

১০ জানুয়ারি মাঠে নামবে দীপ্তি শর্মার ইউপি ওয়ারিয়র্জ। তাদের প্রতিপক্ষ গুজরাট জায়ান্টস। সেদিন আবার মুম্বইয়েরও ম্যাচ রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে। এছাড়া ১৭ জানুয়ারিও দু'টি ম্যাচ রয়েছে। মুম্বই ছাড়া রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকেও পরপর দুটো দিন খেলতে হবে। ১৬ জানুয়ারি গুজরাটের বিরুদ্ধে এবং ১৭ জানুয়ারি দিল্লির বিরুদ্ধে খেলবেন স্মৃতিরা। ৯ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত নবি মুম্বইয়ে হবে টুর্নামেন্টের প্রথম পর্ব। এরপর ১৯ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বের সব ক'টি ম্যাচ হবে বরোদায়। লিগ পর্বে মোট ২০টি ম্যাচ হবে। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্ট হবে ২২টি ম্যাচ। ৩ ফেব্রুয়ারি হবে এলিমিনেটর। ৫ ফেব্রুয়ারি ফাইনাল। এবারের ডব্লুপিএলে ১৯৪ জন ভারতীয়-সহ মোট ২৭৭ জন ক্রিকেটারকে দেখা যাবে।

এদিকে, মুল্লানপুর স্টেডিয়ামের একটি স্ট্যান্ড হরমনপ্রীতের নামে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থা। যা ফাঁস করেছেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক নিজেই। হরমনপ্রীত বলেছেন, পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের চিঠি পেয়েছি। তাতে জানানো হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি মুল্লানপুর স্টেডিয়ামের একটি স্ট্যান্ড আমার নামে করা হবে। এটা আমার জন্য বিরাট বড় সম্মান।

টেস্ট খেলো না, বুমরাকে অশ্বিন

চেন্নাই, ২৯ নভেম্বর : বিশ্বের অন্যতম সেরা পেসার জসপ্রীত বুমরার কেরিয়ারে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে চোট-আঘাত। বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই পরিস্থিতিতে বুমরাকে নিয়ে বড় বার্তা ভারতীয় পেসারের প্রাক্তন সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। প্রয়োজনে টেস্ট না খেলে শুধু টি-২০ ক্রিকেটে মনঃসংযোগ করার পরামর্শ বুমরাকে দিলেন অশ্বিন। একই সুর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক এবি ডি'ভিলিয়ার্সের গলাতেও।

অশ্বিন বলেন, আমার সঙ্গে জসপ্রীতের খুব ভাল সম্পর্ক। আমি যদি তার কাছাকাছি থাকতাম তাহলে তাকে বলতাম, তুমি শুধু সাদা বলের ফরম্যাটে খেলো। যতক্ষণ না তোমাকে আমাদের প্রয়োজন হয়, টেস্ট দলে পা রেখো না। কিন্তু জসপ্রীত টেস্ট ক্রিকেট ভালবাসে। যতদিন পারে সে খেলতে চায়। কিন্তু এটাও সে জানে, ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে।

প্রাক্তন তারকা স্পিনার যোগ করেন, ভারতীয় ক্রিকেট এবং বুমরার কেরিয়ারের স্বার্থে বলছি, আমি তাকে টি-২০ ক্রিকেট খেলতে দেখতে চাই। আমি চাই না, সে অর্থহীন ওয়ান ডে খেলুক। বরং গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট ম্যাচ খেলুক। সেটাই যুক্তিসঙ্গত হবে। বুমরা ভারতের এক অমূল্য রত্ন। এক অনন্য বোলিং অ্যাকশন, যা অন্যদের থেকে তাকে আলাদা করে। কিন্তু এটাই তাঁর শরীরে চাপ ফেলে এবং সমস্যা তৈরি করে। বুমরার ভবিষ্যতের জন্যই আমার তাই এই মতামত। প্রাক্তন প্রোটিয়া তারকা ডি'ভিলিয়ার্সও বললেন, বুমরা আপাতত টেস্ট থেকে দূরে থেকে শুধু সাদা বলের ক্রিকেটে মন দিক।

গোলের পর নেইমারের উচ্ছ্বাস।

চোট উপেক্ষা করে মাঠে নেমেই গোল নেইমারের

সাও পাওলো, ২৯ নভেম্বর : চিকিৎসকদের আপত্তি উড়িয়ে মাঠে নামলেন নেইমার দ্য সিলভা। নিজে একটি গোল করার পাশাপাশি একটি গোলও করালেন! স্যান্টোসও ৩-০ গোলে প্রতিপক্ষ স্পোর্ট রেসিফকে হারিয়ে অবনমন আতঙ্ক কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠল।

গত মঙ্গলবার জানা গিয়েছিল, বাঁ হাঁটুতে ফের চোট পেয়েছেন নেইমার। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছিলেন, এই বছর আর মাঠে না নামার। হাঁটুতে অস্ত্রোপচারেরও পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে মাঠে নেমে ক্লাবের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রমাণ করলেন নেইমার। ম্যাচের ২৫ মিনিটে সতীর্থ গুইলহার্মের পাস থেকে বল পেয়ে ডান পায়ের গড়ানে শটে বিপক্ষ গোলকিপারকে পরাস্ত করেন নেইমার। ৩৬ মিনিটে স্পোর্টের ডিফেন্ডার লুকাস কালের আত্মঘাতী গোল ২-০। ৬৭ মিনিটে সতীর্থ জোয়াও সিমিতকে দিয়ে দলের তৃতীয় গোলটি করান নেইমার। ৮৯ মিনিটে তাঁকে তুলে নেন কোচ।

এই জয়ের সুবাদে ৩৬ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার ১৫তম স্থানে উঠে এসেছে স্যান্টোস। ম্যাচের পর নেইমার বলেছেন, চোটটা বিরক্তিকর ও দুঃখজনক। কিন্তু এখন স্যান্টোসকে নিয়ে ভাবার সময়। ক্লাবকে লিগের ভাল জায়গায় রাখতেই হবে। তাই চোট উপেক্ষা করেই মাঠে নেমেছিলাম। চিকিৎসকরা নিষেধ করলেও, গ্রাহ্য করিনি। কারণ ম্যাচটা ক্লাবের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর সংযোজন, অনেকেই আমাকে নিয়ে অনেক কিছু বলে থাকেন। যা আমাকে দুঃখ দেয়। আমিও মানুষ। অহেতুক সমালোচিত হওয়া আমার প্রাপ্য নয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

30 November, 2025 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৩০ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

পিঠের চোটে ব্রিসবেনের দিন-রাতের টেস্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার পথে ইংল্যান্ড পেসার মার্ক উড

মোহনবাগান খেলোয়াড় ছাড়েনি, বললেন খালিদ

প্রতিবেদন : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লজ্জার হারের পর ভারতীয় দলের কোচ খালিদ জামিলকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল। কেন তিনি মোহনবাগানের ফুটবলারদের দলে নেননি? সরব হয়েছিলেন প্রাক্তনরা। ক্লাব ম্যানেজমেন্ট ফিফা উইন্ডোর বাইরে জাতীয় শিবিরে ফুটবলার ছাড়তে চায়নি। অতীতে আশিক কুরুনিয়নের চোট নিয়ে ভুগতে হয়েছে ক্লাবকে। শুভাশিস বোসের চোট নিয়েও খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে মোহনবাগানের। জাতীয় শিবিরে চোট পাওয়ার পরেও দু'জনের ক্ষতিপূরণ বহন করতে হয়েছে ক্লাব ম্যানেজমেন্টকে। বাংলাদেশ ম্যাচের ১১ দিন পর কলকাতায় সাংবাদিকদের সামনে বসে কোচ খালিদ জামিল জানিয়ে দিলেন, জাতীয় দলে খেলোয়াড় ছাড়ার জন্য মোহনবাগানকে চিঠি দেওয়া হলেও তারা অনুরোধ রাখেনি।

শনিবার ফেডারেশনের ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে এসে খালিদ বলেন, মোহনবাগানকে মেল করে ৬ নভেম্বরের মধ্যে জাতীয় শিবিরে ফুটবলার ছাড়ার কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু ফিফা উইন্ডোর বাইরে তারা খেলোয়াড়দের ছাড়তে চায়নি। অথচ তখন ওদের কোনও ম্যাচ ছিল না। ১০-১৮ নভেম্বর ছিল ফিফা উইন্ডো। মোহনবাগান চার

সাংবাদিক বৈঠকে খালিদ ও সাব্বির আলি। শনিবার প্রেস ক্লাবে।

দিন পর ১০ নভেম্বর ফুটবলার ছাড়ার কথা বলেছিল। তাই তাদের দলে রাখা হয়নি।

মোহনবাগানের বক্তব্য, ফিফা উইন্ডোর বাইরে শিবিরে খেলোয়াড় ছাড়া তো বাধ্যতামূলক নয়? চোট পেলে তার দায় কি নেবে ফেডারেশন? আমরা আগেই জানিয়েছিলাম, উইন্ডোর বাইরে ফুটবলার ছাড়লে বড় চোট পেলে তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে? তার উত্তর পায়নি ক্লাব। খালিদ বললেন, ক্লাবের সঙ্গে কোনও সংঘাত নেই। জাতীয় শিবিরে কেউ চোট পেলে তার ক্ষতিপূরণ অবশ্যই এআইএফএফ বহন করবে। মোহনবাগান ফুটবলারদের জাতীয় দলে দরকার। ভারতের পরের ম্যাচ মার্চে। এমন সমস্যা যাতে না হয়, ক্লাবগুলোর কাছে আমার আবেদন, জাতীয় দলের স্বার্থে খেলোয়াড়দের শিবিরে ছাড়ুন।

ভারতীয় ফুটবল নিয়ে ডামাডোলের মধ্যে কোনও দিশা এদিন দেখাতে পারেননি খালিদ ও ফেডারেশনের কর্মসমিতির সদস্য তথা টেকনিক্যাল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সাব্বির আলি। খালিদের আশা, আইএসএল দ্রুত শুরু হওয়া দরকার। লিগে ভারতীয় স্ট্রাইকারদের বেশি করে সুযোগ দেওয়া উচিত। সুনীল ছেত্রী আর জাতীয় দলে খেলবে না। ওর বিকল্প আমাদের খুঁজতে হবে। রায়ান উইলিয়ামসের মতো আরও কয়েকজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার জাতীয় দলে খেলানোর চেষ্টা চলছে।

লোবেরার ডেপুটি মার্কুয়েজ, আজ মেডিক্যাল টেস্ট

প্রতিবেদন : ভিসা এখনও হাতে না পাওয়ায় মোহনবাগানের নতুন হেড কোচ সের্জিও লোবেরার শহরে আসতে বিলম্ব হচ্ছে। শনিবারও তিনি ভিসা পাননি। ফলে রবিবার শহরে ফুটবলারদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও সেখানে নতুন কোচ থাকতে পারবেন না। লোবেরার নতুন সহকারীর নামও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। উয়েফা প্রো-লাইসেন্সধারী স্প্যানিশ কোচ ডিওগ্রাসিয়া মার্কুয়েজ ডেভিড। স্পেনের বিভিন্ন পেশাদার ক্লাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। সোমবার থেকে যুবভারতীর অনুশীলন গ্রাউন্ডে ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি বল নিয়ে প্রস্তুতিও শুরু হবে। রবিবার সকালের মধ্যেই অধিকাংশ ফুটবলারের শহরে চলে আসার কথা। বিদেশিদের মধ্যে রবসন রোবিনহো সবার আগে শহরে চলে এসেছেন। দীপক টাংরি একাই এদিন অনুশীলন করেন। সেই ছবি পোস্ট করে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সোমবার থেকে প্রায় পুরো দলই যুবভারতীতে ট্রেনিং করবে।

প্রস্তুতি টাংরির।

ট্রফির সামনে ডায়মন্ড হারবার

প্রতিবেদন : অসমে অল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রবিবার আরও এক ট্রফির সামনে ডায়মন্ড হারবার এফসি। ওড়িশায় ধনকানালে শহিদ বাজি রাউথ স্মৃতি আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতার ফাইনালে চেন্নাই ইনকাম ট্যাক্সের মুখোমুখি কিবু ভিকুনার দল। প্রতিযোগিতায় সরাসরি কোয়ার্টার্স ফাইনাল থেকে খেলার সুযোগ পেয়েছিল ডায়মন্ড হারবার।

শেষ আটের লড়াইয়ে স্থানীয় ওড়িশা ফুটবল সংস্থার টিমকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে ডায়মন্ড হারবার। শেষ চারে অসম রাইফেলসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে কিবুর দল। ফাইনালে চেন্নাইয়ের দলের বিরুদ্ধে নামার আগেও দলের নীতিতে কোনও বদল হচ্ছে না ডায়মন্ড হারবারের। আই লিগের আগে এই ধরনের প্রস্তুতি টুর্নামেন্টে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে নিচ্ছেন কোচ কিবু। ফাইনালেও সেটা করবেন ডায়মন্ডের স্প্যানিশ কোচ। পাঁচ বিদেশি নিয়ে গিয়েছে কিবুর দল। ব্রাইট, সানডে, মিকেল, অ্যান্থনির সঙ্গে ক্লেটন সিলভেইরাও রয়েছেন। ভারতীয়দের সঙ্গে বিদেশিদেরও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলাচ্ছেন কিবু। সহকারী কোচ দেবরাজ চট্টোপাধ্যায় বললেন, আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছি না। ফাইনালেও একই লক্ষ্য থাকবে। ট্রফি জেতার পাশাপাশি লক্ষ্য থাকবে ফুটবলারদের পরখ করে নেওয়া।

পারথের পিচ 'আবর্জনা', বিতর্ক বাড়ালেন খোয়াজা

অহংকারী নই, সমালোচনার পাল্টা স্টোকস

ক্যানবেরা, ২৯ নভেম্বর : মাত্র দু'দিনেই নিষ্পত্তি হয়েছিল অ্যাসেজের প্রথম টেস্টের। যদিও পারথের বাইশ গজকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছে আইসিসি। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, পারথের পিচ খুব ভাল। সেই পিচকে আবর্জনার সঙ্গে তুলনা করে বিতর্ক উসকে দিলেন উসমান খোয়াজা! আর বাঁ হাতি ওপেনারের এই মন্তব্যে বেজায় চটেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। চলতি সপ্তাহেই খোয়াজার কাছে এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা চাইবেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা।

এক সাক্ষাৎকারে খোয়াজা বলেছেন, প্রথম দিনে পারথে যেমন ১৯ উইকেট পড়েছিল, তেমন প্রায় ২০ জন আঘাত পেয়েছিল। দারুণ উইকেট! গত বছর ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টেও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল। বাঁ হাতি অস্ট্রেলীয় ওপেনার আরও বলেন, এখনও পর্যন্ত যাদের সঙ্গে খেলেছি, তাদের মধ্যে সেরা স্টিভ স্মিথ। কিন্তু স্মিথও ব্যাটে বলে করতে পারছিল না। বল ওর কনুইয়ে লেগেছিল। তাই পারথের প্রথম দিনের পিচকে আবর্জনা বলতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

এদিকে, পারথে হারের পর ইংল্যান্ড দলের মানসিকতার কড়া সমালোচনা করেছেন মিচেল জনসন, ইয়ান বোথামরা। এর জবাবে বেন স্টোকসের বক্তব্য, আমাদের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন। ম্যাচের কিছু কিছু সময় আমরা খারাপ খেলিনি। তার জন্য অহংকারী বলাটা ভুল হচ্ছে। আমাদের আবর্জনা বলতেই পারেন। ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্টোকসের বক্তব্য, এটা পাঁচ টেস্টের সিরিজ। প্রথমটা হেরেছি। তবে এখনও চারটে টেস্ট বাকি। অ্যাসেজ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা করণীয়, সবই করব।

জয়ী তিতাসরা

প্রতিবেদন : টানা চতুর্থ জয় ছিনিয়ে নিয়ে মেয়েদের অনূর্ধ্ব ২৩ টি-২০ ট্রফি এলিটের নক আউট কার্যত নিশ্চিত করে ফেলল বাংলা। শনিবার রাজস্থানকে ৫৯ রানে হারিয়েছেন তিতাস সাধুরা। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩০ রান তুলেছিল বাংলা। প্রতিভা মাণ্ডি ৪০ বলে ৫২ রান করেন। এরপর ১৬ ওভারে ৭১ রানেই গুটিয়ে যায় রাজস্থান। রূপাল তিওয়ারি চার ও পায়েল ভাখারিয়া তিন উইকেট নেন।

বাংলার বিদায়

প্রতিবেদন : শনিবার বাংলাকে ১০১ রানে হারিয়ে পুরুষদের অনূর্ধ্ব ২৩ স্টেট এ ট্রফি এলিটের ফাইনালে পৌঁছে গেল তামিলনাড়ু। প্রথমে ব্যাট করে ৪৯.৪ ওভারে ২৩৮ রানে অল আউট হয়ে যায় তামিলনাড়ু। জবাবে বাংলা ৩৮.৩ ওভারে ১৩৭ রানে অল আউট হয়ে যায়।

অভিষেকদের বিরুদ্ধে আজ খেলবেন আকাশ

জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে বাংলা

প্রতিবেদন : সৈয়দ মুস্তাক আলি জাতীয় টি-২০ প্রতিযোগিতায় জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে নামছে বাংলা। বরোদা ও গুজরাতকে হারানোর পর রবিবার অভিষেক শর্মার পাঞ্জাবের মুখোমুখি লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। প্রথম দু'টি ম্যাচে রান পাননি ভারতীয় টি-২০ দলের তারকা ওপেনার অভিষেক। বাংলার বিরুদ্ধে শুরু থেকে ঝড় তুলে ছন্দে ফেরার মরিয়া চেষ্টা করবেন মারকুটে ব্যাটার। তাই অভিষেককে শুরুতেই তুলে পাঞ্জাবকে চাপে ফেলতে চান মহম্মদ শামিরা। পরপর ম্যাচ থাকায় সায়ন ঘোষকে বিশ্রাম দিয়ে ভারতীয় দলের তরুণ পেসার আকাশ দীপকে এই ম্যাচে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট।

রবিবার বাংলা-পাঞ্জাব ম্যাচ অবশ্য উপ্পল স্টেডিয়ামে নয়, হায়দরাবাদ জিমখানা মাঠে হবে। খেলা সকাল ৯টায়। পরিবেশ পরিস্থিতি বদলাবে। ফলে টিম কম্বিনেশনেও বদল আনতে হবে বাংলাকে। সকালে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় পেসাররা সুবিধা পেতে পারে। তাই আকাশ দীপকে খেলিয়ে পেস আক্রমণ শক্তিশালী করে নামতে চাইছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। শামি, সক্ষম চৌধুরীর পাশে আকাশ এলে ভারতীয় দলের পেস আক্রমণে ঝাঁজ বাড়বে। স্পিন বিভাগে শাহবাজ আহমেদ, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, করণ লালেরা রয়েছেন। অলরাউন্ডার বেশি থাকায় বাংলার ব্যাটিং গভীরতাও রয়েছে।

মাঠে ময়দানে
30 November, 2025 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেখে মনে হচ্ছে, টেস্ট ক্রিকেটের জন্য উপযুক্ত অফস্পিনার ভারতীয় দলে নেই : হরভজন সিং

ধোনির শহরে আজ লজ্জা ঢাকার লড়াই

অলোক সরকার • রাঁচি

টিম ইন্ডিয়ার প্র্যাকটিসে নীতীশ রেড্ডি, ঋষভ পন্থ ও অর্শদীপ সিং। (ডানদিকে) ব্যাটিং অনুশীলনে ব্যস্ত রবীন্দ্র জাদেজা। শনিবার রাঁচিতে।

২৯ নভেম্বর : সকাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ছবি ঘুরল। এমএস ধোনির বাইক গ্যারাজের সামনে একটায় চড়ে বিরাট। পাশে ধোনি। ছবিটা এআই কারিগরি কি না সেটা অবশ্য প্রশ্ন।

যে লোকটা এতদিন খেলা ছেড়েছে সে এখনও কী প্রাসঙ্গিক সেটা তো দেখুন। শুক্রবার পর্যন্ত শহরে ছিলেন। কিন্তু শনিবার শোনা গেল দু'রকম মত। একপক্ষ বলছে, মাহি বাড়িতেই আছে। খেলা দেখতে আসবে। অন্য পক্ষের দাবি, ঘোড়ার ডিম। ও তো সকালেই দুবাই বা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। দ্বিতীয়টারই পাল্লা ভারী। ধোনি বলে ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট কর্তাদের কাছেও খবর নেই। সন্ধ্যায় এক কর্তা আমতা আমতা করে বললেন, ও থাকলে বিকেলে স্টেডিয়ামে আসে। জিম-টিম করে। আজ তো এল না।

কী কাণ্ড দেখুন! খেলবে ভারত। প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। এরমধ্যে কোথাও ধোনি নেই। কিন্তু তিনি আছেন। আগের মতোই। ঝাড়খণ্ড স্টেডিয়াম ধোরুয়া বলে যে জায়গায় সেটা শহর থেকে ১২-১৪ কিমি দূরে। ফাঁকা আশপাশ। প্রায় জনমানবহীন। সেখানে অন্তত দুই কিলোমিটার দুর থেকে রাস্তায় জার্সির পসরা বসেছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের শীতের পোশাকের মতো। কী আশ্চর্য, একদামে বিকোচ্ছে ধোনি-বিরাটের জার্সি। দাম ২০০ টাকা। কলকাতা থেকে এখানে এসে জার্সি বিক্রি করছেন এক মধ্যবয়সি। বললেন ধোনির কাটতি নাকি বিরাটের থেকেও বেশি। কী বুঝলেন?

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং কোচ অ্যাশওয়েল প্রিন্স বলে গেলেন, আমরা অবাক নই। ধোনিকে নিয়ে এমনই হবে। ওর শহর। কিন্তু আমাদের বিরাট-রোহিতকে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। আমরা নিজেদের কাজে ফোকাস করছি। কিন্তু ওরা আমাদের ড্যামেজ করবেই। আমাদের শুধু টেস্ট সিরিজের মোমেন্টাম ধরে রাখতে হবে। ইস, আর একটু সময় পেলাম না। তাহলে ক'টা দিন উৎসব করতে পারতাম। এত তাড়াতাড়ি এখানে আসতে হল।

অপশনাল প্র্যাকটিসে রোহিত-বিরাট কেউ আসেননি। রাহুল এলেন জনা ছয়েক ক্রিকেটার নিয়ে। তারমধ্যে সিমারদের কেউ নেই। রাহুল নেটে প্রচুর তুলে শট খেললেন। দেখে মনে হল সাদা বলে তাঁরাই যে দাদা সেটা প্রথম ম্যাচ থেকে দেখানো হবে। আসলে টেস্ট সিরিজে ০-২ হারের খোঁচা এখনও বর্শার ফলা হয়ে ঘুরছে ভারতীয় ড্রেসিংরুমে। ঘুরে দাঁড়াতে বিরাট-রোহিতই ভরসা রাহুলদের। অধিনায়ক জানিয়ে রাখলেন ড্রেসিংরুমের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে। এটা গম্ভীরকেও নির্ঘাৎ বলতে হত।

রাঁচিতে এখন জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। ১৪ ডিগ্রি হবে। স্টেডিয়াম যে জায়গায় সেখানে সূর্য ডুবতেই ১০-এর কাছাকাছি। এখানে রাতের শিশির সমস্যা করবে। প্রিন্স বললেন, আগে ব্যাট করি বা পরে, সমস্যা শিশির নিয়ে হবেই। এরমধ্যে সিমাররা যখন বিশ্রাম নিলেন তখন একা কুলদীপ টানা হাত ঘুরিয়ে গেলেন। বোঝা যাচ্ছে রানের উইকেটে বাভুমাদের বেঁধে রাখা তাঁর জন্য চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সুযোগ পাবেন? ওয়াশিংটন বরং নিশ্চিত। ঋষভকে নিয়ে ধাঁধা আছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে উইকেটের পিছনে রাহুল, তাঁকে বসতে হবে। তিলক, জুরেলকেও। তবে ঋতুরাজ হয়তো খেলবেন। গুয়াহাটির ৪০৮ রানের বোঝা কাঁধ থেকে নামাতে এখন অনেক কিছু হবে। একবার টেস্ট করে কী বিপদেই না ফেলেছে গুয়াহাটি।

রাঁচির মাঠে ব্রাত্য ধোনির দুই কোচই

ধোনির গ্যারাজে বিরাট। দর্শক মাহি।

অলোক সরকার • রাঁচি

২৯ নভেম্বর : শহরের ছেলে মাহির ধোনি হয়ে ওঠার পিছনে যে দু'জনের অবদান সবথেকে বেশি, তাঁরাই এখন ব্রাত্য রাঁচি স্টেডিয়ামে। একজন কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁর আলাদা করে পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই। অন্যজন চঞ্চল ভট্টাচার্য। যাঁর স্কুটারের পিছনে বসে এক জমানায় এ মাঠ-ও মাঠ করতেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। নাহ্, দু'জনের কাউকে টিকিট দেয়নি স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থা।

এই মুহূর্তে গোটা শহর যখন হামলে পড়েছে একটা টিকিটের জন্য, তখন কেশব রাঁচি ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে বসে আছেন কিছুটা অভিমানেই। বললেন, রাঁচিতে থাকলেও তো কেউ টিকিট দেয় না আজকাল। দু-চারজন টিকিট চায়। ওদের জন্য ছাত্রের কাছে যাই। মাহি আমাকে টিকিট দেয়। কিন্তু ক্রিকেট সংস্থার থেকে ভিআইপি ছেড়ে দিন, একটা এমনি টিকিটও পাইনি। তিনি ভেবেছিলেন বুধবার রাতে ধোনির বাড়ি গিয়ে কয়েকটা টিকিট নিয়ে আসবেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে হয় বিরাট-পন্থরা ধোনির বাড়ি নৈশভোজে যাওয়ায়। তিনি আর ওই পথ মাড়াননি। চঞ্চলও একসময় ধোনিকে ক্রিকেটের পাঠ দিয়েছেন। সম্পর্ক এমন ছিল যে রমাকান্ত আচরেকর যেভাবে শচীনকে স্কুটারের পিছনে নিয়ে ঘুরতেন, চঞ্চলও সেভাবে মাহিকে নিয়ে এ মাঠ-ও মাঠ করতেন। ধোনির তাঁর বাড়িতে এসে স্ত্রীকে বলতেন, ভাবী, জরা আচ্ছাসে চাউমিন খিলাও। সেই চঞ্চল ব্যাজার মুখে বলছিলেন, না, চেয়েচিন্তে টিকিট নিয়ে খেলা দেখতে যাব না। এই বয়সে সেটা সম্ভব নয়। আগে পাস-টাস দিত। এখন আর দেয় না। একসময় স্থানীয় মিডিয়ায় ক্রিকেট নিয়ে লেখালেখির সুবাদে মিডিয়া অ্যাক্রিডিটেশন পেয়ে যেতেন। এখন সেটাও বন্ধ।

নেটে মহড়া রাহুলের। শনিবার রাঁচিতে।

স্পিনের ভূত তাড়া করছে এখনও

সানির পরামর্শ নিতে চান রাহুল

অলোক সরকার • রাঁচি

২৯ নভেম্বর : কেএল রাহুলের প্রেস কনফারেন্স শুরু হল উইকেট দিয়ে। গুয়াহাটি বিপর্যয়ের পর যা প্রত্যাশিত ছিল। প্রথমে খুব মোলায়েম প্রশ্ন। কেমন দেখলেন এখানকার উইকেট। জবাব এল কালো মাটির উইকেট। মনে হয় এখানে রান হবে।

কিন্তু পরে যে প্রশ্নের সামনে পড়লেন এই সিরিজের অধিনায়ক, সেটা বুমরার বাউন্সার। '৯৬-এ স্পিনের বিরুদ্ধে একা হাতে দুর্গ সামলেছিলেন সুনীল গাভাসকর। আগে ভারত স্পিনের বিরুদ্ধে এত ভাল খেলত। এখন পারছেন না কেন? পুরনো লোকেদের পরামর্শ নেবেন আপনারা? রাহুল এবার এবার সামলে নিয়ে বললেন, হ্যা, আমরা দুটো হোম সিরিজ হেরেছি। আমরা ঘুরে দাঁড়ানোর রাস্তাও খুঁজছি। এজন্য গাভাসকর স্যারের সঙ্গে কথা বলতেই পারি। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালই হবে।

রাহুল খুব খুশি যে বিরাট কোহলিকে আবার ড্রেসিংরুমে পাবেন। রোহিত থাকাতেও খুশি। বলছিলেন, ওদের উপস্থিতি সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। এত অভিজ্ঞ। ওরা থাকলে ড্রেসিংরুমের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। তবে প্রশ্ন হল, ঋষভকে রবিবার খেলানো হবে কি না। রাহুল পরিষ্কার জানালেন না। বললেন, এটা এখনও ঠিক হয়নি। তবে ঋষভ যা প্লেয়ার তাতে শুধু ব্যাটার হিসেবেও খেলে দিতে পারে। তিনি জাদেজা ফেরাতেও উচ্ছ্বসিত। বললেন, জাদেজা শুধু চুপচাপ নিজের কাজ করে যায়।

নেতৃত্ব নিয়ে রাহুলের বক্তব্য, ভালই লাগছে। আর যাদের দলে পেয়েছি তাতে খুশি না হয়ে উপায় নেই। আমি দায়িত্ব উপভোগ করছি। তাছাড়া দু'জন প্রাক্তন অধিনায়ক পাশে আছে। এতে জোর বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু গুয়াহাটির ভূত নেতা হিসাবে তাঁর ঘাড়েও তো এসে পড়েছে। এতে রাহুলের বক্তব্য, দেখুন, দুটো আলাদা ফরম্যাট। দুটো আলাদা দল। আর আমরা গুয়াহাটিকে পিছনে ফেলে এসেছি। হারের হতাশা রাঁচিতে টেনে আনতে চাইনি। আর সময় পেলাম কোথায় যে গুয়াহাটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

30 November, 2025 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
৩০ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

বলিউডের সুপার হিরো

ছয় দশক জুড়ে বলিউডের হিন্দি-সাম্রাজ্য দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। বলিউডের হি-ম্যান থেকে গ্রিক গড— ভক্তরা তাঁকে দিয়েছিল হাজার তকমা। তিনশোর বেশি ছবিতে কাজ করেছেন যার বেশির ভাগই সুপার-ডুপার হিট ছবি। করেছেন বাংলা ছবিও। মানুষের ভালবাসায়, সম্মানে, অভিনন্দনে পূর্ণ ছিল তাঁর ফিল্মিযাত্রা। সেই কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৯০ ছোঁয়ার আগেই চলে গেলেন না-ফেরার দেশে। তাঁকে স্মরণ করলেন **শঙ্কর ঘোষ**

ভালবাসতেন বাংলা ও বাঙালিকে

ব্রিটিশ শাসনের সময় উত্তরবঙ্গের এক বর্ধিষ্ণু গ্রামের নায়েব অনন্ত সেনের মেয়ে তারা এবং লাঠিয়াল নবদ্বীপের ছেলে ঘনশ্যাম ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে। জগদীশ রায় গ্রামের জনৈক মাতব্বর। তিনি মতলব করেন যেভাবেই হোক অন্যের জমিকে কীভাবে আত্মসাৎ করা যায়। সেই কারণে তিনি মাতাল লম্পট বাদল দারোগাকে হাত করে ফেলেছিলেন। দারোগার লোলুপ নজর পড়েছিল তারার উপরে। এদিকে তারার দাদা গ্রামে এসে এক বন্ধুকে নিয়ে আসে। তার হাতে খানিকটা লাঞ্ছিত হয় তারা। খবরটা ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রাম জুড়ে। এদিকে নায়েবের বাড়িতে দুর্গোপুজোয় বলির পাঁঠা আটকে যায়, সেখানে তারার নামে মানত করা হয়েছিল। জগদীশ চিৎকার করে বলতে থাকেন, তারার পাপেই এই অমঙ্গলটি ঘটেছে। ঘনশ্যাম সহ্য করতে পারে না। তার অতর্কিত লাঠির আঘাত পড়ে জগদীশের মাথায়। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে তার। নায়েব ও ঘনশ্যাম দু'জনেই ধরা পড়ে।

বাদল দারোগা জানান

যে তাঁর সঙ্গে যদি তারার বিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এঁদের দু'জনে ছাড়া পেয়ে যাবেন। তারার সঙ্গে বাদল দারোগার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু ছাড়া পেলেন শুধু নায়েব মশাই আর আন্দামান জেলে চালান হয়ে গেল ঘনশ্যাম। এদিকে বাদল দারোগার লাম্পট্য সহ্য করতে না পেরে তাঁকে হাতুড়ি ছুঁড়ে মারে তারা। তাতে বাদল দারোগার মৃত্যু হয়। তারার সাজা হয় কিন্তু জেলে থাকতে তারা চায় না। জেলার সাহেবের কাছে তারা কাতর আবেদন করে যে সে চলে যেতে চায় আন্দামানে, সেখানেই যে রয়েছে ঘনশ্যাম। এমনই এক হৃদয় নিংড়ানো গল্পের নাম 'পাড়ি'। লেখক জরাসন্ধ। গল্পের চিত্ররূপ দিয়েছিলেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৬৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সেই ছবিতে ঘনশ্যামের চরিত্রে অভিনয় করতে এসেছিলেন তখনকার বোম্বে, অধুনা মুম্বই থেকে ধর্মেন্দ্র। বন্ধু অভি ভট্টাচার্যের অনুরোধে এই কাজটি তিনি করতে এসেছিলেন। অভি ভট্টাচার্য এখানে বাদল দারোগা আর তাঁর স্ত্রী প্রণতি ভট্টাচার্য তারার ভূমিকায় আর জেল সুপারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন দিলীপ কুমার। বাংলা, বাঙালিকে ধর্মেন্দ্র কত ভালবাসতেন এই ঘটনা তারই প্রমাণ বহন করছে। অনেক টানাপোড়েনের পর গত সোমবার ধর্মেন্দ্র আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

কেরিয়ার শুরুর আগেই সাতপাকে

১৯৩৫ সালের ৮ ডিসেম্বর পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার ফাগওয়ারা গ্রামে এক জাঠ পরিবারে ধর্মেন্দ্রর জন্ম। তাঁর বাবা শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু ছয় ভাই-বোনের সংসারে অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখাটা একটা বিলাসিতা ছাড়া কিছুই ছিল না। শিক্ষক বাবার ইচ্ছে ছিল যে ছেলেকে অধ্যাপক করবেন। কিন্তু ছেলের মাথায় তখন সিনেমা ছাড়া আর কিছুই নেই। উনিশ বছর বয়সের প্রকাশ কৌরকে তিনি বিয়ে করেন। চার সন্তান। দুই ছেলে সানি এবং ববি আর দুই কন্যা বিজেতা এবং অজিতা। কিছুদিন আমেরিকান ড্রিলিং কোম্পানিতেও কাজ করেছিলেন।

ছবির জগতে আত্মপ্রকাশ

কৈশোরে দিলীপ কুমারের ছবি দেখতেন। দিলীপ কুমার অভিনীত 'শহিদ' ছবি দেখে তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, বারকয়েক সেই সিনেমাটি দেখেছিলেন। তখন থেকেই অভিনয় জগতের প্রতি অদম্য আকর্ষণ। একবার ফিল্মফেয়ার পত্রিকার তরফে অভিনেতা-অভিনেত্রী সন্ধানের একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৯৫৮ সালে সেই ফিল্মফেয়ার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে জিতেও ছিলেন। তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম ছবি 'দিলভি তেরে হামভি তেরে' তেমনভাবে জনপ্রিয়তা পায়নি। বিপরীতে নায়িকা ছিলেন কুমকুম। প্রতিষ্ঠার সোপান তিনি প্রথম সার্থকভাবে দেখতে পেলেন ওপি রালহান পরিচালিত 'ফুল আউর পাথর' ছবিতে (১৯৬৬)। এখানে তাঁর বিপরীতে মীনা কুমারী। ছবি সুপারহিট। এই ছবিটির সূত্র ধরে দু'জনে খুব কাছাকাছিও চলে এলেন। মীনাকুমারী বহু প্রযোজক-পরিচালককে অনুরোধ করতেন ধর্মেন্দ্রকে নায়ক হিসেবে নেওয়ার ব্যাপারে। তাঁরা একসঙ্গে কাজ করলেন চন্দনকে পালনা, মজলি দিদি, পূর্ণিমা, বাহারো কি মঞ্জিল, কাজল প্রভৃতি ছবিতে। এই সম্পর্ক নিয়ে পরবর্তীকালে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন যে তিনি তখন এক নবাগত হিসেবে এসেছেন আর মীনাকুমারী অত্যন্ত জনপ্রিয় নায়িকা। একজন ফ্যানের সঙ্গে একজন স্টারের কখনও কি ভালবাসা হতে পারে? তবে ফ্যানের সঙ্গে যদি স্টারের ভালবাসার কথা বলা হয় তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সেই ভালবাসার মধ্যে পড়েছিলেন।

হিট নায়কের নায়িকারা

নায়ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম কয়েকটি দশক জুড়ে তিনি দাপটের সঙ্গে হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন। তাঁর বিপরীতে রয়েছেন সব বিখ্যাত নায়িকারা। স্মরণীয় প্রথম ছবি 'বন্দিনী' বিমল রায়ের পরিচালনায়। সেখানে তাঁর বিপরীতে নায়িকা নূতন। আশা পারেখের সঙ্গে কাজ করলেন 'মেরা গাঁও মেরা দেশ', 'আয়া শাওন ঝুমকে', 'সমাধি', 'আয় দিন বাহার কে' ছবিগুলিতে।

বৈজয়ন্তীমালার বিপরীতে কাজ করলেন 'পেয়ার কি পেয়ার' ছবিতে। সায়রা বানুর বিপরীতে কাজ করলেন 'আদমি আউর ইনসান', 'জোয়ার ভাঁটা' ছবিগুলিতে। জিনাত আমানের সঙ্গে কাজ করলেন 'ধরমবীর', 'শালিমার' ছবিতে। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার বিপরীতে কাজ করলেন 'ইজ্জত' ছবিতে। মমতাজ-এর বিপরীতে কাজ করলেন 'লোফার', 'ঝিলকে উসপার' ছবিতে। রেখার বিপরীতে কাজ করলেন 'ঝুটা সাচ' ছবিতে। পদ্মিনীর বিপরীতে কাজ করলেন কাজল ছবিতে। সর্বোপরি রইলেন হেমামালিনী। এই জুটির প্রথম ছবি 'তুমি হাসিম ম্যায় জোয়ান'। এ ছাড়া তাঁরা অভিনয় করলেন 'শোলে', 'জুগনু', 'প্রতিজ্ঞা', 'সীতা ঔর গীতা', 'নয়া জামানা', 'আজাদ', 'ড্রিম গার্ল', 'আশপাশ', 'দোস্ত', 'রাজা জানি', 'দ্য বার্নিং ট্রেন', 'চাচা ভাতিজা', 'দিল্লাগি' প্রভৃতি। এই জুটির বিয়ের পর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'রাজিয়া সুলতান' দর্শকদের টানতেই পারেনি।

(এরপর ১৯ পাতায়)

রবিবার
30 November, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

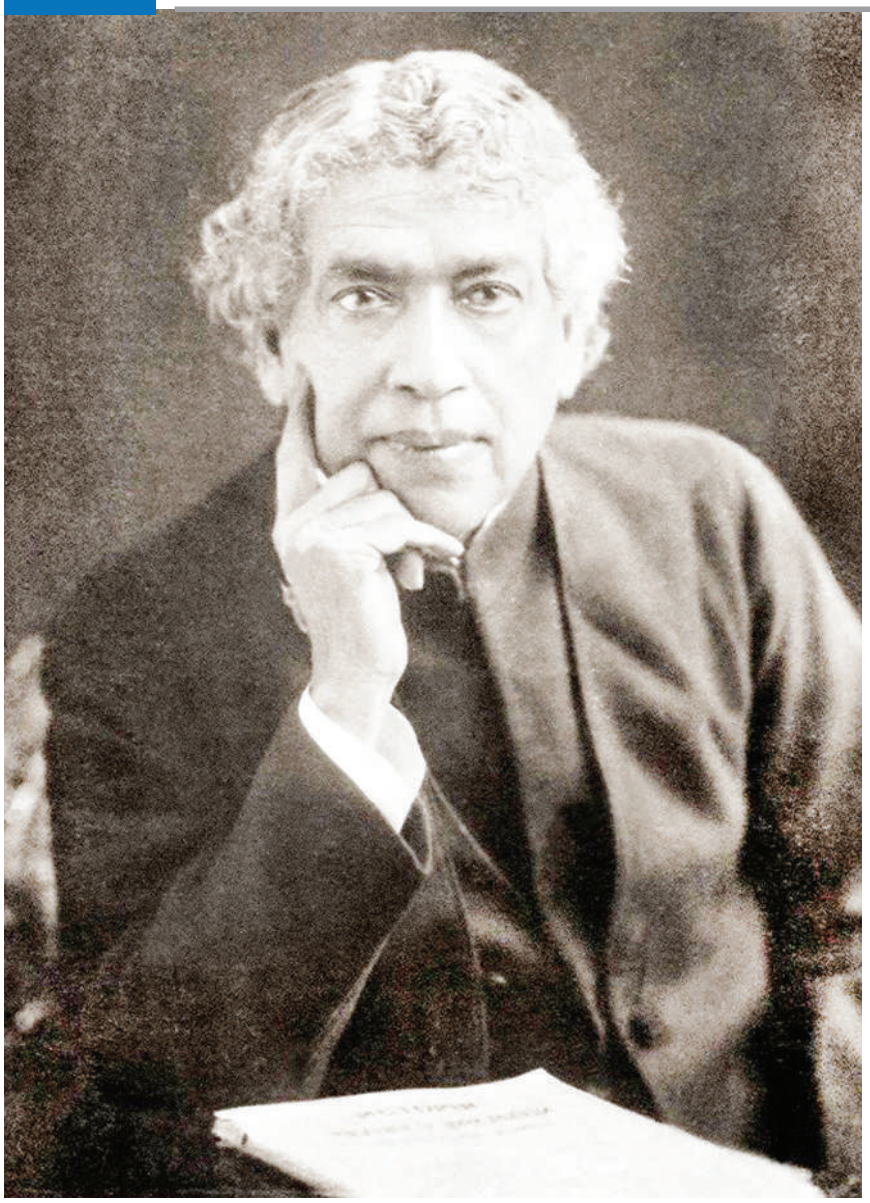

লেখক জগদীশচন্দ্র

বিজ্ঞানসাধনার পাশাপাশি সাহিত্যসাধনায় ডুব দিয়েছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। বাংলা এবং ইংরেজিতে লিখেছিলেন বেশকিছু গ্রন্থ। তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থটি বিশেষভাবে পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আজ জন্মদিনে তাঁর লেখক-জীবনের উপর আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

চিন্তাভাবনার মিল

সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতেন গবেষণাগারে। অবসরে যতটুকু সময় পেতেন, বই পড়তেন। মূলত বিজ্ঞানের বই। পাশাপাশি সাহিত্যের বই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ। অল্প সময়ের মধ্যেই গভীর হয়ে উঠেছিল দুজনের বন্ধুত্ব। এর পিছনে প্রধান কারণ ছিল মনের মিল, চিন্তাভাবনার মিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে মুগ্ধ হতেন জগদীশচন্দ্র। দীর্ঘ চিঠিতে জানাতেন ভাললাগার কথা। তাতে প্রশংসা যেমন থাকত, তেমনই থাকত অনুরোধ, পরামর্শ। একটি চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রকে নিয়ে কবিতা লেখার জন্য। বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন কর্ণের নাম। তারপরই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'। এইভাবেই জগদীশচন্দ্র নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথও তাঁকে উৎসাহিত করেছেন নানাভাবে।

প্রবাস থেকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, 'তোমার স্বরে আমি মাতৃস্বর শুনিতে পাই।' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তোমার বন্ধুত্ব যে আমাকে এমন প্রবল ও গভীরভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা একবৎসর পূর্ব্বে জানিতাম না।' এইরকম প্রচুর চিঠি লিখেছেন তাঁরা। একে অপরকে। জগদীশচন্দ্রের চিঠির সংখ্যা ৮৮। রবীন্দ্রনাথের ৩৬। 'কথা' কাব্য জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে লিখেছিলেন 'জগদীশচন্দ্র বসু' শীর্ষক একটি কবিতাও।

প্রথম কল্পকাহিনির লেখক

বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ডুব দিয়েছিলেন সাহিত্যসাধনাতেও। বাংলা ভাষায় প্রথম কল্পকাহিনির লেখক ছিলেন তিনিই। তাঁর লেখা সায়েন্স ফিকশন 'নিরুদ্দেশের কাহিনি' পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছিল। কীভাবে রচিত হয়েছিল এই কাহিনি? বাংলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন হেমেন্দ্রমোহন বসু। তিনি ছিলেন সাহিত্য রসিক। ১৮৯৬ সালে নতুন পণ্য 'কুন্তলীন' নামে মাথার চুলের তেল বিক্রির প্রচারের জন্য অবলম্বন করেছিলেন নতুন পন্থা। তিনি এক ছোট গল্প লেখার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। সেই প্রতিযোগিতায় সকলের অংশগ্রহণ করার অনুমতি ছিল। বিজেতার জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছিল বিশেষ পুরস্কারের। ছোট গল্পের প্রতিযোগিতার একটিমাত্র শর্ত ছিল, গল্পের মধ্যে যেভাবেই হোক সেই চুলের তেলের কথা লিখতে হবে অথবা তেলটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিযোগিতায় বহু গল্প জমা পড়েছিল। যে গল্পটা সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল, তার পটভূমিকায় ছিল কলকাতাকে তছনছ করে দিতে পারা একটি ঝড়। 'কুন্তলীন' তেল ব্যবহার করা এক ব্যক্তি সেই ঝড়কে নিমেষে থামিয়ে দিয়েছিলেন। গল্পটি হল জগদীশচন্দ্রের লেখা 'নিরুদ্দেশের পথে'। এই গল্পটিকেই আধুনিক ভারতে লেখা শুরুর দিকের কল্পবিজ্ঞানের গল্পের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গল্প মনে করা হয়। পটভূমি পড়ে সম্পূর্ণ আজগুবি বলে মনে হয়। কল্পনার সাহায্য নিলেও জগদীশচন্দ্র গল্পের মধ্যে বিজ্ঞানকে সূক্ষ্মভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের বহু ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই গল্পের মধ্যে ছিল। পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্র এই গল্পকেই ঘষামাজা করে তাঁর 'পলাতক তুফান' গল্পটি লিখেছিলেন। এই দু'টি গল্পের বহু মিল রয়েছে। 'পলাতক তুফান' পরে 'অব্যক্ত' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

একটি অসাধারণ গ্রন্থ

জগদীশচন্দ্রের লেখা একটি অসাধারণ গ্রন্থ 'অব্যক্ত'। তাঁর একমাত্র বাংলা গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশক বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। প্রকাশকাল ১৯২১। পরবর্তীকালে গ্রন্থটি প্রকাশ করে বসুবিজ্ঞান মন্দির। এই গ্রন্থটি তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। বিশেষভাবে লাভ করে পাঠকপ্রিয়তা। এতে আছে 'পলাতক তুফান'-সহ ২০টি লেখা। বাকি লেখাগুলোও অসাধারণ।

এই গ্রন্থের 'যুক্তকর' একটি অন্যরকমের প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে লেখক অজন্তার গুহাচিত্র, তার বাইরে স্থিত বুদ্ধমূর্তি এবং এক নিমন্ত্রণ বাড়িতে বুদ্ধের সামনে করজোড়স্থিত এক জননীর চিত্র দেখে প্রাচীনের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক এবং প্রকৃতির মাতৃরূপ স্নেহের প্রকাশের আশ্চর্য বিবরণ দিয়েছেন। 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ' আরও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই প্রবন্ধে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের মধ্যে দিয়ে শক্তি কীভাবে শব্দ, বিদ্যুৎ ও সূর্যকিরণ রূপে প্রবাহিত হয় তার সরল বর্ণনা করা হয়েছে।

ছোটদের জন্য লেখা

গাছের প্রাণ আছে, প্রমাণ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। তিনি বলেছিলেন, উদ্ভিদ অন্যান্য জীবনের মতোই সংবেদনশীল, একটি জীবনচক্র আছে এবং তাদের নিজস্ব প্রজনন ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি তাঁর নিজস্ব আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে গাছের স্পন্দন রেকর্ড করে তা প্রমাণ করেছেন। 'অব্যক্ত' গ্রন্থের 'গাছের কথা' প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র গাছের সঙ্গে অন্যান্য জীবের জীবনপ্রণালীর সহজে দৃশ্যমান মিলগুলোর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি মূলত ছোটদের জন্য লেখা।

'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু'ও এই বিষয়টিকে ছুঁয়েই যায়। এতে একটা সাধারণ উদ্ভিদের বীজ থেকে পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি, বংশবিস্তার ও মৃত্যুর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এটাও মূলত ছোটদের জন্য লেখা। ছোটদের জন্য লেখা আরও একটি প্রবন্ধ 'মন্ত্রের সাধন'। এই প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র বর্ণনা করেছেন কীভাবে মানুষ ক্রমাগত সাধনার দ্বারা আকাশে ওড়ার জন্য বেলুন ও তারপর পাখাওয়ালা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে।

বিনা তারে সংবাদ পাঠানোর পরীক্ষা

'অব্যক্ত' গ্রন্থের 'অদৃশ্য আলোক' প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান আলোর নানা ধর্ম, তাদের উপর করা নিজের এবং অন্যান্যদের গবেষণার বর্ণনা দিয়েছেন তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্যে না গিয়ে। অদৃশ্য আলোর উপর করা তাঁর নিজের পর্যবেক্ষণের উপরেও তিনি অনেকটাই আলোকপাত করেছেন। এই প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র জানিয়েছেন যে, তিনি ১৮৯৫ সালে কলকাতা টাউনহলে বিনা তারে সংবাদ পাঠানোর নানা পরীক্ষা দেখিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, অদৃশ্য আলোকের সম্মুখে জানালার কাচ ধরলে তার ভিতর দিয়ে এইরূপ আলো সহজেই চলে যায়। কিন্তু জলের গেলাস সম্মুখে ধরলে অদৃশ্য আলো একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

আসা যাক 'অগ্নিপরীক্ষা' গল্পের কথায়। ১৮১৪ সালে ইংরেজ গভর্নমেন্ট নেপাল রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সেইসময় নেপালের সীমান্তপ্রদেশে কলুঙ্গা নামক জায়গায় হওয়া ইংরেজ-সৈন্যের সঙ্গে কলুঙ্গা দুর্গাধিপতি বলভদ্রের সৈন্যের যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনার উপর নির্ভর করে জগদীশচন্দ্র এই গল্পটি রচনা করেন।

নদীর উৎপত্তি ও গতিপথের বর্ণনা

কাল্পনিক বিবরণমূলক ছোটগল্প 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে'। গঙ্গা নদী হিমালয় পর্বতশ্রেণির নন্দদেবী গিরিশৃঙ্গের হিমশৈলে উৎপন্ন হয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রম করে ভাগীরথী ধারা বেয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। জগদীশচন্দ্র নদীর উৎপত্তি, তার গতিপথ, সাগরে পতন এবং তারপরেও জলের নৈমিত্তিক কাজ অতীব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। ভূগোল ও বিজ্ঞানের মতো জটিল বিষয়কে তিনি তাঁর রচনায় সুসংহত করেছেন, ছন্দবদ্ধ করেছেন। তাঁর সাবলীল লেখা নদীর স্রোতের মতই গতিময়। এই গতিময়তায় অবগাহন করলে সমুদ্র স্নানের স্বাদ মেলে। রবীন্দ্রনাথ 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এটা বাংলাসাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় গদ্যরচনা হিসাবে পরিচিত। 'অব্যক্ত' গ্রন্থের 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' রচনাটি বঙ্গীয় লেখকের সাহিত্য-সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। এতে জগদীশচন্দ্র কবি-সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারার ও কাজের মিল ও অমিল দেখিয়েছেন। (এরপর ১৯ পাতায়)

জগদীশচন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

30 November, 2025 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
৩০ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

বলিউডের সুপার হিরো

(১৭ পাতার পর)

বাংলার সঙ্গে নিবিড় যোগ

তাঁর প্রতিষ্ঠার মূলে যে বিখ্যাত পরিচালক রয়েছেন তিনি বিমল রায়। যিনি সুযোগ দিলেন ‘বন্দিনী’ ছবিতে। কাজ করলেন নূতন এবং অশোক কুমারের সঙ্গে। তবে বড় ব্রেক পেয়েছিলেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তাঁর ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘সত্যকাম’, ‘অনুপমা’, ‘মজলি দিদি’, ‘চৈতালি’, ‘চুপকে চুপকে’, ‘গুড্ডি’ প্রভৃতি ছবি। বোম্বাই প্রবাসী বাঙালি পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তীর সঙ্গে তিনি কাজ করলেন ‘তিনমূর্তি’, ‘নয়া জামানা’, ‘ড্রিম গার্ল’, ‘আজাদ’ প্রভৃতি ছবিতে। অসিত সেন তাঁকে নিয়েছিলেন ‘মমতা’, ‘খামোশি’, ‘শরাফৎ’ প্রভৃতি ছবিতে। দুলাল গুহের সঙ্গে কাজ করলেন ‘প্রতিজ্ঞা’ ছবিতে। বাসু চ্যাটার্জির সঙ্গে কাজ করলেন দিল্লাগি ছবিতে। অনুরাগ বসুর সঙ্গে কাজ করলেন লাইফ ইন এ মেট্রো ছবিতে। অনেকেই বলে থাকেন ‘পাড়ি’ শুধুমাত্র একটি ছবি যেখানে বাংলা ছবিতে ধর্মেন্দ্র কাজ করেছেন। সেটি সঠিক নয়। এ ছাড়াও তিনি অভিনয় করেছেন প্রমোদ চক্রবর্তী পরিচালিত বাংলা-হিন্দি ডাবল ভার্সনের ছবি ‘তিনমূর্তি’তে। এছাড়া একটি অতিথি শিল্পীর ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ‘জবান’ ছবিতে। সেখানে তিনি কাজটি করতে এসেছিলেন প্রযোজক-অভিনেতা শমিত ভঞ্জের অনুরোধে। বিশ্বজিতের অনুরোধে বিশ্বজিতের ছবি ‘কহেতে হে মুজকো রাজা’ ছবিতে ধর্মেন্দ্র, হেমামালিনী একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। এমনকী ইনডোর স্টেডিয়ামের একটি অনুষ্ঠানে বিশ্বজিতের অনুরোধেই ধর্মেন্দ্র এসেছিলেন এবং সেখানে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। বহু বাঙালি নায়িকার বিপরীতেই তিনি কাজ করেছেন। সুচিত্রা সেনের সঙ্গে কাজ করলেন ‘মমতা’ ছবিতে। সুপ্রিয়া দেবীর বিপরীতে দুটি ছবিতে তিনি নায়ক হয়েছেন ‘আপকি পরছাইয়া’, ‘বেগানা’য়। শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে ‘এক রাশ’ ছবিতে তিনি নায়ক হয়েছেন। ‘সত্যকাম’, ‘অনুপমা’, ‘চুপকে চুপকে’, ‘দেবর’, ‘ইয়াকিন’, ‘এক মহল হো সাপনে কা’। মালা সিনহার বিপরীতে তিনি নায়ক হয়েছেন ‘আঁখে’, ‘বাহারে ফিরভি আয়েঙ্গে’, ‘পূজা কে ফুল’, ‘আনপড়’ প্রভৃতি ছবিতে। রাখির বিপরীতে তিনি অভিনয় করলেন ‘জীবন মৃত্যু’, ‘ব্ল্যাকমেইল’ ছবিতে।

ধর্মেন্দ্র, হেমামালিনী

অধরা ছিল পুরস্কার

প্রতিবছর ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি প্রত্যেকবারই সেজেগুজে উপস্থিত থাকেন যদি কখনও কোনও ছবি থেকে তিনি সেরা নায়কের পুরস্কারটি পেতে পারেন! অন্তত তিনি আশা করেছিলেন যে ‘সত্যকাম’ বা ‘অনুপমা’ থেকে কিংবা ‘চুপকে চুপকে’ থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ নায়কের পুরস্কারটি পেতেও পারেন। কিন্তু কোনওভাবে পুরস্কার পাননি। তবে ১৯৯৭ সালে তাঁকে ওই ফিল্মফেয়ারের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল লাইফটাইম অ্যাওয়ার্ড (সারা জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার)। সেই পুরস্কার তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন দিলীপ কুমার। মঞ্চে তখন একদিকে রয়েছেন শাহরুখ খান, অপরদিকে রয়েছেন সায়রা বানু।

প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ধর্মেন্দ্র

ড্রিমগার্ল পর্বে

ধর্মেন্দ্র প্রথম তাঁর ড্রিমগার্ল হেমামালিনীকে দেখেন কে এ আব্বাসের একটি ছবির প্রিমিয়ারে। সেখানে তিনি হেমামালিনীকে দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে শশী কাপুরকে পাঞ্জাবি ভাষায় বলেছিলেন, ‘‘কুড়ি বড়ি চঙ্গি হ্যায়’’। এর অর্থটা দাঁড়ায় যে মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী। এই মেয়েটিকে তিনি নায়িকা হিসেবে পেলেন ‘তুম হাসিন ম্যায় জওয়ান’ ছবিতে। ‘শোলে’র সময় থেকে তো তাঁদের জনপ্রিয়তে যে কী জায়গায় পৌঁছেছিল তা আপামর দর্শকমাত্রই জানেন। এদিকে, হেমামালিনীর জীবনে তখন এসে গেছেন সঞ্জীব কুমার। কিন্তু সেই প্রেম-ভালবাসা টেকেনি। তারপরে এলেন জিতেন্দ্র। সেই সম্পর্কও টেকেনি। অবশেষে ধর্মেন্দ্র। এই সম্পর্কে তাঁদের প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অবশ্যই হেমামালিনীর মা জয়া চক্রবর্তী। তিনি সর্বদাই মেয়েকে চোখে চোখে রাখতেন কিন্তু ভালবাসা যেখানে দুর্বার সেখানে মা কীভাবে প্রতিহত করতে পারবেন? ১৯৮০ সালের দু’জনের বিয়ে হল। ধর্মেন্দ্র-হেমামালিনীর দুই কন্যাসন্তান। প্রথম কন্যা এষার জন্ম হয় ১৯৮১ সালে। দ্বিতীয় কন্যা অহনার জন্ম হয় ১৯৮৫ সালে। সানি দেওল ও ববি দেওলের মতো এষা দেওল ছবির জগতে এসেছিলেন। এরকম জনশ্রুতি আছে যে যেহেতু ধর্মেন্দ্র বিবাহিত এবং তাঁর ডিভোর্স হয়নি তাই তাঁরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে বিয়ে করেছিলেন।

আরও কিছু কথা

ধর্মেন্দ্রর গোড়ার দিকে নায়িকাদের মধ্যে আরও ছিলেন প্রিয়া রাজবংশ ‘হকিকৎ’ ছবিতে। ‘ইজ্জত’ ছবিতে তনুজা জয়ললিতার সঙ্গে ধর্মেন্দ্রকে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। জয়া ভাদুড়ীও আশা পারেখের সঙ্গে ধর্মেন্দ্রকে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন ‘সমাধি’ ছবিতে। এমন এক-একদিন গেছে যে তিনি তিন-চার শিফটে কাজ করেছেন। যেমন বন্ধু দেবেন বার্মার ‘ইয়াকিন’ ছবিতে তিনি শ্যুটিং করতে ঢুকলেন রাত একটায়। সবাই ভেবেছিলেন তিনি আসবেন না। কিন্তু তিনি এলেন। সবাই দেখলেন ধর্মেন্দ্রর চেহারার মধ্যে কোনও ক্লান্তির ছাপ নেই। বাসু চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে ধর্মেন্দ্র-হেমামালিনী একসঙ্গে একটি গানের দৃশ্যে অভিনয় করলেন। ছবিটির নাম ‘ছোটি সি বাত’। আর গানটি হল ‘জানেমান জানেমান তেরে দো নয়ন’। সিনেমার জন্য কতটা স্পিরিট তাঁর মধ্যে কাজ করত, যে শেষ বয়সেও করণ জোহরের ‘রকি ঔর রানি কি প্রেমকাহানি’ ছবিতে শাবানা আজমির সঙ্গে চুম্বনদৃশ্যে সাবলীল অভিনয় করলেন। ক্যামেরার সঙ্গে ছিল তাঁর অটুট বন্ধন।

লেখক জগদীশচন্দ্র

(১৮ পাতার পর)

এছাড়া তিনি অদৃশ্য আলো ও গাছের উপর করা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়েও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের ‘নির্ব্বাক জীবন’ প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র গাছের স্পন্দনশীলতা নিয়ে বিশদে কথা বলেছেন। জানিয়েছেন যে, গাছের উদ্দীপনা বা সংকোচন ধরার জন্য তিনি সমতাল যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। সেই তরুলিপি যন্ত্রে দুটি তার এক সুরে বাঁধা থাকে এবং একটি তার লেখনী হিসাবে কাজ করে। তিনি আরও জানান, গাছের দেহে স্নায়বীয় সংবাদ প্রেরিত হয়, যা ভেকের দেহের তুলনায় মন্থর। তিনি বনচাঁড়ালের পাতার নাচ বা স্পন্দন নিয়েও বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন।

একসঙ্গে কাজের আহ্বান

জগদীশচন্দ্রর সাহিত্য-পরিষদে সভাপতি হিসাবে অভিভাষণ ‘নবীন ও প্রবীণ’। এখানে তিনি সাহিত্য-পরিষদের উন্নতির জন্য নবীন ও প্রবীণকে দলাদলি ভুলে একসঙ্গে কাজের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

‘বোধন’ হল জগদীশচন্দ্রের বিক্রমপুর সম্মিলনে সভাপতির ভাষণ। তিনি এখানে সমসাময়িক কালে দেশের স্বাস্থ্য, সেবা, শিল্প ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ‘অব্যক্ত’ গ্রন্থের ‘মনন ও করণ’ প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে তাঁর কাজের স্বীকৃতির অভাব নিয়ে খানিকটা বিলাপ করেছেন। জানিয়েছেন যে, তাঁর সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পরীক্ষা তৎকালীন বঙ্গে বাংলা ভাষায় প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও পাত্তা পায়নি। বিদেশি প্রভাব না থাকায়। যদিও সেই কাজই পরে বিদেশে সমাদৃত হয়েছে।

গবেষণা জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা

‘রানী সন্দর্শন’ একটি ছোট্ট প্রবন্ধ। এতে জগদীশচন্দ্র মানুষ, প্রাণী ও পৃথিবী রূপে মাতৃত্বের বন্দনা করেছেন। প্রবন্ধটি প্রাণবন্ত ভাষায় লেখা। বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন ‘নিবেদন’। এতে তিনি তাঁর গবেষণা জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন। সেইসঙ্গে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এটা ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে মূল্যবান। রচিত হয়েছিল ১৮৭৭ সালে। ‘দীক্ষা’ একটি অনুপ্রেরণামূলক রচনা। জগদীশচন্দ্র চেয়েছিলেন আরও অনেক শিক্ষিত যুবক বিজ্ঞান সাধনায় মনোনিবেশ করুক। সেই কারণেই তিনি এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। সাহিত্য পরিষদের দেওয়া তাঁর একটি বক্তৃতা ‘আহত উদ্ভিদ’। এতে তিনি গাছের স্পন্দনশীলতা ও তার যন্ত্রনির্ভর পরিমাপ সুবিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

‘স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ’ প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র জীবের স্নায়বিক উত্তেজনাবৃদ্ধির পরীক্ষানির্ভর বিশ্লেষণ করেছেন। কীভাবে তিনি স্পন্দনশীলতা বাড়ানোর জন্য গাছ ও ভেকের উপর পরীক্ষা করেছিলেন, তার বর্ণনাও দিয়েছেন। ‘অব্যক্ত’-র ‘হাজির’ প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র সুন্দর ভাষায় বিবরণ দিয়েছেন কীভাবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাধা-বিপত্তির সময় তিনি ভিতরকার সমালোচনাশীল ও অনুসন্ধিৎসু মন থেকে অনুপ্রেরণা পেতেন।

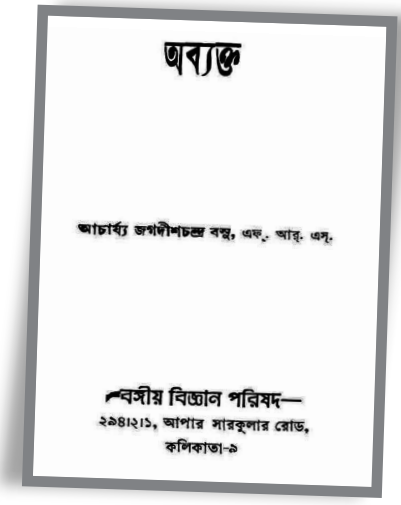

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত

‘অব্যক্ত’ গ্রন্থের অধিকাংশ লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলো হল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রতিষ্ঠিত ‘সাহিত্য’ পত্রিকা। এতে প্রকাশিত হয়, ‘আকাশ স্পন্দন’ ও ‘আকাশ-সম্ভব জগৎ’। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত শিশুপত্রিকা ‘মুকুল’-এ প্রকাশিত হয় ‘গাছের কথা’, ‘উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু’, ‘মন্ত্রের সাধন’। মোজাম্মেল হক সম্পাদিত ‘মোসলেম ভারত’-এ প্রকাশিত হয় ‘অদৃশ্য আলোক’। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘দাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘পলাতক তুফান’, ‘অগ্নিপরীক্ষা’, ‘ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে’। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘বিজ্ঞানে সাহিত্য’, ‘বোধন’, ‘আহত উদ্ভিদ’, ‘হাজির’। ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা’য় ‘নবীন ও প্রবীণ’, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত ‘সচিত্র ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ‘রানী সন্দর্শন’, ‘নারায়ণ’, ‘প্রবাসী’ এবং ‘সাহিত্য পত্রিকা’য় ‘নিবেদন’ প্রকাশিত হয়। ‘অব্যক্ত’ গ্রন্থের শেষ রচনা ‘হাজির’। রচনাটি জগদীশচন্দ্রের শেষ বয়সের লেখা। এই রচনায় তাঁর আত্ম-উপলব্ধি ও জীবনদর্শনের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ

জগদীশচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত বই ১৯০২ সালে প্রকাশিত ‘Response in the Living and Non-living’. এরপর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বেশকিছু ইংরেজি বই ও গবেষণাপত্র। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় ‘Nervous Mechanism in Plants’. এই বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন, ‘To my life long friend Rabindranath Tagore’.

অর্থাৎ, বাংলা এবং ইংরেজি— দুই ভাষাতেই গল্প-প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। বিজ্ঞান ও সাহিত্যিসাধক হিসেবে তাঁর অবদান কোনোভাবেই ভোলার নয়। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমনস্কতার পিছনে তাঁর যেমন অপরিসীম অবদান ছিল, তেমনই তাঁর সাহিত্য মনস্কতার পিছনেও বিরাট অবদান ছিল রবীন্দ্রনাথের। দুই বন্ধু পরস্পর পরস্পরকে আলোকিত করেছেন এইভাবেই। এ এক মস্তবড় দৃষ্টান্ত।

রবিবার
30 November, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবারের গল্প

মদ ও মাছের গল্প

■ অমিতাভ দাস ■

মদ ও মাছ কিনে ছাতা মাথায় দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরছেন। সারাদিন বৃষ্টি। ঝিরিঝিরি। কখনও ইলশেগুঁড়ি আবার কখনও-বা বেশ ঝেঁপে। ছাতা কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না।

তিনি সেই সকালে বেরিয়েছেন। যে-দোকানে জলখাবার খান, গিয়ে দেখলেন যে দোকানটা বন্ধ। নিশ্চয়ই বৃষ্টির জন্যে। কী আর করা যাবে! স্টেশনে উঠে তিনটে কচুরি আর ঝাল-ঝাল তরকারি খেয়ে তিনি পোস্ট অফিসে গেলেন। ভালই হল। আজ বৃষ্টির জন্যে হয়তো পোস্ট অফিসে তেমন ভিড় নেই। কাজ মিটিয়ে তিনি কাছেই মদের দোকানে ঢুকলেন। কিনে ফেললেন তাঁর প্রিয় ব্রান্ডের হুইস্কি। হাঁটা শুরু করলেন।

কাছেই বাজার। মনে পড়ে গেল পালিত বিড়ালদের তো মাছ নেই! এদিকে সাড়ে বারোটা বাজে। পাওয়া যাবে তো? ভদ্রলোক যেন আতান্তরে পড়লেন। মাছ বাজারে খুব কাদা হয়। তবু যেতে হবে। এদিকে বৃষ্টি একটু বেড়েছে। যাই হোক, তিনি মাছ পেলেন। ভাগ্যিস পাওয়া গেল! তিনি কৃপণ নন। দাম দিয়ে ভাল পারশে মাছ পেলেন। যে মাছ মানুষে খায়, তা খাবে তাঁর বিড়াল। নিজে নিরামিষভোজী। বাড়ি গিয়ে আলু আর পনিরের ঝোল রেঁধে, স্নান করে ঠাকুরকে ফুল-মিষ্টি দিয়ে তবে খাবেন।

ছাতায় কি আর শ্রাবণের এই এলোমেলো হাওয়ায়-মাখা বৃষ্টি মানে? মাথাটুকু বাদে প্রায় পুরো শরীর ভিজে গেল তাঁর।

ঠং করে লোহার গেট খুলে ঘরে ঢুকতেই তাঁর পালিত বিড়াল ঘন্টুম আর কালুম তাঁর পায়ে লাফিয়ে পড়ল। মাথা ঘষতে শুরু করল। তিনি পা সরিয়ে নিলেন। কারণ পায়ে নোংরা জল-কাদা। জোর বকা খেয়ে ওরা দুজনে সোফার ওপর গিয়ে বসল আর কুতকুতে চোখে তাকিয়ে থাকল তাদের মনিবের দিকে।

তিনি সোজা কলঘরে গিয়ে পা ধুয়ে এলেন। বেসিনে মাছ রেখে, নিজের পড়ার ঘরে এসে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বসলেন।

মেঘ গুড়গুড় করছে। আরও ঢালবে। গত সাতদিন ধরে রোদের দেখা নেই। বাইরে সাইকেলের বেল বাজল।

—কে?

—চিঠি আছে।

—আসছি। বলে তিনি বাইরে এলেন। সই করে জিনিসটি নিলেন। একটা পার্সেল। বই এসেছে। সেটা টেবিলে রেখে সিগারেটে দুটো টান দিলেন। থাক পরে দেখা যাবে, বলে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

বাইরে থেকে ডাক এল। সমরেশদা, বাড়ি আছেন?

গলাটা চেনা। তবু সমরেশ বললেন, কে?

—আমি অরণ্য।

—এই বৃষ্টির মধ্যে? বললেও অরণ্য এলে সমরেশের ভাল লাগে। ওর তারুণ্য, ওর মেধা, ওর লেখা সমরেশের আগ্রহ জাগায়।

এসো এসো। বলে দরজা খুলে ভেতরে ডেকে নেন।

—আরে তোমার পাঞ্জাবি তো ভিজে গেছে। দাঁড়াও ফ্যান চালিয়ে দিই। পাঞ্জাবিটা খুলে রাখো, শুকিয়ে যাবে।

—এই বৃষ্টির মধ্যে বাড়িতে ভাল লাগছিল না। তাই আপনার বাড়ি চলে এলাম। গল্প করতে।

—এসেছ, বেশ করেছ। তবে একটু বসতে হবে। আমার কিছু কাজ আছে। তুমি কিন্তু খেয়ে যাবে। দুপুর হয়ে গেছে।

—সে আপনি কাজ করুন। আমি গল্প করব শুধু। তার আগে আপনার সেই বিখ্যাত দার্জিলিং চা চাই।

—হবে হবে।

—আমি তো সেই লোভেই আপনার বাড়ি আসি।

—সে কি আমি জানি না। বলে মৃদু হাসলেন সমরেশ।

অরণ্য ছবি আঁকে। সে সবুজ-প্রিয়। যেন প্রকৃতির রাখাল বালক। কেবল আগানে-বাগানে ঘুরে বেড়ায়। অনেক স্বপ্ন চোখে। বড় আর্টিস্ট হবে। চাকরি করবে না। এঁকে টাকা রোজগার করবে। আর কেবল ভ্রমণ করবে। ভ্রমণের একটা ব্লগ আছে। সেখান থেকে নাকি টাকাও রোজগার করে। এনার্জিতে ভরপুর একটা ছেলে। এই তো সেদিন এক বন্ধুকে নিয়ে কেদারনাথ ঘুরে এল। সমরেশ যায়নি। তার শরীরটা ঠিক নেই ক'দিন ধরে। বয়স হয়েছে।

অরণ্য গাঁয়ের ছেলে। চার মাইল দূর থেকে সাইকেল চালিয়ে আসে। সমরেশ ওর থেকে গ্রামের মানুষের গল্প শোনে। তাদের অভাব অভিযোগ, রাজনীতি, লোভ, হতাশা, ক্ষোভ— সব গল্প শোনে। সমরেশ তার অনেক গল্পের বিষয় অরণ্যের থেকে পেয়ে যান। এই উদার ও সরলমনা ছেলেটা তাঁর খুব প্রিয়।

রান্না, স্নান, পুজো সারতে সারতে বেলা প্রায় তিনটে বাজল। বিড়াল দুটো মাছ-ভাত খেয়ে আলনার তলায় নিজেদের জায়গায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অরণ্য মোবাইলের কি-প্যাডে হাত বুলিয়ে একটা ছবি আঁকছে।

ভদ্রলোক মানে সমরেশ বেশ সাত্ত্বিক মানুষ। অরণ্যের হাতে প্রসাদ দিলেন কাজু ও কিশমিশ। বললেন, টেবিলে বসে পড়। খেয়ে নিই। অনেক বেলা হল।

খেতে খেতে সমরেশ শুনতে লাগল কেদারনাথের গল্প। এত ডিটেলে বর্ণনা করতে পারে অরণ্য, মনে হল তিনি যেন কেদারনাথের পথ ধরে হাঁটছেন।

বৃষ্টি ধরেছে। অরণ্য চলে গেল। বিকেল চারটের মতো বাজে। একটু গড়িয়ে নিলে হয়। সিগারেট ধরিয়ে ইজিচেয়ারটায় নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন। আবার বৃষ্টি নামল। তিনি তন্ময় হয়ে বৃষ্টি দেখতে লাগলেন। এক সময় সিগারেট শেষ হল। ছাইদানে সেটা গুঁজে দিয়ে তিনি জানালার দিকে তাকালেন।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলা। পাশের খেন্তিদের পুকুরটা জলে ভরে গেছে। পুকুরের মাছ এখন ওদের উঠোনে। আশপাশের বাচ্চারা মাছ ধরছে। কারেন্ট নেই।

তিনি উঠে গেলেন। ঠাকুর ঘরে একটা প্রদীপ আর ধূপ জ্বাললেন। বহুযুগের ওপার থেকে বৃষ্টি এসেছে। মেঘ ডাকছে। আজ মনে হয় কারেন্ট আসবে না। ইচ্ছে করেই তিনি এমারজেন্সির আলো জ্বাললেন না। তাঁর শৈশব মনে পড়ছে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ফুটবল খেলার দিনগুলি মনে পড়ছে। ফেরিঘাটে অকারণে বৃষ্টিতে বসে থাকার দিন ছবির মতো মনে পড়ছে। ভিক্টোরিয়ায় এক সন্ধ্যায় কী সাংঘাতিক বৃষ্টি নেমেছিল গাছের তলায়। ভিজে গিয়েছিল তারা। মনে পড়ছে তাঁর প্রিয় কবির কবিতা :

'দু'জনে
নদীর কাছে বসব
এমনই কথা ছিল
দু'জনে
নদীর কাছে বসব
নদীর তীরে বালি, ঢেউ
শুকনো বটফল
দু'জনে
নদীর কাছে বসব
এমন-ই কথা ছিল
কথা ছিল...'

রাস্তা দিয়ে ছপ-ছপ করে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। এই অগম বৃষ্টিভেজা অন্ধকার সমরেশের আজ ভাল লাগছে। তিনি রান্নাঘরে গিয়ে পিস পিস করে রাখা পনির কয়েক টুকরো ভেজে ফেললেন। ওপরে চাট মশলা ছড়িয়ে পড়ার ঘরে এলেন। আরেকটি প্লেটে সল্টেড কাজু। সকালে আনা মদের বোতলের ছিপি খুলে একটা বড় পেগ বানালেন।

আজ মেঘমল্লার শুনতে ইচ্ছে করছে। সমরেশের রসবোধ দারুণ। একটা বনেদিয়ানা আছে ভদ্রলোকের মধ্যে, সেটা পরিচিত লোকজন জানে। মেজাজটা হল আসল রাজা। টাকা-পয়সাও আছে। জমানো টাকার সুদ। তাছাড়া ভাড়া থেকেও কম আসে না। একাকীত্ব সমরেশকে ছুঁতে পারে না নাকি তিনি ছুঁতে দেন না আমরা জানি না। মাঝে মধ্যে বোন আসে। পুরনো ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ কেউ আসে। দু-একজন বন্ধু। আর সাহিত্যমহলের কয়েকজন। সবচেয়ে বেশি আসে অরণ্য। সেই ঝকঝকে তরুণ শিল্পী।

জোছনা করেছে আড়ি আসে না আমার বাড়ি... না না আমার বাড়ি নয়। কেবল সমরেশ সরকারের বাড়ি। গলি দিয়ে চলে যায়। কে চলে যায়? লুটিয়ে রুপোলি শাড়ি...কে অপর্ণা?

এই সময়টায় নিজের সঙ্গে কথা বলতে কী যে ভাল লাগে সমরেশের। তিনি টেবিল থেকে নোট প্যাডটা তুলে নেন। লিখতে থাকেন :

মদ আর মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরছি।
বাইরে বৃষ্টি। বাইরে মেঘের মতো
সব মানুষ।
বাইরে বিশ্বাসঘাতকের দল...
বাইরে মিছিল
বাইরে চোর, ডাকাত, পুলিশ
বাইরে খুনি ও ধর্ষক
বাইরে কবিতা লিখছে মহাকাল
বাইরে সুন্দরবন ও বাঘ
বাইরে মানুষের উৎসব
বাইরে শব ও শ্মশান
আমি পোস্ট অফিস পেরিয়ে
মদ আর মাছ কিনে বাড়ি ফিরছি।
কবি সমরেশ সরকার বাড়ি
ফিরছে
বৃষ্টির ভিতরে অরণ্য এসেছিল
একা
সেও একদিন কবি হবে
প্রেম মরে গেলে কাঙাল হবে
বৃষ্টিতে ভিজে...

কবিতা লেখা শেষ হলে পর দেখা গেল সমরেশ চার পেগ মদ খেয়েছেন। বাইরে অবিরাম ভাবে বৃষ্টি পড়ছে। জল কি আজ ঘরের মধ্যে ঢুকে যাবে নাকি? ব্যাঙগুলো বিশ্রীভাবে ডাকছে। বিড়াল দুটো কখন যেন তার কোলে উঠে মুখ গুঁজে শুয়ে রয়েছে। কার বিড়াল কে পোষে— বিড়বিড় করতে থাকেন। এখন সমরেশ সরকার মা সারদার সঙ্গে কথা বলবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলবেন। সারাদিন তিনি ফোন অফ রেখেছেন। কেউ ফোন করলেও তাঁকে পাওয়া যাবে না। এই তো সময়, ঘোলাটে চোখে দেখলেন ন'টা কুড়ির মতো বাজে। বেলফুলের গন্ধ আসছে। জুঁইফুল। অপর্ণা এই সময়েই তো আসবে। মদ খেলে অপর্ণা আসে। শাসন করে। মদ খেতে মানা করে। আজ সারারাত সমরেশ অপর্ণার সঙ্গে গল্প করবে। মদ ও মাছের গল্প।

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com